আলেক্সেই তলস্তয়

# সোনার চাবি কিংবা বুরাতিনোর কাণ্ডকারখানা

আলেক্সেই তলস্তয়

ছবি এঁকেছেন
আলেক্সান্দর কোশকিন

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

**А. Толстой**

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО

*На языке бенгали*

**A. Tolstoy**

THE LITTLE GOLDEN KEY OR THE ADVENTURES OF BURATINO

*In Bengali*

স্কুলের ছোট বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য


সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ISBN 5-05-000775-5

উৎসর্গ

**ল্যুদমিলা ইলিনিচনা তলস্তায়াকে**

## মুখবন্ধ

যখন আমি ছোটো ছিলাম — সে বহু বহুকাল আগে — একটি বই আমি পড়ি, নাম 'পিনোক্কিও বা কাঠের পুতুলের অ্যাডভেঞ্চার' (ইতালীয় ভাষায় কাঠের পুতুলকে বলা হয় — 'বুরাতিনো')।

প্রায়ই আমার বন্ধুদের, ছেলেমেয়েদের কাছে বুরাতিনোর আশ্চর্য সব অ্যাডভেঞ্চারের গল্প করতাম। তবে বইটা হারিয়ে গিয়েছিল, তাই প্রত্যেক বার গল্পটা হত ভিন্ন ভিন্ন, এমন সব অ্যাডভেঞ্চার বানিয়ে নিতাম বইয়ে যা একেবারেই ছিল না।

এখন বহু বছর পরে মনে পড়ল আমার পুরনো বন্ধু বুরাতিনোর কথা। ভাবলাম এই কেঠো মানুষটির অসাধারণ কাহিনী শোনাই তোমাদের, ছেলেমেয়েদের।

**আলেক্সেই তলস্তয়**

## ছুতোর জুসেপ্পের হাতে পড়ল একখণ্ড কাঠ, মানুষের গলায় তা চিঁচিঁ করে

অনেকদিন আগে ভূমধ্যসাগরের তীরে এক শহরে থাকত বুড়ো ছুতোর জুসেপ্পে, লোকে তার নাম দিয়েছিল 'ঘুঘু-নাকু'।

একদিন তার হাতে পড়ল একখণ্ড কাঠ, সাধারণ কাঠ, শীত কালে ঘর গরম করার জন্যে যা কাজে লাগে।

জুসেপ্পে ভাবলে, 'এটা দিয়ে টেবিলের পায়া-টায়া গোছের কিছু একটা করা যাবে...'

চশমাটা পরল জুসেপ্পে রশি দিয়ে বাঁধা, কেননা চশমাটারও বয়স হয়েছিল, হাতে উলটে-পালটে দেখল কাঠটা, কুড়ুল দিয়ে চাঁছতে শুরু করল।

কিন্তু চাঁছতে শুরু করা মাত্রই ভয়ানক সরু গলায় কে যেন চিঁ-চিঁ করে উঠল:

'উঃ, উঃ, আস্তে একটু!'

নাকের ডগায় তার চশমাটা টেনে এনে জুসেপ্পে চেয়ে দেখল তার ছুতোরশালটা, কেউ নেই...

দেখল তার কাজের মেজটা, কেউ নেই...

দেখল চাঁছুনির ঝুড়িটা, কেউ নেই...

মাথা বাড়িয়ে দেখল বাইরে, সেখানেও কেউ নেই...

'ভুল শুনলাম নাকি?' ভাবলে জুসেপ্পে, 'কে আবার চিঁ-চিঁ করবে?..' আবার সে কুড়ুল নিলে, আর যেই ঘা দিলে অমনি...

'উঃ, বলছি যে লাগছে!' ককিয়ে উঠল সরু গলা।

এবার জ্ুসেপ্পে যা ভয় পেল তা বলার নয়। চশমার কাঁচ পর্যন্ত ঘেমে উঠল। ঘরের সমস্ত কোণাকানাচ সে দেখল, উঠল এমনকি চুল্লির ওপরেও, মাথা উঁচু করে অনেকখন ধরে দেখল চিমনিটা।

না, কেউ নেই...

'কিছু একটা খেয়েছি নাকি, তাতে কান ভোঁ-ভোঁ করছে?' মনে মনে ভাবলে জুসেপ্পে...

না, খেতে-নেই এমন কিছু একটা সে আজ পান করে নি তো।... খানিকটা সুস্থির হয়ে জুসেপ্পে হাতুড়ি দিয়ে ঠুকল তার র‍্যাঁদার পেছন দিকটা যাতে ফলাটা

ঠিক মাপসই হয়ে বেঁধে — একটু বেশিও নয়, একটু কমও নয়। আর কাঠটা নিয়ে প্রথম বার চাঁছতেই...

'উঃ, উঃ, উঃ, কেন চিমটি দিচ্ছেন আমায়?' কঁকিয়ে উঠল সরু একটা গলা।

র‍্যাঁদা খসে পড়ল জুসেপ্পের হাত থেকে, পেছতে পেছতে সে বসেই পড়ল সোজা মেঝের ওপর: বুঝতে পেরেছিল সরু গলাটা আসছে কাঠটার ভেতর থেকেই।

# বন্ধু কার্লোকে উপহার দান

এই সময় জুসেপ্পের কাছে এল তার পুরনো মিতে, স্ট্রিট-অর্গান বাজিয়ে কার্লো।

একসময় কার্লো তার চওড়া কানাতের টুপি পরে শহরে ঘুরে ঘুরে গান গেয়ে আর বাজনা শুনিয়ে রুজি রোজগার করত।

এখন কার্লো বুড়ো, শরীর চলে না, অর্গানটাও ভেঙে গেছে অনেকদিন।

ঘরে ঢুকে সে বললে, 'নমস্কার জুসেপ্পে। মেঝেয় বসে আছ যে?'

'মানে, ছোটো একটা ইস্ক্রুপ হারিয়েছি... তা যাক গে!' এই বলে জুসেপ্পে আড়চোখে চাইল কাঠটার দিকে, 'আর তুমি কেমন আছ হে বুড়ো?'

কার্লো বললে, 'ভালো নয়। কেবলি ভেবে মরছি কী করে খানিক রুজি রোজগার করা যায়।... তুমি একটু পরামর্শ দিলে পারো...'

'সে আর কী এমন কথা,' ফুর্তি করে বললে জুসেপ্পে আর মনে মনে ভাবলে—

মুখপোড়া কাঠটাকে বিদেয় করে দেওয়া যাক। 'সে আর কী এমন কথা! মেজের ওপর ওই কাঠটা দেখছ তো কার্লো, ওটা বাড়ি নিয়ে যাও।'

'এহ্...' ব্যাজার গলায় জবাব দিলে কার্লো, 'কী হবে তারপর? বাড়ি নয় নিয়ে গেলাম, কিন্তু আমার খুপরিটায় যে চুল্লি পর্যন্ত নেই।'

'আমি তোমায় কাজের কথাই বলছি কার্লো। ছুরি দিয়ে ওই কাঠটা থেকে পুতুল বানাও, মজার মজার কথা বলতে, নাচতে-গাইতে শেখাও ওকে, তারপর লোকের বাড়ি বাড়ি নিয়ে যাও, রুজিও রোজগার হবে, এক গ্লাস করে মদও জুটবে।'

এই সময় যে মেজের ওপর কাঠটা ছিল, সেখান থেকে ফুর্তির চিঁ-চিঁ আওয়াজ এল একটা:

'সাবাস ঘুঘু-নাকু, খাসা বুদ্ধি দিয়েছ!'

ফের ভয়ে আঁতকে উঠল জ্যুসেপ্পে, আর অবাক হয়ে কার্লো চেয়ে দেখল চারদিকে — কে বললে কথাটা?

'তা বুদ্ধিটা যা দিলে তার জন্যে ধন্যবাদ। দাও তো তোমার কাঠখানাই।'

জ্যুসেপ্পে তখন যত তাড়াতাড়ি পারে কাঠটা তুলে দিলে তার বন্ধুকে। কিন্তু হয় তুলে দিতে গিয়েছিল আনাড়ির মতো, নয় নিজেই কাঠটা হাত ফসকে ঠোকর দিলে কার্লোর মাথায়।

'বটে, এই তোমার উপহার!' রেগে চেঁচিয়ে উঠল কার্লো।

'মাপ করো মিতে, আমি ঠুকি নি।'

'তার মানে আমি নিজেই নিজের মাথা ঠুকলাম?'

'না মিতে, কাঠটা নিজেই তোমায় ঠোকর দিয়েছে।'

'বাজে কথা, তুমি ঠুকেছ...'

'না, না, আমি...'

'জানতাম তুই মদ টানিস ঘুঘু-নাকু,' কার্লো বললে, 'তার ওপর দেখছি মিথ্যেবাদীও।'

'বটে, গালাগালি দিবি!' চিৎকার করে উঠল জ্যুসেপ্পে, 'নে, আয় তো দেখি!..'

'আগে তুই আয়, আমি তোর নাক মুচড়ে দেব!..'

দুই বুড়ো রাগে ফুলে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল এর ওর ওপর। কার্লো চেপে ধরল জ্যুসেপ্পের ঘুঘুরঙা নাক। জ্যুসেপ্পে চেপে ধরল কার্লোর কানের কাছে পাকাচুল।

তারপর চুটিয়ে গুঁতোতে লাগল দু'জন দু'জনের পাঁজরে। মেজ থেকে এই সময় তীক্ষ্ন কিঁচকিঁচে গলাটা ওসকাতে লাগল তাদের:

'পেড়ে ফেলো, পেড়ে ফেলো আচ্ছাসে!'

শেষ পর্যন্ত বুড়োরা জেরবার হয়ে হাঁপাতে লাগল। জ্যুসেপ্পে বললে:

'এসো, মিটমাট করে ফেলা যাক, কী বলো...'

কার্লো বললে:

'তা বেশ, মিটমাট...'

বুড়োরা দু'জন দু'জনকে চুমু খেল। কাঠের খন্ডটা নিয়ে বাড়ি গেল কার্লো।

## কাঠের পুতুল বানিয়ে নামকরণ

কার্লো থাকত সিঁড়ির তলেকার একটা খুপরিতে, সেখানে দরজার উলটো দিকের দেয়ালে একটা চুল্লি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

কিন্তু সুন্দর চুল্লি, চুল্লিতে আগুন, তবে আগুনের ওপর ফুটন্ত হাণ্ডাটা আসল নয়, পুরনো একটুকরো ক্যানভাসের ওপর আঁকা।

খুপরিতে ঢুকে কার্লো বসল পা-ভাঙা টেবিলটার কাছে তার একমাত্র চেয়ারে। কাঠটাকে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ছুরি দিয়ে পুতুল বানাতে বসল।

'কী ওর নাম দেওয়া যায়?' ভাবতে লাগল কার্লো, 'নাম দেওয়া যাক বুরাতিনো। এ নামটায় আমার কপাল ফিরে যেতে পারে। একটা বাড়ি তো জানতাম, সেখানে সবাইকেই ডাকা হত বুরাতিনো বলে। বাপ — বুরাতিনো, মা — বুরাতিনো, ছেলেমেয়েরাও সবাই বুরাতিনো... সবাই বেশ আমোদে আহ্লাদে থাকত, ভাবনাচিন্তা ছিল না...'

প্রথম সে বানালে কাঠের চুল, তারপর কপাল, তারপর চোখ...

হঠাৎ চোখ আপনা থেকে খুলে গিয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

কার্লো বুঝতেই দিল না যে সে ভয় পেয়েছে, কেবল আদর করে শুধাল:

'কাঠের চোখ, অমন অদ্ভুত করে কেন চেয়ে দেখছ আমায়?'

কিন্তু পুতুল চুপ করে রইল। নিশ্চয় তার কারণ এই যে তখনো তার মুখ তো ছিল না। কার্লো তার গাল বানাল, নাক বানাল, — সাধারণ নাক...

হঠাৎ তা আপনা থেকেই লম্বা হয়ে বেড়ে উঠতে লাগল, দাঁড়াল এমন ছুঁচলো লম্বা একটা নাক যে কার্লো চেঁচিয়েই উঠল:

'উঁহু, ভালো হচ্ছে না, বড্ড লম্বা...'

শুরু করল তার ডগাটা কেটে ফেলতে। কিন্তু সে তো হবারই নয়!

নাক এদিক-ওদিক পালায়, ওলটায়, শেষে থেকে গেল যেমন তা ছিল — লম্বা, ছুঁচলো, সবেতেই নাক গলানোর মতো নাক।

কার্লো মুখের পেছনে লাগল। কিন্তু ঠোঁট চিড়তেই — মুখ খুলে গেল আপনা থেকে:

'হি-হি-হি, হা-হা-হা!'

আর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ভেংচি দেওয়া সরু লাল একটা জিব।

এইসব বাঁদরামিতে আর মন না দিয়ে কার্লো চালিয়ে গেল তার কাটা, চাঁছা, খোদাইয়ের কাজ। বানাল পুতুলের থুতনি, গলা, কাঁধ, দেহ, হাত...

কিন্তু শেষ আঙুলটা বানানো শেষ না হতেই বুরাতিনো চাঁটি মারতে শুরু করল তার টাকে, খামচি আর সুড়সুড়ি দিতে লাগল।

'শোন,' কড়া গলায় বললে কার্লো, 'তোকে বানানো এখনো শেষ করি নি আর এর মধ্যেই তুই ফাজলামি লাগিয়েছিস... কী হবে ভবিষ্যতে... এ্যাঁ?'

কড়া চোখে সে আগাগোড়া তাকিয়ে দেখল বুরাতিনোকে। আর বুরাতিনো তার ইঁদুরের মতো গোল গোল চোখে চেয়ে রইল তার বাবা কার্লোর দিকে।

কাঠের চিলতে দিয়ে কার্লো লম্বা ঠ্যাং বানালে বুরাতিনোর, চওড়া পায়ের পাতা। এতেই কাজটা শেষ হল। কাঠের খোকাকে সে দাঁড় করাল মেঝের ওপর হাঁটতে শেখাবার জন্যে।

সরু সরু পায়ের ওপর টলতে থাকল সে, টলতে টলতে পা বাড়াল একবার, দু'বার, তারপর লাফ, লাফাতে লাফাতে সোজা দরজায়, চৌকাট পেরিয়ে একেবারে রাস্তায়।

অস্থির হয়ে উঠল কার্লো, গেল বুরাতিনোর কাছে:

'এই বাঁদর, ফিরে আয় বলছি!..'

কে ফেরে! রাস্তায় ছুটোছুটি করতে লাগল বুরাতিনো, খরগোশের মতো, শুধু তার কেঠো পায়ের পাতা খট খট শব্দ করতে থাকল পাথরে...

'ধরুন ওকে! ধরুন!' কার্লো চেঁচাল।

ছুটন্ত বুরাতিনোর দিকে আঙুল দেখিয়ে হাসাহাসি করতে থাকল পথচারীরা। মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিল তেকোণা টুপি মাথায়, মোচ পাকানো দশাসই চেহারার এক পুলিস।

কাঠের মানবকটিকে ছুটতে দেখে পা ফাঁক করে সমস্ত রাস্তা আটকে দাঁড়াল সে। বুরাতিনো চেয়েছিল তার পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে যাবে, কিন্তু পুলিস খপ করে তার নাক চেপে ধরল এবং ধরেই রাখল কার্লোবাবা না আসা পর্যন্ত...

'দাঁড়া, দাঁড়া, দেখাচ্ছি তোকে,' ফোঁস ফোঁস করতে করতে এইটুকু বলে কার্লো ভেবেছিল তাকে কুর্তার পকেটে পুরে নেবে...

এমন আনন্দের দিনে লোকজনের সামনে কুর্তার পকেট থেকে ঠ্যাং বাড়িয়ে পড়ে থাকার মোটেই ইচ্ছে ছিল না বুরাতিনোর। কায়দা করে সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঠক করে রাস্তায় পড়ে ভান করলে যেন মারা গেছে...

‘এহ্,’ পুলিসটা বললে, ‘ব্যাপারটা দেখছি সুবিধের নয়!’

লোক জমতে শুরু করল। বুরাতিনোকে পড়ে থাকতে দেখে মাথা নাড়ানাড়ি করতে লাগল তারা।

কেউ বললে, ‘বেচারা, মনে হয় না খেতে পেয়ে...’

কেউ বললে, ‘কার্লো ওকে পিটিয়ে মেরেছে, এই অর্গান-বাজিয়েটা ভান করে যেন ভালো মানুষ, খারাপ লোক সে, পাজি লোক...’

এইসব শুনে গুঁফো পুলিস হতভাগ্য কার্লোর ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে গেল থানায়।

জুতোয় ধুলো উড়িয়ে চিৎকার করে ককিয়ে উঠল কার্লো:

‘হায়, হায়, কাঠের খোকা বানিয়ে কপাল পুড়ল আমার!’

রাস্তা ফাঁকা হয়ে যেতে নাক তুলল বুরাতিনো, চারিদিক দেখে লাফাতে লাফাতে ছুটে গেল বাড়ি...
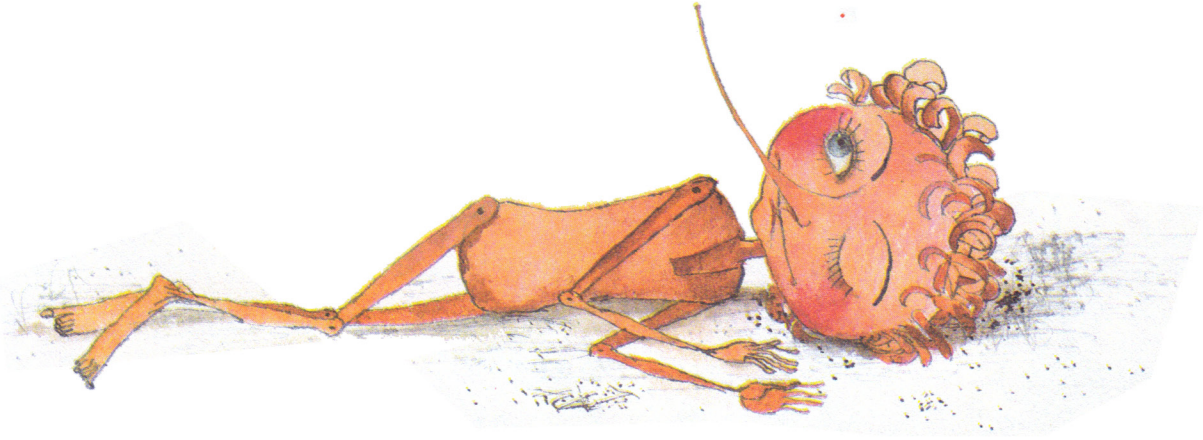
## বলিয়ে-কইয়ে ঝিঁঝির সদুপদেশ
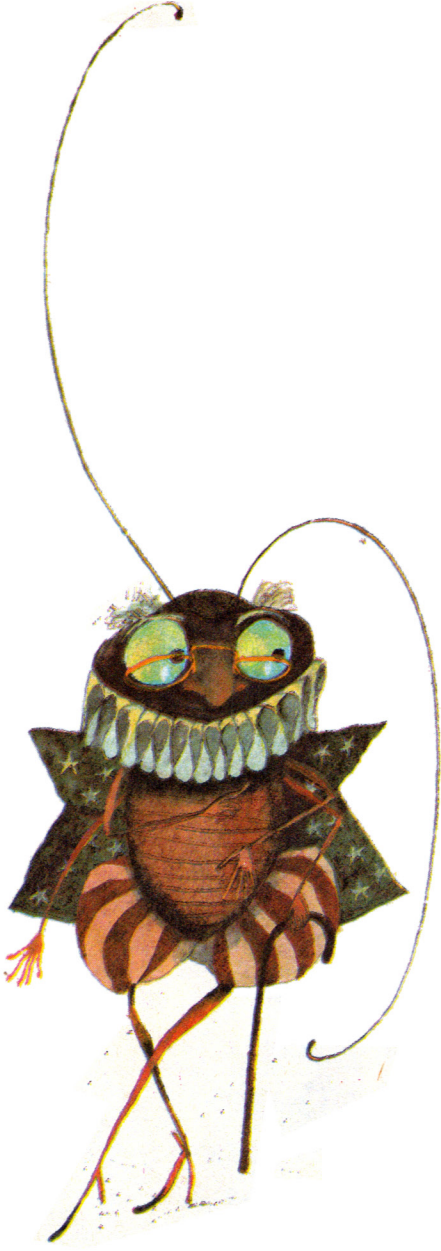
ছুটতে ছুটতে সিঁড়ির তলেকার খুপরিতে এসে বুরাতিনো ধপ করে পড়ে গেল টেবিলের পায়ের কাছে, মেঝেতে।

'এইরকম আরো কী করা যায়?'

মনে রাখা দরকার যে এটা বুরাতিনোর জন্মের কেবল প্রথম দিনটাই। ভাবনাগুলো ওর তাই ছোটো-ছোটো, টুকি-টাকি, আজে-বাজে।

এইসময় শোনা গেল:

'ঝিঁ, ঝিঁ, ঝিঁ।'

বুরাতিনো মাথা ঘুরিয়ে দেখল খুপরিটা।

'এই, কে ওখানে?'

'আমি, ঝিঁ-ঝিঁ...'

বুরাতিনোর নজরে পড়ল একটি জীব, অনেকটা ছোট্ট তেলাপোকার মতো, কিন্তু মাথা বার করা, ফড়িঙের মতো। বসেছিল সে চুল্লির ওপর দেয়ালে, আস্তে আস্তে কিঁচকিঁচ করছিল — ঝিঁ-ঝিঁ, দেখছিল ফুলো ফুলো, কাচের মতো জ্বলজ্বল চোখে, শুঁড় নাড়াচ্ছিল।

'এই, কে তুই?'

'আমি বলিয়ে-কইয়ে ঝিঁঝিপোকা,' বললে জীবটি, 'এই ঘরে আছি একশ' বছরেরও বেশি।'

'আমি এ ঘরের মালিক, ভাগ এখান থেকে।'

'বেশ আমি চলে যাচ্ছি, অবিশ্যি যে ঘরে আছি একশ' বছর তা ছেড়ে যেতে কষ্ট হয় বৈকি,' বললে বলিয়ে-কইয়ে ঝিঁঝি, 'তবে চলে যাবার আগে কিছু সদুপদেশ দিই শোন।'

'বু-বু-বু বুড়ো ঝিঁঝির উপদেশে আমার কী দরকার...'

'হায় রে বুরাতিনো,' বললে ঝিঁঝি, 'দুষ্টুমি সব ছাড়, কার্লোর কথা শুনবি,

অকাজে বাড়ি থেকে বেরুবি না, কাল থেকেই ইশকুলে যেতে শুরু করবি। এই হল আমার উপদেশ। নইলে মহা বিপদ ঘটবে তোর, গা-ছমছমে সব কাণ্ড ঘটবে। তুই হবি শিটিয়ে যাওয়া শুঁটকো একটা মাছিরও অধম।'

'কে-কে-কেন?' জিজ্ঞেস করলে বুরাতিনো।

'কে-কে-কেন তা নিজেই তুই দেখবি,' জবাব দিলে বলিয়ে-কইয়ে ঝিঁঝি।

'বটে রে শ' বছুরে ধোকড়, পোকামাকড়!' চেঁচিয়ে উঠল বুরাতিনো, 'দুনিয়ায় আমি সবচেয়ে ভালোবাসি গা-ছমছমে কাণ্ডকারখানা। কাল সকালে আলো ফুটতেই আমি পালাব বাড়ি থেকে, বেড়ার ওপর উঠে পাখির বাসা ভাঙব, ছেলেমেয়েদের ভেঙচি কাটব, লেজ ধরে টানব কুকুর-বেড়ালদের... আরো কীসব করব ভেবে দেখছি!..'

'দুঃখু হচ্ছে বুরাতিনো, দুঃখু হচ্ছে তোর জন্যে, পরে কেঁদে ভাসাবি।'

'কে-কে-কেন?' ফের জিগ্যেস করলে বুরাতিনো।

'কেননা মাথাটা তোর নিরেট কেঠো।'

তখন বুরাতিনো লাফিয়ে উঠল চেয়ারে, চেয়ার থেকে টেবিলে, একটা হাতুড়ি টেনে নিয়ে বসিয়ে দিলে বলিয়ে-কইয়ে ঝিঁঝিপোকার মাথায়।

বুদ্ধিমান বুড়ো ঝিঁঝি দীর্ঘশ্বাস ফেললে, শুঁড় নাড়ালে, চলে গেল চুল্লির পেছনে — একেবারেই চলে গেল ঘর থেকে।
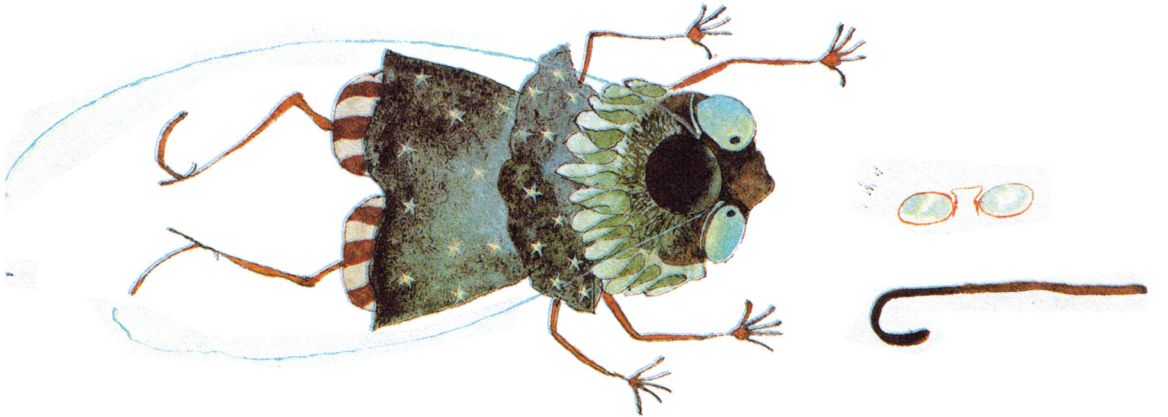
## বুরাতিনো মরতে মরতে বাঁচে। কার্লোবাবা তার জন্যে রঙিন কাগজের পোশাক বানায়, বর্ণপরিচয় কেনে

সিঁড়ির নিচে খুপরিটায় বলিয়ে-কইয়ে ঝিঁঝির সঙ্গে ওই ব্যাপারটার পর ভারি একঘেয়ে লাগছিল। দিনটা গড়িয়ে চলেছে তো চলেছেই। বুরাতিনোর পেটের ভেতরটাও ভরে উঠল একঘেয়েমিতে।

চোখ বন্ধ করল সে, হঠাৎ দেখতে পেল ডিশে মুরগির রোস্ট।

ঝট করে সে চোখ খুলল — ডিশের মুরগি উধাও।

ফের সে চোখ বন্ধ করল — দেখে ডিশে আধাআধি সুজির পায়েস আর র‍্যাস্পবেরি জ্যাম।

চোখ খুলল — আধাআধি পায়েস আর জ্যামে ভরা ডিশটা নেই।

তখন বুরাতিনো বুঝতে পারল যে তার ভয়ানক খিদে পেয়েছে।

দৌড়ে গেল সে চুল্লির কাছে, নাক বাড়াল আগুনের ওপর ফুটন্ত হাণ্ডায়, কিন্তু তার লম্বা নাক ফুঁড়ে গেল হাণ্ডার ভেতর দিয়ে, কেননা আমরা তো আগেই জানতাম যে চুল্লি, আগুন, ধোঁয়া, হাণ্ডা সবই অভাগা কার্লো এঁকেছে একটুকরো পুরনো ক্যানভাসের ওপর।

নাক তুলে নিল বুরাতিনো, দেখল ফুটোটা, — ক্যানভাসের পেছনে দেয়ালে কী-একটা ছোট্টো দরজার মতো, কিন্তু মাকড়সার জালে তা এমন ঢাকা যে কিছুই ধরা গেল না।

সমস্ত কোনাকানাচ ঢুঁড়ে দেখতে লাগল বুরাতিনো, — পাওয়া কি যাবে না রুটির খানিক চটা বা মুরগির একটু হাড় বেড়ালে খেয়ে যা ফেলে গেছে?

আহ্, কিছুই নেই, রাতের খাওয়ার জন্যে তুলে রাখা কিছুই ছিল না গরিব কার্লোর!

হঠাৎ সে দেখতে পেলে চাঁছুনি ভরা ঝুড়ির মধ্যে মুরগির ডিম। ডিমটা নিয়ে রাখল জানলার তাকে, ঠুক-ঠুক — নাক দিয়ে ঠুকে ভেঙে ফেলল তার খোলা।

ডিমের ভেতর থেকে চিঁচিঁ করে উঠল কার গলা:

'ধন্যবাদ, কেঠো মানুষ।'

খোলার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল মুরগির ছানা, তার লেজের বদলে রয়েছে রোঁয়া, চোখদুটো খুশি-খুশি।

'চললাম! আঙিনায় মুরগি-মা অনেকখন আমার পথ চেয়ে আছে।'

এই বলে ছানা লাফিয়ে পড়ল জানলা দিয়ে, বাস, একবারে উধাও।

'উঃ রে,' চেঁচিয়ে উঠল বুরাতিনো, 'খিদে পেয়েছে!..'

শেষ পর্যন্ত বেলা গড়িয়ে চলা থামল। ঘর হয়ে এল আবছা অন্ধকার।

ছবির আগুনের কাছে বসে একটু একটু হিক্কা তুলতে লাগল বুরাতিনো।

দেখল সিঁড়ির নিচে থেকে, মেঝের তল দিয়ে একটা মোটা মাথা বেরিয়ে আসছে। মুখ বাড়িয়ে, শুঁকে শুঁকে নিচু থাবায় বেরিয়ে এল একটা ছেয়ে রঙের জীব।

কোনো তাড়াহুড়ো না করে সে গেল চাঁছুনি ভরা ঝুড়িটার কাছে, উঠে পড়ল তাতে, শুঁকতে শুঁকতে কী হাতড়াতে লাগল, রেগে খচমচ করতে লাগল চাঁছুনিগুলোয়। নিশ্চয় সে ডিমটা খুঁজছিল, যেটা ভেঙে ফেলেছে বুরাতিনো।

তারপর সে ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে গেল বুরাতিনোর কাছে। চারটে লম্বা লম্বা লোম-ওয়ালা কালো নাকটা চারিদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শুঁকল তাকে। বুরাতিনোর গা থেকে খাদ্য গোছের কোনো গন্ধ পাওয়া গেল না — জীবটা তার লম্বা সরু লেজটা টানতে টানতে চলে গেল পাশ দিয়ে।

আরে, লেজটা চেপে না ধরে পারা যায় কি! বুরাতিনো খপ করে ধরল সেটা।

দেখা গেল জীবটা বুড়ো হিংস্র ধেড়ে-ইঁদুর শুশারা।

ভয় পেয়ে সে বুরাতিনোকে টানতে টানতে ছায়ার মতো সিঁড়ির নিচে মিলিয়ে যেতে গিয়েছিল, কিন্তু দেখতে পেল ওটা নেহাৎ একটা কাঠের খোকা, ভীষণ ক্ষেপে সে তার টুঁটি কামড়ে খাবে বলে ঘুরে এল।

এবার ভয় পেল বুরাতিনো, ইদুঁরের ঠান্ডা লেজটা ছেড়ে দিয়ে সে লাফিয়ে উঠল চেয়ারে। ইঁদুরও তার পেছনে।

চেয়ার থেকে সে লাফিয়ে গেল জানলার তাকে। ইঁদুরও তার পেছনে।

সেখান থেকে সে সারা খুপরি লাফিয়ে গেল টেবিলে। ইঁদুরও তার পেছনে। এখানে ইঁদুর কামড়ে ধরল তার টুঁটি, উলটে ফেললে তাকে, দাঁতে করে নামল মেঝেয়, ঢুকে গেল সিঁড়ির নিচে, গর্তে।

‘কার্লোবাবা!’ কোনোরকমে চিঁচিঁ করে উঠতে পারল বুরাতিনো।

‘আমি এখানে!’ জবাব এল হেঁড়ে গলায়।

হাট করে খুলে গেল দরজা, ঘরে ঢুকল কার্লোবাবা। পা থেকে কাঠের জুতো খুলে ছুঁড়ে মারল ইঁদুরের দিকে।

শুশারা কাঠের খোকাকে ছেড়ে দিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে পালিয়ে গেল।

‘দেখলি তো দুষ্টুমির কী ফল!’ গজগজ করে কার্লোবাবা বুরাতিনোকে তুললে মেঝে থেকে। ভালো করে দেখল সব অক্ষত আছে কিনা। কোলের ওপর বসিয়ে পকেট থেকে বার করলে একটা পেঁয়াজ, খোসা ছাড়াল তার।

‘নে, খা!..’

পেঁয়াজটায় তার ক্ষুধার্ত দাঁত বসিয়ে কচ্‌কচিয়ে, ঠোঁট চপচপ করে সেটা সে খেল। তারপর কার্লোবাবার খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভরা গালে মাথা ঘষতে লাগল।

‘আমি খুব লক্ষ্মী ছেলে হব। বলিয়ে-কইয়ে ঝিঁঝি আমায় ইশকুলে যেতে বলেছে।’

‘তা বেশ কথা খোকা...’

‘কার্লোবাবা, কিন্তু আমি যে ন্যাংটো,, কেঠো — ইশকু-লের ছেলেরা আমায় দেখে হাসাহাসি করবে।’

‘হুঁ,’ বলে কার্লো তার খোঁচা খোঁচা থুতনি চুলকাল, ‘সত্যি তো খোকা।’

বাতি জবালাল সে, কাঁচি আঠা আর রঙিন কাগজের টুকরো নিলে। কাগজ কেটে আঠায় জুড়ে বানাল বাদামি কোর্তা আর জবলজবলে সবুজ
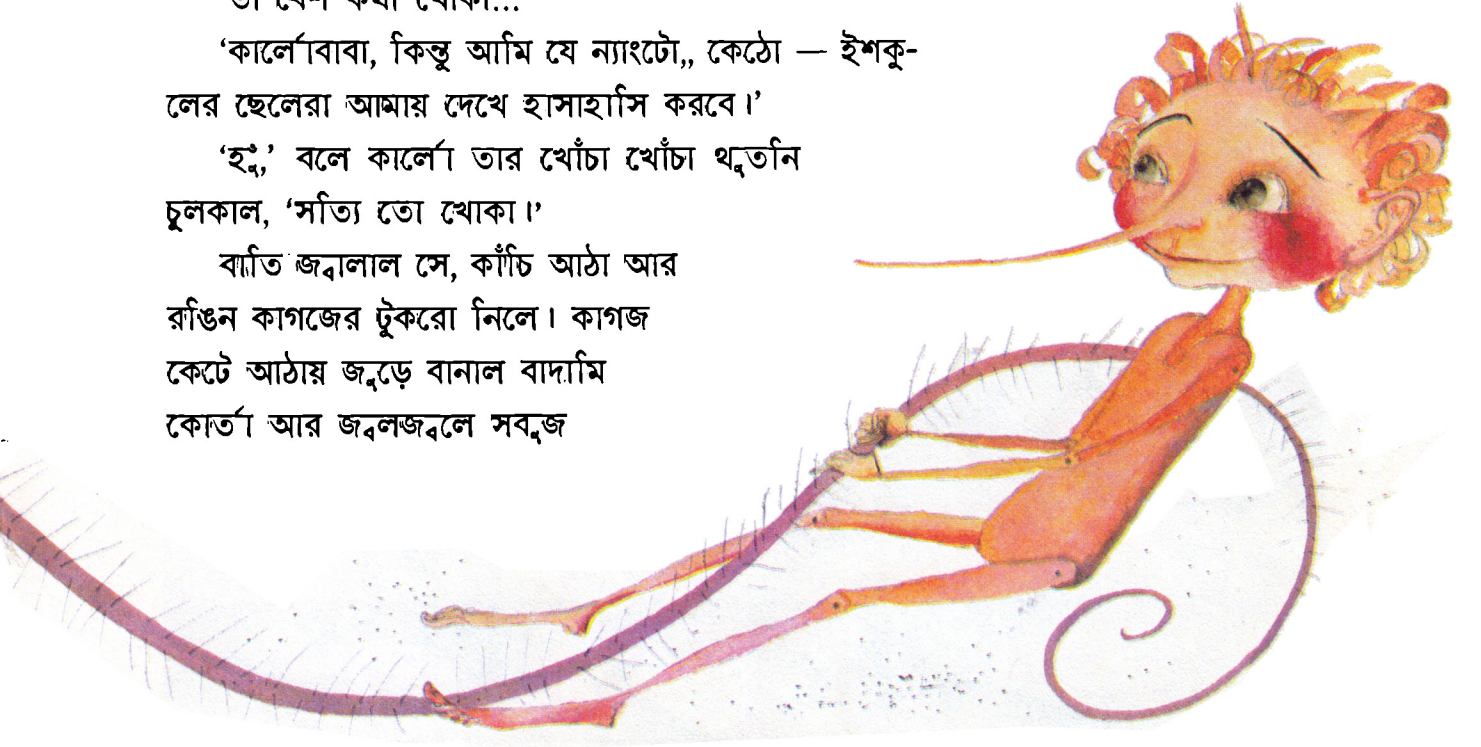
প্যাণ্ট। পুরনো জুতোর চামড়া দিয়ে জুতো আর পুরনো মোজা থেকে থুপি-ঝোলানো টুপিও বানানো হল।

সব পরানো হল বুরাতিনোকে:

'নে প্রাণ ভরে পর!'

বুরাতিনো বললে, 'কিন্তু কার্লোবাবা, বর্ণপরিচয় ছাড়া ইশকুলে যাব কেমন করে?'

'হুঁ, ঠিক বলেছিস খোকা...'

মাথা চুলকাল কার্লোবাবা। নিজের একমাত্র পুরনো কোর্তাটা গায়ে চাপিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

শিগগিরই ফিরল সে, কিন্তু বিনা কুর্তায়। হাতে তার একটা বই, তাতে বড়ো বড়ো অক্ষর আর চমৎকার সব ছবি।

'এই নে তোর বর্ণপরিচয়। প্রাণ ভরে পড়াশুনা কর।'

'কার্লোবাবা, কিন্তু তোমার কোর্তা কোথায়?'

'কোর্তাটা দিলাম বেচে... ও কিছু না, এমনিতেই চলে যাবে। শুধু তুই ভালো থাক প্রাণ ভরে।'

কার্লোবাবার সদয় হাতখানায় নাক গুঁজল বুরাতিনো।

'পড়াশুনা করব, বড়ো হব, তোমায় কিনে দেব হাজার হাজার নতুন কোর্তা।'

তার জীবনের এই প্রথম দিনটার সে সন্ধেয় বুরাতিনো প্রাণপণে চাইল দুষ্টুমি না করে দিন কাটাতে, যা শিখিয়েছে বলিয়ে-কইয়ে ঝিঁঝি।

## বর্ণপরিচয় বিক্রি করে পুতুলনাচের টিকিট

সকাল সকাল বুরাতিনো বর্ণপরিচয়টা তার ব্যাগে নিয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটল ইশকুলে।

রাস্তায় চেয়েও দেখল না দোকানে সাজানো মিষ্টিগুলোর দিকে — পোস্তদানা ছড়ানো মধুমাখা তেকোণা বিস্কুট, মিষ্টি পিঠে, কাঠির ডগায় লাগানো মোরগের মতো দেখতে লজেন্স।

যেসব ছেলেরা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, তাদের দিকে তাকাবারই ইচ্ছে হল না তার...

রাস্তা পেরচ্ছিল ডোরাকাটা বেড়াল বার্জিলিও, তার লেজ ধরে টানা যেত। কিন্তু সেটাও করলে না বুরাতিনো।

যতই সে ইশকুলের কাছে আসছিল, ততই অল্প দূরে, ভূমধ্যসাগরের তীরে, জোরে জোরে বাজতে লাগল ফুর্তির বাজনা।

'পুঁ-পুঁ...' করছিল ফ্লুট।

'রিন-রিন...' করছিল বেহালা।

'ঝম্-ঝম্...' করছিল কাঁসার কাঁসর।

'দুম্-দুম্...' করে বাজছিল ব্যাণ্ড।

ইশকুলে যেতে হলে ঘুরতে হবে ডান দিকে, বাজনা শোনা যাচ্ছিল বাঁ দিক থেকে। হোঁচট খেতে লাগল বুরাতিনো। আপনা থেকেই পা ঘুরে গেল সাগরের দিকে, যেখানে:

'পুঁ-পুঁ...'

'ঝম্-ঝম্...'

'দুম্-দুম্...'

'ইশকুল তা আর কোথাও তো আর পালাচ্ছে না তো,' নিজের মনেই বলতে লাগল বুরাতিনো, 'আমি কেবল একটু দেখব, একটু শুনব, তারপর এক ছুটে ইশকুল।'

যত দম ছিল ছুটল সে সাগরের দিকে। দেখতে পেল রংবেরঙের পতাকা ওড়ানো চট কাপড়ের একটা তাঁবু, সাগরের হাওয়ায় পতপত করছে পতাকা।

ওপরে নেচে নেচে বাজাচ্ছে চারজন বাজনদার।

নিচে মোটাসোটা এক মাসি হেসে হেসে টিকিট বেচছে।

ঢোকার মুখে মস্তো এক ভিড় — ছেলে আর মেয়ে, ফৌজী, লেমোনেড

ফেরিওয়ালি, বাচ্চা নিয়ে আয়া, দমকলের লোক, পিয়ন — সবাই, সবাই পড়ছে বিরাট এক প্ল্যাকার্ড:

একটা ছেলের আস্তিন ধরল বুরাতিনো:
'আচ্ছা, ঢোকার টিকিট কত করে?'
ছেলেটা তাড়াহুড়ো না করে বললে:
'চার সলদো রে, কেঠো মানুষ।'
'মানে ব্যাপার কী জানো, মানি ব্যাগটা আমি বাড়িতে ফেলে এসেছি। চার সলদো আমায় ধার দেবে?'
ছেলেটা টিটকিরি দেওয়া শিস দিলে:
'হাঁদা পেয়েছিস বটে!..'
'আমার ভ-ভ-ভ-ভ-য়ানক দেখার ইচ্ছে হচ্ছে!' চোখে জল এসে গিয়েছিল বুরাতিনোর, 'চার সলদো দিয়ে আমার এই খাশা কোর্তাটা কেনো...'
'কাগজের কোর্তা চার সলদো? হাঁদা খোঁজ গে।'
'তাহলে আমার এই চমৎকার টুপিটা...'
'ও টুপিতে কেবল বেঙাচি ধরা যায়... হাঁদা খোঁজ গে!'
এমনকি নাকও হিম হয়ে এল বুরাতিনোর — ভারি তার ইচ্ছে হচ্ছিল পুতুল নাচ দেখার।
'তাহলে চার সলদো দিয়ে আমার নতুন বর্ণপরিচয়টা কেনো...'
'ছবি আছে?'
'চ-চ-চ-চমৎকার সব ছবি আর বড়ো বড়ো অক্ষর।'
'দে তাহলে,' এই বলে বর্ণপরিচয় নিলে ছেলেটা, অনিচ্ছায় গুনে গুনে দিলে চার সলদো।
মোটাসোটা হাসিমুখ মাসির কাছে ছুটে গিয়ে বুরাতিনো বললে:
'এই যে আমায় প্রথম সারিতে একবারমাত্র খেলা দেখার একটা টিকিট দিন।'

## পুতুলেরা চিনে ফেলে বুরাতিনোকে

বুরাতিনো বসল প্রথম সারিতে, ভারি উৎসাহে দেখতে লাগল নামানো পর্দাটা।

পর্দায় আঁকা ছিল নাচিয়ে সব ক্ষুদে মানুষ, কালো মুখোশ পরা খুকিরা, তারা-লাগানো টুপি পরা ভয়ংকর সব দেড়েল মানুষ, চোখ-নাক-ওয়ালা সরুচাকলির মতো দেখতে সূর্য আর চমৎকার চমৎকার আরো সব নানা ছবি।

তিন বার ঘণ্টা পড়তে পর্দা উঠে গেল।

ছোট্ট মঞ্চের ডাইনে বাঁয়ে কার্ডবোর্ডের গাছপালা। তার ওপর ঝুলে আছে চাঁদের মতো দেখতে একটা বাতি, তার ছবি ফুটছে এক টুকরো আয়নায়, তার ওপর ভাসছে তুলো দিয়ে বানানো দুটি রাজহাঁস, ঠোঁট তাদের সোনালি।

কার্ডবোর্ডের গাছের পেছন থেকে বেরিয়ে এল ছোট্ট একটি মানুষ, লম্বা লম্বা আস্তিন ঝুলানো লম্বা শাদা কামিজ পরা।

মুখ তার পাউডার মাখা, দাঁতের মাজন-গুঁড়োর মতো শাদা।

দর্শকদের উদ্দেশে সসম্মানে মাথা নুইয়ে দুঃখ করে বললে:

'নমস্কার! আমার নাম পিয়েরো... এখনই শুরু হবে আমাদের প্রহসন, নাম 'নীলকেশী কন্যে কিংবা তেত্রিশটি ঠোকন'। আমাকে লাঠির বাড়ি মারা হবে, চিমটি কাটা, চাঁটি দেওয়া হবে মাথায়। খুব হাসির প্রহসন...'

কার্ডবোর্ডের অন্য গাছের পেছন থেকে বেরিয়ে এল আরেকজন লোক, দাবার বোর্ডের মতো আগাগোড়া চৌখুপি কাটা তার পোশাক।

সসম্মানে মাথা নোয়ালে সে দর্শকদের উদ্দেশে:

'নমস্কার! আমি আর্লেকিন।'

তারপর সে পিয়েরোর দিকে ফিরে এমন চটাস করে দুই চড় কষল যে তার গাল থেকে ঝরে পড়ল পাউডার।

'ঘ্যানঘ্যান করছিস কেন, আহাম্মক?'

'আমার মন খারাপ, আমি বিয়ে করতে চাই।'

'বিয়ে আগে করিস নি কেন?'

'কারণ আমার কনে আমার কাছ থেকে পালিয়ে গেছে!..'

'হাঃ-হাঃ-হাঃ,' হেসে মরে আর্লেকিন, 'দেখছেন বোকাটাকে!'

লাঠি দিয়ে সে পেটাল পিয়েরোকে।

'কী নাম তোর কনের?'

'তুমি আমায় আর মারবে না?'

'আরে না, আমি মাত্তর শুরু করলাম।'

'তাহলে বলছি, ওর নাম মালভিনা, কিংবা নীলকেশী কন্যে।'

'হাঃ-হাঃ-হাঃ,' আবার হেসে লুটিয়ে পড়ল আর্লেকিন, তিনটে চাঁটি মারল তার মাথায়। 'শুনলেন তো মান্যবরেরা... মেয়েদের নীল চুল হয় কি?'

কিন্তু দর্শকদের দিকে ফিরতেই তার চোখে পড়ল সামনের বেঞ্চিতে বসে আছে কাঠের এক খোকা, কান পর্যন্ত টানা মুখ, লম্বা নাক, মাথায় থুপি ঝোলানো টুপি।

'দ্যাখো, দ্যাখো, এ যে বুরাতিনো,' ওর দিকে আঙুল দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল আর্লেকিন।

'জ্যান্ত বুরাতিনো!'লম্বা আস্তিন দুলিয়ে হাউমাউ করে উঠল পিয়েরো।

কাঠের গাছগুলোর পেছন থেকে লাফিয়ে এল বহু পুতুল — কালো মুখোশ পরা সব মেয়ে, টুপিপরা ভয়ংকর সব দেড়েল, ঝাঁকড়া লোমের কুকুর — চোখের বদলে বোতাম, কুঁজো কুঁজো লোক, শসার মতো তাদের নাক...

সবাই তারা ছুটে এল ফুটলাইটগুলোর দিকে, ভালো করে চেয়ে দেখে কলরব করে উঠল:

'এ যে বুরাতিনো! এ যে বুরাতিনো। এসেছে আমাদের কাছে, ফুর্তিবাজ বিচ্ছু বুরাতিনো!'

তখন সে লাফিয়ে উঠল বেঞ্চিতে, সেখান থেকে প্রম্পটারের বুথে, তা থেকে মঞ্চে।

পুতুলেরা ওকে জাপটে ধরে কোলাকুলি করল, চুমু খেল, চিমটি কাটল... তারপর সবাই মিলে গান ধরল:

নাচল পাখি পোলকা নাচ
সকাল বেলায়, মেঠো ঘাস,
বাঁদিকে ঠোঁট, ডাইনে লেজ, —
এটা পোলকা কারাবাস।

গুবরে পোকা বাজায় ব্যান্ড,
কোলাব্যাঙের ডাবল-বাস্,
বাঁদিকে ঠোঁট, ডাইনে লেজ, —
এটা পোলকা কারাবাস।

আজকে কারো নেইকো কাজ,
নাচল পাখি ফুর্তিবাজ,
বাঁদিকে ঠোঁট, ডাইনে লেজ, —
এমনি ছিল পোলকা নাচ।

দর্শকেরা একেবারে গলে গেল। একজন আয়া তো কেঁদেই ফেললে। ফোঁপাতে লাগল একজন দমকলী।

কেবল পেছনের বেঞ্চিগুলোর ছেলেরা রেগে পা ঠুকতে লাগল:

'খুব হয়েছে সোহাগ করা, ছোটো তো আর নও, পালা চালিয়ে যাও!'

এইসব গোলমাল শুনে মঞ্চের পেছন থেকে বেরিয়ে এল একটা লোক, এমন ভয়ংকর দেখতে যে একবার চাইলেই একেবারে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যেতে হয়।

না-আঁচড়ানো ঘন দাড়ি লুটচ্ছে মেঝের ওপর, ড্যাব-ডেবে চোখ ঘুরছে, প্রকাণ্ড মুখে কড়মড় করছে দাঁত, যেন মানুষ নয়, কুমির। হাতে ওর সাত রশির চাবুক।

লোকটা পুতুল যাত্রাদলের অধিকারী, পুতুলবিদ্যার ডক্টর সিনোর কারাবাস বারাবাস।

'হা-হা-হা, হি-হি-হি,' অট্ট হেসে উঠল সে বুরাতিনোকে দেখে, 'আমার চমৎকার পালায় তুই-ই গণ্ডোগোল বাধিয়েছিস?'

বুরাতিনোকে ধরে সে নিয়ে গেল গুদামে, সেখানে টাঙিয়ে রাখল একটা পেরেকে। ফিরে এসে সাত রশির চাবুক হাঁকিয়ে ভয় দেখালে পুতুলদের, পালা যেন তারা চালিয়ে যায়।

কোনোরকমে পালা শেষ করলে পুতুলেরা, যবনিকা পড়ল, বাড়ি চলে গেল দর্শকেরা।

পুতুলবিদ্যার ডক্টর সিনোর কারাবাস বারাবাস রান্নাঘরে খেতে গেল।

ব্যাঘাত যাতে না হয় সেজন্যে দাড়ির নিচের দিকটা পকেটে ঢুকিয়ে সে বসল চুল্লির সামনে, তাতে সেঁকা হচ্ছিল শিকে বেঁধানো পুরো একটা খরগোশ আর দুটি মুরগি।

আঙুল চুষে সে টিপে দেখল মাংস, মনে হল এখনো তা সেদ্ধ হয় নি।
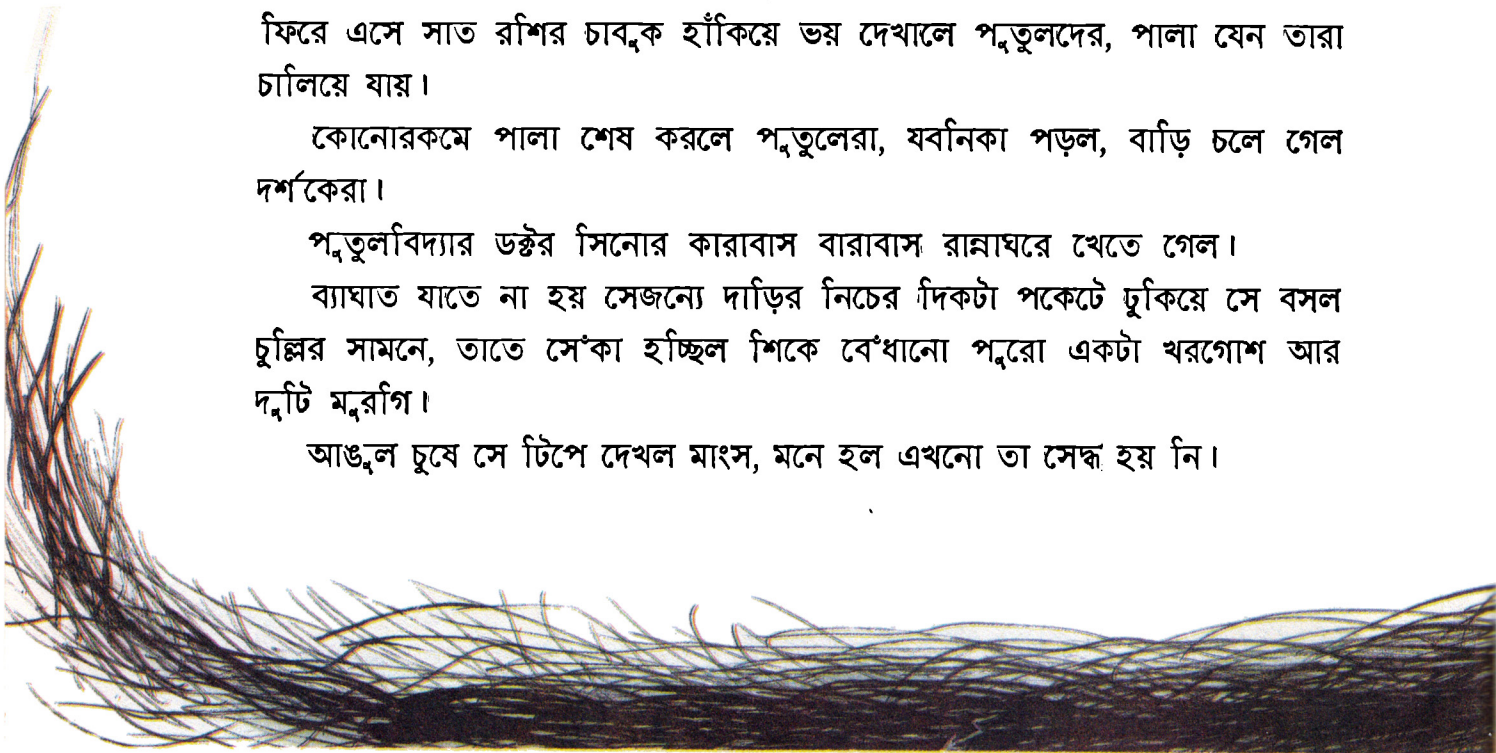
চুল্লিতে কাঠ ছিল কম। তিনবার হাততালি দিলে সে।

ছুটে এল আর্লেকিন আর পিয়েরো।

'নিয়ে আয় তো ঐ অকম্মা বুরাতিনোকে,' বললে সিনোর কারাবাস বারাবাস, 'ওটা শুকনো কাঠে বানানো, আমি ওটা আগুনে দেব, চটপট তৈরি হয়ে যাবে আমার রোস্ট।'

আর্লেকিন আর পিয়েরো হাঁটু গেড়ে বসে মিনতি করতে লাগল অভাগা বুরাতিনোকে দয়া করার জন্যে।

'কোথায় আমার চাবুক?' হুঙ্কার দিলে কারাবাস বারাবাস।

তখন তারা কাঁদতে কাঁদতে গেল গুদামে, পেরেক থেকে খসিয়ে বুরাতিনোকে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে নিয়ে গেল রান্নাঘরে।

## পোড়াবার বদলে পাঁচ মোহর দিয়ে সিনোর কারাবাস বারাবাস বাড়ি পাঠাল বুরাতিনোকে

পুতুলেরা যখন বুরাতিনোকে টেনে এনে মেঝেয় ফেলে দিলে চুল্লির ঝাঁঝরির কাছে সিনোর কারাবাস বারাবাস তখন ভয়ানক ফোঁস ফোঁস করতে করতে আগুন খোঁচাচ্ছিল চুল্লিতে।

হঠাৎ লাল হয়ে উঠল তার চোখ, নাক, তারপর সারা মুখ কুঁচকে গেল আড়াআড়ি রেখায়। বোধ হয় নাকের ফুটোয় কাঠকয়লার কুচো ঢুকেছিল।

'হ্যাঁপ-হ্যাঁপ-হ্যাঁপ,' গোঁ গোঁ করে উঠল কারাবাস বারাবাস, 'হ্যাঁচ্চো!..'

এমন সে হাঁচি দিলে যে চুল্লি থেকে পাক দিয়ে উঠল ছাই।

পুতুলবিদ্যার ডক্টর হাঁচি দিতে শুরু করলে থামতে পারত না, হাঁচত পঞ্চাশ, কখনো-বা একশ' বার।

এমন অসাধারণ হাঁচির ফলে সে কাহিল হয়ে পড়ত, মন হয়ে যেত নরম।

পিয়েরো বুরাতিনোর কানে কানে বললে:

'হাঁচির ফাঁকে ফাঁকে ওর সঙ্গে কথা বলে দ্যাখ...'

'হ্যাঁ-চ্চো! হ্যাঁ-চ্চো!'

দম টেনে ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে হাঁচছিল কারাবাস বারাবাস, পা দাপাচ্ছিল।

কাঁপছিল সারা রান্নাঘর, ঝনঝন করছিল শার্সি, দুলছিল দেয়ালে টাঙানো প্যান, ফ্রাইং প্যান।

হাঁচির ফাঁকে ফাঁকে বুরাতিনো তার মিহি করুণ সুরে ধুয়া ধরতে লাগল:

'অভাগা আমি, পোড়া কপাল, কেউ আমায় মায়া করে না!'

'গাঁ গাঁ থামা!' চেঁচিয়ে উঠল কারাবাস বারাবাস। 'আমার ব্যাঘাত করছিস... হ্যাঁ-চ্চো!'

'জীবো, জীবো সিনোর,' ফুঁপিয়ে উঠল বুরাতিনো।

'ধন্যবাদ... আর, হ্যাঁ, মা-বাপ তোর বেঁচে আছে? হ্যাঁ-চ্চো!'

'আমার মা কখনো ছিল না সিনোর, কখনো না। হায়, দুর্ভাগা আমি!' এমন মর্মভেদী খনখনে গলায় বুরাতিনো চেঁচিয়ে উঠল যে তা বিঁধতে লাগল কারাবাস বারাবাসের কানে।

পা দাপালে সে।

'গাঁ গাঁ থামা বলছি! হ্যাঁ-চ্চো! কি, বাপ তোর বেঁচে?'

'আমার বেচারা বাবা এখনো বেঁচে আছে সিনোর।'

'বুঝতে পারছি, তোকে পুড়িয়ে একটা খরগোশ আর দুটো মুরগি আমি রোস্ট করেছি জানলে কী অবস্থা হবে তোর বাপের... হ্যাঁ-চ্চো!'

'আমার বাবা এমনিতেই মারা যাবে না খেয়ে, শীতে ভুগে। বুড়ো বয়সে আমিই ওর একমাত্র ভরসা। ছেড়ে দিন আমায় সিনোর।'

'চুলোয় যা!' গর্জন করে উঠল কারাবাস বারাবাস, 'কোনো মায়াদয়ার কথাই হতে পারে না। খরগোশ আর মুরগির রোস্ট হতেই হবে। সেঁধো চুল্লির ভেতরে।'

'সে আমি পারব না সিনোর।'

'কেন?' কারাবাস বারাবাস জিগ্যেস করলে শুধু এইজন্যে যাতে বুরাতিনো কথা চালিয়ে যায়, চিল্লিয়ে হুল না ফুটায় কানে।

'চুল্লিতে আমি একবার নাক ঢোকাবার চেষ্টা করেছিলাম সিনোর, তাতে কেবল সেটা ফুটোই হয়ে গেল।'

'কী সব গাঁজাখুরি ব্যাপার।' অবাক হল কারাবাস বারাবাস, 'কেমন করে তোর নাকে ফুটো হয় চুল্লি?'

'কারণ, সিনোর, চুল্লি আর আঁচে চাপানো হান্ডাটা ছিল এক টুকরো পুরনো ক্যানভাসের ওপর আঁকা।'

'হ্যাঁ-চ্চো!' হাঁচি দিলে কারাবাস বারাবাস এত জোরে যে আর্লেকিন উড়ে গেল ডাইনে, পিয়েরো বাঁয়ে আর বুরাতিনো বোঁ করে ঘুরে গেল লাট্টুর মতো।

'কোথায় তুই

দেখলি চুল্লি আর আগুন আর হাণ্ডা ক্যানভাসের টুকরোর ওপর আঁকা?'

'আমার বাবা কার্লোর খুপরিতে।'

'তোর বাপ কার্লো!' হাত ঝাঁকিয়ে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল কারাবাস বারাবাস, দাড়ি ওর উড়তে লাগল, 'তার মানে বুড়ো কার্লোর খুপরিতেই লুকনো আছে গোপন...'

কিন্তু এই বলেই কারাবাস বারাবাস দুই হাতে মুখ বন্ধ করলে, বোঝা যায় গোপনীয়টা কী তা সে বলতে চাইছিল না। এই ভাবেই চোখ বড়ো বড়ো করে সে নিভন্ত আগুনের দিকে চেয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ।

'বেশ,' শেষ কালে সে বললে, 'আমি ঐ আধসেদ্ধ খরগোশ আর কাঁচা মুরগিই খাব। তোকে জীবন দান করলাম বুরাতিনো। তাছাড়া...'

দাড়ির নিচে ওয়েস্ট কোটে হাত ঢুকিয়ে সে বার করলে পাঁচটা মোহর, এগিয়ে দিলে তা বুরাতিনোর দিকে:

'তাছাড়া... এই টাকাটা নিয়ে কার্লোকে দিবি। কুর্নিশ করে বলবি যে আমি বলেছি কোনোক্রমেই যেন না খেয়ে ঠাণ্ডায় ভুগে না মরে, আর সবচেয়ে বড়ো কথা, খুপরি ছেড়ে যেন না যায়, যেখানে আছে পুরনো ক্যানভাসের টুকরোর ওপর আঁকা চুল্লি। নে যা, ঘুমিয়ে নে, সকাল সকাল বাড়ি চলে যাবি।'

মোহর পাঁচটা পকেটে রেখে বুরাতিনো সম্মান করে বললে:

'ধন্যবাদ আপনাকে সিনোর। আমায় ভরসা করে টাকা দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এমন লোক আর আপনি পেতেন না...'

আর্লেকিন আর পিয়েরো বুরাতিনোকে নিয়ে গেল শোবার ঘরে, সেখানে ফের শুরু হল পুতুলদের কোলাকুলি, চুমু খাওয়া, চিমটি কাটা, ফের তারা জড়িয়ে ধরতে লাগল বুরাতিনোকে, চুল্লিতে পুড়ে মরা থেকে অমন হঠাৎ করে যে বেঁচে গেছে।

পুতুলদের সে ফিসফিসিয়ে বললে:

'কী একটা গোপন রহস্য আছে এর পেছনে।'

## বাড়ি ফেরার পথে দুই ভিখিরি — বাজিলিও বেড়াল আর আলিসা শেয়াল

সকাল সকাল উঠে বুরাতিনো টাকা গুনে দেখল — হাতে যত আঙুল, মোহরও ততকটাই।

মোহরগুলো হাতের মুঠোয় চেপে সে লাফাতে লাফাতে ছুটল বাড়ির দিকে। গুনগুন করতে লাগল:

'কার্লোবাবার জন্যে নতুন কোর্তা কিনব, কিনব অনেক তেকোণা বিস্কুট, কাঠিতে লাগানো মোরগ লজেন্স।'

পতপত করা পতাকা সমেত পুতুল নাচের তাঁবু যখন চোখের আড়ালে, ধুলোভরা রাস্তায় বুরাতিনো দেখতে পেল দুই মনমরা ভিখিরি: তিন পায়ে খোঁড়াচ্ছে আলিসা শেয়াল, আর কানা বেড়াল বাজিলিও।

এটা সে বেড়াল নয়, গতকাল সন্ধেয় যাকে সে দেখেছিল রাস্তায়, অন্য বেড়াল — এও বাজিলিও, এও ডোরাকাটা। বুরাতিনো ভেবেছিল পাশ কাটিয়ে চলে যাবে, কিন্তু আলিসা শেয়াল করুণ স্বরে বললে:

'নমস্কার, ভালোমানুষ বুরাতিনো, হনহন করে কোথায় যাচ্ছ?'

'বাড়ি, কার্লোবাবার কাছে।'

আরো করুণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেললে শেয়াল:

'কে জানে বেচারা কার্লোকে জীবন্ত দেখতে পাবে কিনা, না খেয়ে শীতে ভুগে ওর অবস্থা খুবই খারাপ...'

'তবে এই দ্যাখো, দেখেছ?' মুঠো খুলে পাঁচটা মোহর দেখাল বুরাতিনো।

টাকা দেখে সে দিকে আপনা থেকেই এগিয়ে গেল শেয়ালের পা, আর হঠাৎ কানা চোখ বড়ো বড়ো করে মেলল বেড়াল, ঝকঝক করে উঠল তা সবুজ দুই মশালের মতো।

কিন্তু বুরাতিনো এসব লক্ষ করে নি।

'লক্ষ্মীছেলে, ভালোছেলে বুরাতিনো, ও টাকা দিয়ে কী করবে তুমি?'

'কার্লোবাবার জন্যে কোর্তা কিনব... বর্ণপরিচয় কিনব...'

'বর্ণপরিচয়, এই সেরেছে!' মাথা নেড়ে আলিসা শেয়াল বললে, 'পড়াশুনো

করে কোনো মঙ্গল নেই... কত পড়লাম আর দেখতেই তো পাচ্ছ, হাঁটছি তিন ঠ্যাঙে।'

'বর্ণপরিচয়!' গজগজ করে উঠল বাজিলিও বেড়াল, রাগে ফ্যাঁচ্ করল তার মোচ, 'হতচ্ছাড়া এই পড়াশুনো করেই আমার চোখ গেল...'

রাস্তার কাছে শুকনো একটা ডালের ওপর বসেছিল ধাড়ী দাঁড়কাক। এইসব কথা শুনতে শুনতে শেষে কা-কা করে উঠল সে:

'মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা!..'

বাজিলিও বেড়াল অমনি লাফ দিয়ে উঠল, ডালের ওপর কাকের গায়ে থাবা মেরে খসিয়ে দিলে তার আধখানা লেজ, কোনোরকমে উড়ে যেতে পারল কাক। আর বেড়াল ফের ভান করল যেন সে কানা।

'ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে কেন?' অবাক হয়ে জিগ্যেস করল বুরাতিনো।

বেড়াল বললে, 'চোখ তো কানা, মনে হয়েছিল গাছে যেন কুকুর বসে আছে...'

ধুলো ভরা রাস্তা দিয়ে চলল তিনজনে। শেয়াল বললে:

'সোনামণি, যাদুমণি বুরাতিনো, চাও কি তোমার টাকা হোক দশগুণ বেশি?'

'চাই বৈকি! কিন্তু কী করে তা হবে?'

'সে খুব সোজা। চলো আমাদের সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'হবু-গবুর রাজ্যে।'

খানিক ভাবল বুরাতিনো।

'উঁহু, বরং এখুনি বাড়ি যাই গে।'

'বেশ, আমরা তো তোমার নাকে দড়ি বেঁধে টানছি না,' শেয়াল বললে, 'তুমিই ডুববে।'

'তুমিই ডুববে,' আওড়াল বেড়াল।

'তুমি নিজেই নিজের সর্বনাশ করছ,' শেয়াল বললে।

'তুমি নিজেই নিজের সর্বনাশ করছ,' আওড়াল বেড়াল।

‘আর তোর পাঁচটা মোহর যাতে একরাশ টাকা হয়ে যায়...’

থেমে গিয়ে মুখ হাঁ হয়ে গেল বুরাতিনোর...

‘বাজে কথা!’

শেয়াল লেজ গুটিয়ে বসে মুখ চাটল:

‘তোমায় বুঝিয়ে বলছি। হবু-গবুর রাজ্যে আছে যাদু করা মাঠ। তার নাম মায়াভূমি। সে মাঠে গর্ত খুঁড়ে তিনবার বলবে: ‘ক্রেক্স, ফেক্স, পেক্স’, মোহরগুলো রাখবে গর্তে, তারপর মাটি চাপা দিয়ে ওপরে নুন ছিটিয়ে ভালো করে জল দেবে, বাস ঘুমতে যাও। সকালে গর্ত থেকে গজাবে ছোটো একটা গাছ, তাতে পাতার বদলে ফুটে থাকবে মোহর। বুঝেছ?’

বুরাতিনো একেবারে লাফিয়েই উঠল:

‘বাজে কথা!’

‘চল যাই বাজিলিও,’ যেন তার অপমান করা হয়েছে এমন ভাব করে নাক কোঁচকাল শেয়াল, ‘বিশ্বাস যখন করছে না, কী দরকার...’

‘না, না,’ চেঁচিয়ে উঠল বুরাতিনো, ‘বিশ্বাস করছি, বিশ্বাস করছি!.. চলো, তাড়াতাড়ি চলে যাই হবু-গবুর রাজ্যে!..’

## 'তিন চুনোমাছ' সরাই

বুরাতিনো, আলিসা শেয়াল আর বাজিলিও বেড়াল পাহাড়ের নিচে নেমে যেতেই থাকল — মাঠ, আঙুর-বাগিচা, পাইনবন পেরিয়ে পৌঁছল সাগর পারে, তারপর সেখান থেকে আবার সেই একই পাইনবন, আঙুর-বাগিচা হয়ে ফিরল...

আলিসা শেয়াল নিশ্বাস ফেলে বললে:

'আহ্, হবু-গবুর রাজ্যে পৌঁছনো তেমন সহজ নয়, পা ক্ষয়ে যাবে।'

সন্ধের দিকে রাস্তার পাশে দেখা গেল পুরনো একটা বাড়ি, দরজার ওপর সাইনবোর্ড টাঙানো:

'তিন চুনোমাছ' সরাই

খদ্দের দেখে বেরিয়ে এল কর্তা, টেকো মাথা থেকে টুপি খুলে নিচু হয়ে কুর্নিশ করে বললে ভেতরে যেতে।

'শুকনো চাকলা-টাকলা পেলে মন্দ হত না,' বললে শেয়াল।

'অন্তত রুটির চটাটুকু পেলেও হয়,' আওড়ালে বেড়াল।

ভেতরে ঢুকে তারা বসল চুল্লির কাছে, সেখানে শিকে আর প্যানে নানারকম

খাবার-দাবার ভাজাভুজি হচ্ছিল।

ক্ষণে ক্ষণে ঠোঁট চাটছিল শেয়াল। বাজিলিও বেড়াল তার পা রাখল টেবিলে, পায়ের ওপর ক্লান্ত মাথাটা, উৎসুক হল খাবার জন্যে।

গুরুগম্ভীর গলায় বুরাতিনো বললে, 'ওহে কর্তা, রুটির তিনটে চটা দাও আমাদের...'

এত অবাক হল কর্তা যে চিত হয়ে পড়ে আর কি। এমনসব গণ্যমান্য খদ্দের আর খায় কিনা ওইটুকু।

'ফুর্তিবাজ রগুড়ে বুরাতিনো আপনার সঙ্গে রগড় করছে, কর্তা,' হি-হি করে হাসল শেয়াল।

'রসিকতা করছে,' ফুট কাটলে বেড়াল।

'দাও তিন টুকরো রুটি, তার সঙ্গে — ওই যে চমৎকার ভাজা ভেড়ার মাংস,' শেয়াল বললে, 'আর ওই হাঁসটা, তাছাড়া প্যান থেকে একজোড়া কবুতর, আর মেটে...'

'সবচেয়ে তেলালো কার্প মাছ ছ'টা,' হুকুম দিলে বেড়াল, 'আর খুচরো খাবার হিশেবে কুচোমাছ কাঁচা।'

মোট কথা, চুল্লিতে যা ছিল সবই নিল তারা: বুরাতিনোর জন্যে রইল কেবল রুটির একটা চটা।

আলিসা শেয়াল আর বাজিলিও বেড়াল হাড়গোড় সমেত সবই চিবিয়ে খেল। পেট তাদের ফুলে ঢোল, টসটস করতে লাগল মুখ।

শেয়াল বললে, 'ঘণ্টা খানেক গড়িয়ে নিই। ঠিক মাঝরাতে বেরুব। জাগিয়ে দিতে ভুলবেন না কর্তা...'

শেয়াল আর বেড়াল লম্বা হল দুই গদি-আঁটা খাটে, নাক ডাকাতে আর ভোঁস ভোঁস শব্দ করতে লাগল। বুরাতিনো এককোণে গুটিসুটি দিয়ে রইল কুকুর খোপে।

'এই সিনোর বুরাতিনো, রাত বারোটা বেজে গেছে...'

ধাক্কা দেওয়া হচ্ছিল দরজায়। বুরাতিনো লাফিয়ে উঠে চোখ রগড়াল। খাটে বেড়ালও নেই, শেয়ালও নেই — ফাঁকা।

কর্তা বললে:

'আপনার মান্যগণ্য বন্ধুরা আগেই উঠেছিলেন, ঠাণ্ডা পিঠে খেয়ে চলে গেছে...

'আমাকে কিছু বলে যায় নি?'

'খুবই বলেছে, বলেছে আপনি সিনোর বুরাতিনো যেন একটুও সময় নষ্ট

না করে ছুটে যান বনের পথ ধরে...'

বুরাতিনো ছুটল দরজার দিকে, কিন্তু চৌকাঠে কোমরে হাত দিয়ে মুখ কুঁচকে দাঁড়িয়েছিল কর্তা:

'আর খাবারের পয়সা কে দেবে?'

'আহ্,' চিঁচিঁ করে উঠল বুরাতিনো, 'কত হয়েছে?'

'ঠিক এক মোহর...'

বুরাতিনো ভেবেছিল তার পায়ের পাশ দিয়ে গলে যাবে, কিন্তু কাবাবের শিক টেনে নিল কর্তা, তার খোঁচা খোঁচা মোচ এমনকি কানের লোমগুলো পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠল।

'পয়সা ফ্যাল নচ্ছার, নইলে গুবরে পোকার মতো থেঁতলে মারব তোকে!'

দিতেই হল পাঁচটার মধ্যে থেকে একটা মোহর। দুঃখে চোখ মিটমিট করে বুরাতিনো চলে গেল হতচ্ছাড়া সরাইটা থেকে।

রাতটা অন্ধকার, — শুধু তাই নয় — ঝুলকালির মতো কালো। সবাই ঘুমচ্ছে। কেবল বুরাতিনোর মাথার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে উড়ে যাচ্ছে রাতচরা প্যাঁচা।

নরম ডানায় তার নাক ঘষে দিয়ে প্যাঁচা বলতে থাকল:

'বিশ্বাস করো না, বিশ্বাস করো না, বিশ্বাস করো না!'

হতাশায় থেমে গেল সে:

'কী ব্যাপার?'

'বেড়াল আর শেয়ালকে বিশ্বাস করো না...'

'দূর ছাই!..'

ছুটে আরো এগিয়ে গেল সে, শুনতে পাচ্ছিল প্যাঁচা তার পেছন পেছন চ্যাঁচাচ্ছে:

'এ রাস্তায় ডাকাতের ভয় আছে...'

# ডাকাত পড়ল

আকাশের কিনারায় দেখা দিল সবজেটে আভা — চাঁদ উঠল।

সামনে দেখা যাচ্ছিল কালো বন।

তাড়াতাড়ি করে যাচ্ছিল বুরাতিনো। পেছনেও কে যেন আসছিল তাড়াতাড়ি। ছুটতে শুরু করল সে। পেছনেও নিঃশব্দ লাফ দিয়ে কে যেন ছুটল।

ঘুরে দেখল সে।

তার পাল্লা ধরল দু'জন লোক। মাথায় থলি পরা, চোখের জায়গায় ছ্যাঁদা।

একজন মাথায় একটু খাটো, হাতে ছোরা বাগানো, অন্যজন একটু লম্বা, হাতে পিস্তল, তার নলের ডগাটা ফানেলের মতো চওড়া...

'এ্যাঁ-া!' চেঁচিয়ে উঠল বুরাতিনো, খরগোশের মতো লাফিয়ে গেল কালো বনের দিকে।

'থাম, থাম বলছি!' হাঁক দিল ডাকাতেরা।

বুরাতিনো ভয় পেয়েছিল প্রচণ্ড, তাহলেও বুদ্ধি করে মুখের মধ্যে পুরে দিলে মোহর চারটে, রাস্তা থেকে সরে গেল ব্ল্যাকবেরির ঝোপ লাগানো বেড়ার দিকে।... কিন্তু ডাকাতেরা ধরে ফেলল তাকে: 'মানিব্যাগ দে, নইলে জান খতম!'

কী তার কাছে চাওয়া হচ্ছে সেটা যেন বোঝে নি এমন ভাব করে কেবল নাক দিয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস টানতে লাগল বুরাতিনো। ডাকাতেরা ঘাড় ঝাঁকুনি দিতে লাগল তার। একজন পিস্তল বাগিয়ে রইল, অন্যজন হাতড়াতে লাগল তার পকেট।

'কোথায় তোর টাকা?' গর্জন করলে ঢেঙা।

'টাকা, ছুঁচো কোথাকার!' ক্যাঁ-ক্যাঁ করলে বেঁটেটা।

'কেটে কুচিকুচি করব।'

'মুণ্ডু ছিঁড়ে নেব!'

এইবার বুরাতিনো ভয়ে এমন কাঁপতে থাকল যে মোহরগুলো ঝনঝন করে উঠল মুখের মধ্যে।

'এই যে কোথায় ওর টাকা!' গাঁ গাঁ করে উঠল ডাকাতেরা, 'টাকা মুখের মধ্যে...'

একজন চেপে ধরল বুরাতিনোর মাথা, অন্যজন পা। শুরু করল ওকে ঝাঁকাতে, কিন্তু প্রাণপণে দাঁত চেপে রইল সে।

ওকে উলটো করে ঝুলিয়ে ডাকাতেরা তার মাথা ঠুকতে লাগল মাটিতে। কিন্তু তাতে ওর বয়েই গেল।

যে ডাকাতটা কিছু খাটো, ছোরা দিয়ে সে তার দাঁত খুলতে লাগল। প্রায় খুলে ফেলেছে, এমন সময় বুরাতিনো কায়দা করে তার হাত কামড়ে দিলে... কিন্তু দেখা গেল সেটা হাত নয়, বেড়ালের থাবা। ডাকাত একেবারে পাগলের মতো আর্তনাদ করে উঠল। সেই ফাঁকে বুরাতিনো গিরগিটির মতো তার হাত ছাড়িয়ে ছুটে গেল বেড়ার দিকে, ব্ল্যাকবেরির কাঁটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে গিয়ে জামা, প্যাণ্টের ফালি ঝোপের ওপর রেখে ঝোপ পেরিয়ে ছুটে গেল বনে।

বনের কিনারায় ডাকাতেরা ফের পাল্লা ধরল তার। লাফিয়ে একটা ডাল ধরে বুরাতিনো উঠে পড়ল গাছে। ডাকাতেরাও তার পেছন পেছন। কিন্তু ডাকাতদের অসুবিধা হচ্ছিল মাথার থলেতে। আঁকড়ে আঁকড়ে গাছের ডগায় উঠে বুরাতিনো দুলতে দুলতে লাফিয়ে পড়ল পাশের গাছটায়। ডাকাতরাও তার পেছনে...
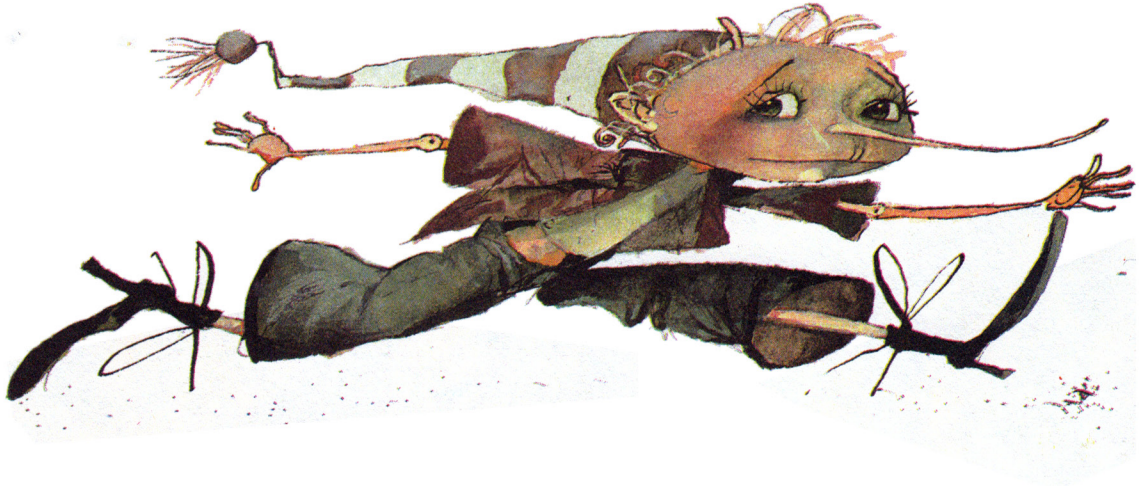
কিন্তু দু'জনেই তারা ফসকে গিয়ে ধপাস করে পড়ল মাটিতে।

ওরা যতক্ষণ গোঙাতে আর গা চুলকাতে ব্যস্ত, বুরাতিনো ততক্ষণে গাছ থেকে নেমে ছুট লাগাল, এত তাড়াতাড়ি সে পা ফেলছিল যে প্রায় দেখাই যায় না।

এমনি করেই সে পেঁছিল সায়রে। তার আয়নার মতো জলের ওপর চাঁদ, ঠিক যেন পুতুল নাচের সেই মঞ্চ।

বুরাতিনো ছুটতে গেল ডাইনে — পাঁক। ছুটতে গেল বাঁয়ে — পাঁক... ওদিকে ফের খচমচ করছে ডালপালা...

‘ধরো, ধরো ওকে!..’

ছুটে আসতে লাগল ডাকাতেরা। বুরাতিনোকে ঠাহর করার জন্যে ভেজা ঘাসের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে তারা উঠছিল উ'চুতে।

‘ওই যে!’

জলে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া আর উপায় ছিল না। এমন সময় সে দেখতে পেল এক শাদা রাজহাঁস, ডানার তলে মাথা গংজে ঘুমিয়ে আছে।

সায়রে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুব দিয়ে সে আঁকড়ে ধরল রাজহাঁসের ঠ্যাং।

‘প্যাঁক-প্যাঁক,’ ঘুম ভেঙে ডেকে উঠল হাঁস, ‘এ আবার কী অসভ্য ছ্যাবলামি! ঠ্যাং ছেড়ে দাও!’

বিরাট পাখা মেলল হাঁস, আর জল থেকে বেরিয়ে আসা বুরাতিনোর পা যখন ডাকাতেরা ধরে ধরে, ঠিক তক্ষুনি গম্ভীর উড়ালে হাঁস উড়ে গেল সায়রের ওপর দিয়ে।

ওপারে বুরাতিনো ঠ্যাং ছেড়ে দিয়ে নিচে পড়ল, শ্যাওলা-ঢাকা চাপড়াগুলোর ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে, হোগলা ঝোপের মধ্যে দিয়ে ছুটতে লাগল সোজা টিলার ওপর বড়ো চাঁদটার দিকে।

# গাছে ঝুলন্ত বুরাতিনো

এত কাহিল যে বুরাতিনোর পা আর চলে না, যেন জানলায় হেমন্তকালের নেতিয়ে পড়া মাছি।

হঠাৎ হ্যাজেল ঝোপের ডালপালার মধ্য দিয়ে চোখে পড়ল সুন্দর এক ঘেসো মাঠ, তার মাঝখানে জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া ছোটো একটি বাড়ি, তাতে চারটে জানলা। খড়খড়িগুলোয় চাঁদ, সূর্য, তারা আঁকা। চতুর্দিকে বড়ো বড়ো নীল ফুল।

যাবার রাস্তাটায় ধবধবে বালি ছড়ানো। ফোয়ারা থেকে জলের সরু একটা ঝরনা উঠছে, তাতে নাচানাচি করছে ডোরাকাটা ছোটো একটা বল।

হামাগুড়ি দিয়ে বুরাতিনো উঠল অলিন্দে। দরজায় টোকা দিল। কোনো সাড়া নেই। আরো জোরে টোকা দিলে সে — নিশ্চয় অঘোরে ঘুমচ্ছে।

এইসময় বন থেকে ফের বেরিয়ে এল ডাকাতেরা। এসেছে তারা সায়র সাঁতরে, জলের ধারা বইছে গা থেকে। বুরাতিনোকে দেখতে পেয়ে বেঁটে ডাকাতটা খোনা গলায় ফ্যাঁচফ্যাঁচ করলে বেড়ালের মতো, ঢেঙাটা শেয়ালের মতো হুক্কাহুয়া করলে...

হাতে পায়ে দরজায় দুমদাম বাড়ি মারতে লাগল বুরাতিনো:

'বাঁচাও, বাঁচাও ভালোমানুষেরা!..'

তখন জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল কোঁকড়া চুলের ফুটফুটে একটি মেয়ে, ফুটফুটে তার নৌকার মতো নাক।

দু'চোখ বোঁজা।

'দরজা খুলে দাও খুকি, ডাকাতেরা আমায় তাড়া করেছে!'

'ধুৎ, কী সব বাজে বকছ!' ফুটফুটে মুখে হাই তুলে বললে মেয়েটি, 'আমার ঘুম পেয়েছে, চোখ মেলতে পারছি না...'

হাত তুলে মেয়েটি আড়মোড়া দিলে, লুকিয়ে গেল জানলার আড়ালে।

হতাশ হয়ে বুরাতিনো নাক গুঁজে পড়ে রইল বালিতে, ভান করলে যেন মরা।

লাফিয়ে এল ডাকাতেরা:

'এইবার! আর পালাতে হচ্ছে না!..'

বুরাতিনোর মুখ খোলার জন্যে কত ফন্দি যে তারা করল, সে বলার নয়। পেছু ধাওয়া করার সময় ওদের পিস্তল আর ছোরাটা যদি না হারাত, তাহলে এখানেই ইতি হত অভাগা বুরাতিনোর কাহিনী।

শেষ পর্যন্ত ডাকাতেরা ঠিক করলে বুরাতিনোকে মাথা নিচু করে ঝুলিয়ে রাখবে। পায়ে দড়ি বেঁধে টাঙিয়ে দিলে ওক গাছের ডালে... নিজেরা ভেজা লেজ বার করে গাছের তলে বসে রইল এই আশায় যে এবার তার মুখ থেকে মোহর বেরিয়ে আসবে...

ভোরে ঝড় উঠল, মর্মর তুলল গাছের পাতা। বুরাতিনো দুলতে থাকল দোলকের মতো। ভিজে লেজের ওপর বসে থাকতে থাকতে বেজার ধরে গেল ডাকাতদের... 'ঝুলে থাকো চাঁদু, সন্ধে অবধি,' মনের আক্রোশে এই বলে তারা চলে গেল রাস্তায় কোনো সরাই পাওয়া যায় কিনা খুঁজতে।

## নীলকেশী কন্যে বাঁচাল বুরাতিনোকে

বুরাতিনো যেখানে ঝুলছিল, সেই ওক গাছটার ডালপালার পেছনে ফুটল ভোরের আভা।

মাঠের ঘাস হয়ে উঠল ঘুঘুরঙা, আকাশী রঙের ফুলগুলোয় জমল শিশির।

কোঁকড়া নীল চুলের মেয়েটি ফের মুখ বাড়াল জানলা দিয়ে, চোখ মুছে ভালো করে মেললে তার ঘুমিয়ে-ওঠা ফুটফুটে নয়ন।

মেয়েটি হল সিনোর কারাবাস বারাবাসের দলের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর পুতুল।

মালিকের বদরাগী মেজাজ আর সইতে না পেরে সে দল থেকে পালায়, ঠাঁই নেয় সবজেটে মাঠের একটেরে বাড়িটায়।

পশু, পাখি আর কিছু পোকামাকড় তাকে খুব ভালোবাসত, — বাসাই উচিত, কেননা সে ছিল ভারি সভ্য-ভব্য নরম একটি খুকি।

বেঁচে থাকতে হলে যা দরকার সব জোগাত পশুরা।

ছুঁচো এনে দিত পুষ্টিকর সব শিকড়বাকড়।

ইঁদুরেরা আনত চিনি, পনীর আর সসেজের টুকরো।

সজ্জন পুড্‌ল কুকুর আর্তেমন আনত গোল রুটি।

ছাতার পাখি ওর জন্যে বাজার থেকে মেরে দিত রুপোলি মোড়কের চকোলেট।

ব্যাঙেরা নিয়ে আসত বাদামের খোলায় করে লেমনেড।

বাজপাখিরা — রোস্ট।

গুবরেরা — নানান সব বৈঁচি।

প্রজাপতিরা — ফুলের রেণু, মুখে মাখার জন্যে।

শুঁয়োপোকারা নিজেদের শরীর থেকেই বার করত লেই — তাতে দাঁত মাজা হত, বন্ধ করা যেত দরজার ক্যাঁচক্যাঁচ।

দোয়েল পাখিরা বাড়ির কাছাকাছি সমস্ত মশা আর বোলতা দিত সাফ ক'রে।

তা, নীলকেশী কন্যে চোখ তো মেলল, আর চোখ মেলতেই দেখতে পেল মাথা নিচু করে ঝুলছে বুরাতিনো।

গালে হাত দিয়ে সে চিৎকার করে উঠল:

'হায়, হায়, হায়!'

কান লটপট করে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল সজ্জন পুড্‌ল কুকুর আর্তেমন।

এইমাত্র সে তার দেহের আধখানা, পেছন দিককার লোম ছেঁটে ফেলেছে, এটা সে করে প্রত্যেক দিন। সামনের আধখানায় কোঁকড়া লোমগুলো আঁচড়ানো। লেজের থুপিটায় কালো রিবন বাঁধা। সামনের পায়ে রুপোর ঘড়ি।

'আমি তৈরি!'

আর্তেমন একপাশে নাক বাঁকাল, শাদা দাঁতের ওপরকার ঠোঁট টেনে তুলল।

মেয়েটি বলল, 'কাউকে ডাক আর্তেমন! বেচারা বুরাতিনোকে খসিয়ে বাড়ি এনে ডাক্তার ডাকতে হবে...'

'তৈরি!'

আর্তেমন এতই তৈরি যে তার আঁকুপাঁকুতে ভেজা বালি উড়তে থাকল তার পেছন দিক থেকে... ছুটল সে পিঁপড়ে ঢিপিতে ঘেউ ঘেউ করে জাগিয়ে দিলে সবাইকে, চারশ' পিঁপড়ে পাঠাল বুরাতিনোকে ঝোলানো দড়ি কাটার জন্যে।

সরু পথ বেয়ে এক-একজন করে লম্বা সারি বেঁধে চলল গুরুগম্ভীর পিঁপড়েরা, উঠল ওকগাছে, কামড়ে কামড়ে কাটল দড়িটা।

আর্তেমন তার সামনের দু'পায়ে লুফে নিল বুরাতি-নোকে, নিয়ে এল বাড়ির ভেতর... বুরাতিনোকে খাটে শুইয়ে কুকুরে লাফ দিতে দিতে সে ছুটে গেল বুনো ঝোপঝাড়গুলোর দিকে, সঙ্গে সঙ্গেই ফিরল নামকরা ডাক্তার পেঁচা, বদ্যি কোলাব্যাং আর ওঝা বগোমোলকে নিয়ে। দেখতে সে শুকনো একটা কাঠির মতো।

পেঁচা বুরাতিনোর বুকে কান রেখে শুনল।

রোগী ঠিক বেঁচে নেই, বরং মরাই,' ফিসফিস করে মাথা ঠিক একশ' আশি ডিগ্রি ঘুরিয়ে পেঁচা চাইল পেছন দিকে।

কোলাব্যাং অনেকখন ধরে তার ভেজা থাবা দিয়ে টিপে-টুপে দেখল বুরাতিনোকে। ভাবল, ড্যাবডেবে চোখে এক

নজরই দেখল চারিদিকেই। মস্তো মুখ দিয়ে চপচপ শব্দ করলে:

'ঠিক মরে নি, বরং বেঁচেই আছে...'

ওঝা বগোমোল শুকনো ঘাসের মতো হাত দিয়ে বুরাতিনোকে ছুঁতে লাগল।

ফিসফিস করল সে, 'দুয়ের একটা, হয় রোগী বেঁচে আছে, নয় সে বেঁচে থাকবে না। যদি মারা গিয়ে থাকে, তাহলে তাকে হয় বাঁচিয়ে তোলা যাবে, নয় যাবে না।'

'হা-হা-হা-হাতুড়েপনা,' এই বলে পেঁচা তার নরম ডানা নেড়ে উড়ে গেল অন্ধকার চিলেকুঠরিতে।

রাগে সমস্ত আঁচিল ফুলে উঠল কোলাব্যাঙের।

'ক্-ক্-কী জঘ-ঘ-ঘন্য হাঁদামি!' ঘ্যাঙরঘ্যাং করে সে পেট থেবড়ে লাফিয়ে পড়ল তল-ভাঁড়ারে।

ওঝা বগোমোল কী হয় বলা যায় না ভেবে শুকনো ডালের ভান করে গলে গেল জানলা দিয়ে।

মেয়েটি তার ফুটফুটে দুই হাতে দুঃখের ভঙ্গি করলে:

'তাহলে কী করে ওর চিকিৎসা হবে মশাইরা?'

'রেড়ির তেল দিয়ে,' তল-ভাঁড়ার থেকে ঘ্যাঙরঘ্যাং করলে কোলা।

'রেড়ির তেল!' চিলেকুঠরি থেকে টিটকারি দিয়ে হেসে উঠল পেঁচা।

'রেড়ির তেলও হতে পারে, আবার রেড়ির তেল না দিয়েও হতে পারে,' জানলার ওপাশ থেকে খ্যাঁ-খ্যাঁ করল বগোমোল।

তখন আঁচড়-খাওয়া কালসিটে-পড়া দেহে কাতরে উঠল বুরাতিনো:

'কোনো দরকার নেই রেড়ির তেলে, বেশ ভালো বোধ করছি আমি!'

নীলকেশী কন্যে সযত্নে ঝুঁকে এল বুরাতিনোর দিকে:

'বুরাতিনো, মিনতি করছি তোমায়, নাক-মুখ কুঁচকিয়ে খেয়ে ফ্যালো।'

'খাব না, খাব না, খাব না!..'

'তোমায় একটুকরো মিছরি দেব...'

তক্ষুনি খাটে লেপের ওপর উঠে এল শাদা নেংটি ইঁদুর, তার কাছে মিছরি।

মেয়েটি বললে, 'আমার কথা যদি শোনো, তাহলে এটা পাবে।'

'মিছ-ছ-ছ-রি দাও...'

'কথাটা শোনো, যদি না খাও, মারা যেতে পার যে...'

'রেড়ির তেল খাওয়ার চেয়ে মরণই ভালো...'

তখন মেয়েটি কড়া, বড়োদের মতো গলায় বললে:

'নাক চেপে ধরে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকো... এক, দুই, তিন!'

বুরাতিনোর মুখে তেল ঢেলে দিয়েই সে তাকে মিছরির টুকরো দিয়ে চুমু খেলে।

'এই তো, হয়ে গেল...'

মঙ্গল কিছু হলেই আনন্দ হয় সজ্জন আর্তেমনের, লেজ কামড়ে ধরে জানলার নিচে বনবন করে ঘুরতে লাগল... হাজার পা, হাজার কান, হাজারটা জ্বলজ্বলে চোখে।

## নীলকেশী কন্যে মানুষ করতে চায় বুরাতিনোকে

সকালে বুরাতিনো জেগে উঠল মনের ফুর্তিতে, সুস্থ দেহে, যেন কিছুই হয় নি।

বাগানে পুতুলের বাসনপত্র সাজানো টেবিলের কাছে তার জন্যে বসে ছিল নীলকেশী কন্যে।

মুখ তার টাটকা ধোয়া, নৌকো-নাকে আর গালে ফুলের রেণু।

বুরাতিনোর জন্যে বসে থাকতে থাকতে তার বিরক্তি ধরে যাচ্ছিল প্রজাপতিগুলোয়, হাত নেড়ে তাড়াল তাদের:

'আহ্, ছাড় বাপু...'

কাঠের খোকাটিকে আপাদমস্তক দেখে সে মুখ কোঁচকাল। বসতে বলে ছোট্ট একটা কাপে কোকো ঢেলে দিলে।

টেবিলের সামনে বসল বুরাতিনো পা গুটিয়ে। বাদাম দেওয়া পিঠেগুলো সে মুখে পুরতে লাগল গোটাগুটি, গিলতে লাগল না-চিবিয়ে।

জ্যামের বাটিতে সোজা আঙুল ডুবিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে চুষতে লাগল।

বুড়ো কাঁচপোকাকে কয়েকটুকরো খানা দেবার জন্যে মেয়েটি মুখ ঘোরাতেই বুরাতিনো কেটলি নিয়ে নল মুখে পুরে খেতে লাগল সমস্ত কোকো।

গলায় ঠেকে গিয়ে কোকো পড়ে গেল টেবিলক্লথের ওপর।

তখন মেয়েটি কড়া করে তাকে বললে:

'গুটনো পা বার করে টেবিলের তলে রাখো। হাত দিয়ে খাবে না, তার জন্যে কাঁটা-চামচ আছে।'

রাগে তার চোখের পাতা পিটপিট করল।

'বলো তো কে তোমায় মানুষ করছে?'

'কখনো কার্লোবাবা মানুষ করে, কখনো কেউ না।'

'এখন আমি তোমায় মানুষ করব, ভাবনা নেই।'

'ফ্যাসাদ বটে!' ভাবল বুরাতিনো।

বাড়ির চারপাশের ঘাসে পুড্ল কুকুর আর্তেমন ছোটো ছোটো পাখি তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। সেগুলো যখন গাছে বসছিল, আর্তেমন তখন মুখ তুলে লাফাচ্ছিল আর ডাকছিল।

'বেশ তো পাখি তাড়াচ্ছে', হিংসে হল বুরাতিনোর।
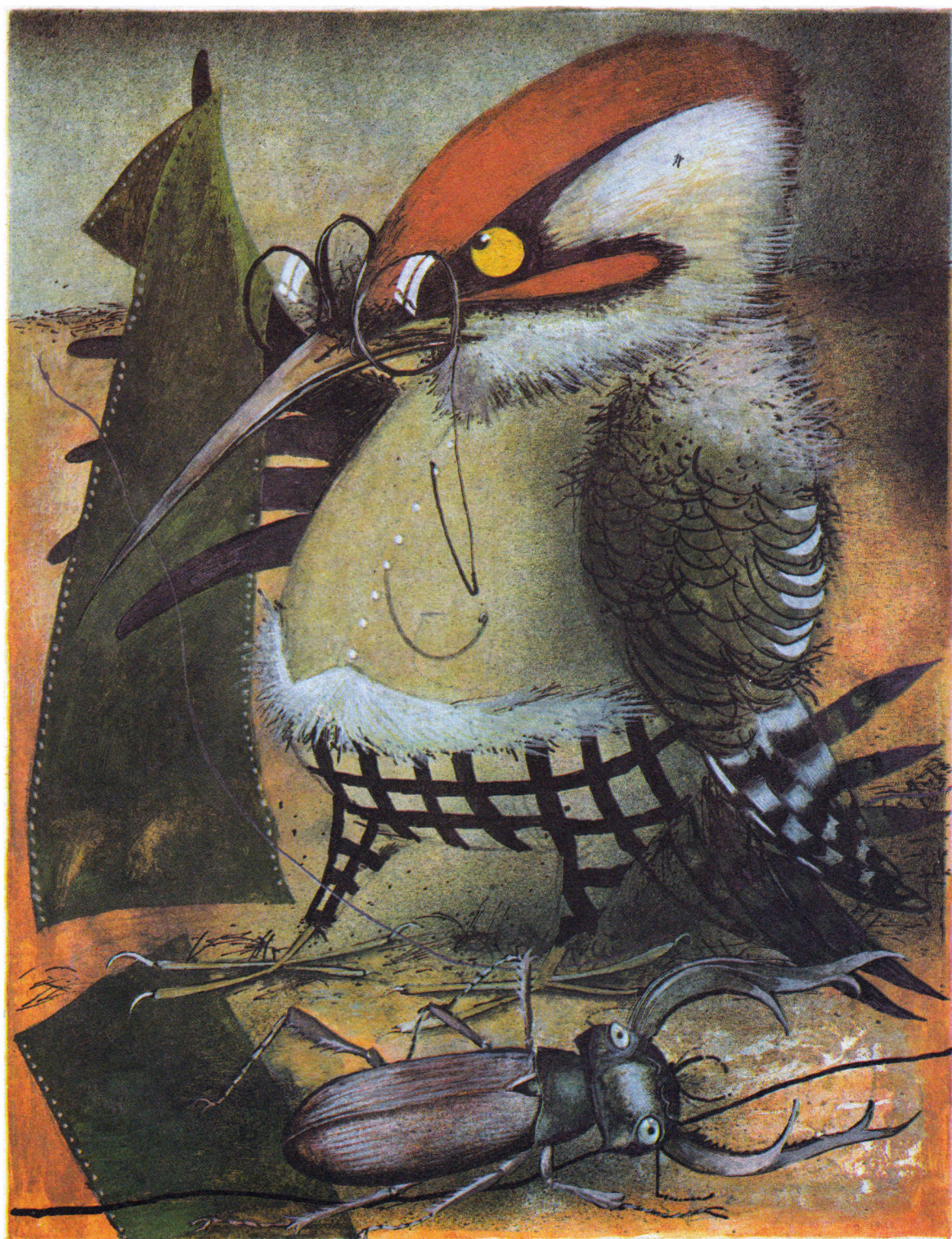
টেবিলের সামনে সভ্যভব্য আসনে বসে থাকায় সারা গা তার সুড়সুড় করছিল।

শেষ পর্যন্ত কষ্টকর খাওয়াটা শেষ হল। মেয়েটি তাকে বললে নাক থেকে কোকো মুছে ফেলতে। ফ্রকের ভাঁজ আর রিবনগুলো ঠিকঠাক করে নিয়ে বুরাতিনোর হাত ধরে তাকে নিয়ে এল বাড়ির ভেতর — মানুষ করার পালা শুরু হবে।

আর ফুর্তিবাজ পুড্‌ল কুকুর ঘাসের ওপর ছুটোছুটি করে ডাকছিল; পাখিরা ওকে এতটুকু ভয় না পেয়ে ফুর্তিতে কিচিরমিচির করছিল; ফুর্তিতে বাতাস বইছিল গাছগুলোয়।

'তোমার ওই ন্যাতাকানিগুলো ছাড়ো তো। ভদ্রগোছের জামা প্যাণ্ট দেওয়া হবে তোমায়', মেয়েটি বললে।

চারজন ওস্তাদ দর্জি — গোমড়ামুখো বাগদা চিংড়ি শেপতালো, ঝুঁটিতোলা ছাই রঙের কাঠঠোকরা, মস্তো বড়ো গুবরে রোগাচ, আর নেংটি ইঁদুর লিজেত্তা — মেয়েটির পুরনো ফ্রক থেকে তারা খোকার জন্যে সুন্দর পোশাক বানাল। শেপতালো কাপড় কাটল, কাঠঠোকরা ঠোঁট দিয়ে ফুঁড়ে ফুঁড়ে সেলাই করল, রোগাচ সুতো পাকাল তার পেছনের পা দিয়ে আর লিজেত্তা কামড়ে কামড়ে তা ছিঁড়ে দিচ্ছিল।

ফেলে দেওয়া মেয়েলি সাজ থেকে বানানো পোশাক পরতে বুরাতিনোর লজ্জা হচ্ছিল, কিন্তু পরতেই হল। ফোঁস ফোঁস করতে করতে সে নতুন কুর্তার পকেটে লুকিয়ে রাখল মোহর চারটে।

'এবার বসো, হাত সামনে রাখো, কুঁজো হবে না,' এই বলে এক টুকরো খড়ি নিল মেয়েটি, 'অংক শেখানো হবে। তোমার পকেটে দুটো আপেল...'

'বাজে কথা, একটাও নেই...'

'আগে শোনো,' ধৈর্য ধরে বললে মেয়েটি, 'ধরে নাও তোমার পকেটে দুটো আপেল। কেউ তা থেকে একটা নিল। কটা আপেল রইল তোমার?'

'দুটো।'

'ভালো করে ভাবো।'

বুরাতিনো এতই ভালো করে ভাবল যে কপাল কুঁচকে উঠল তার।

'দুটো...'

'কেন?'

'আমি যে কোনো 'কেউ-কেই' আপেল নিতে দেব না।'

'না, অংকে তোমার কোনো মাথা নেই,' হতাশ হয়ে বললে মেয়েটি, 'শ্রুতিলিখন

নেওয়া যাক।' সুন্দর চোখদুটো সে তুলল কড়িকাঠের দিকে: 'লেখো...'

আমরা তো জানি, বুরাতিনো এমনকি কালি-কলমও দেখে নি কখনো।

মেয়েটি 'লেখো' বলতেই সে দোয়াতে নাক ডোবায় আর ভয়ানক ভয় পেয়ে যায় যখন নাক থেকে কাগজের ওপর পড়ে কালির ফোঁটা।

হাত উলটিয়ে হতাশার ভঙ্গি করলে মেয়েটি, চোখে এমনকি জলই এসে গেল।

'লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর! শাস্তি দিতে হবে তোমায়!'

জানলার কাছে গেল মেয়েটি:

'আর্তেমন, ওকে নিয়ে যাও অন্ধকার গোলাঘরে!'

সজ্জন আর্তেমন শাদা দাঁত বার করে এসে দাঁড়াল দরজায়। বুরাতিনোর কুর্তা কামড়ে ধরে পিছতে পিছতে টেনে নিয়ে গেল গোলায়, যেখানে কোণে কোণে মাকড়সার জাল, তাতে বড়ো বড়ো মাকড়সা। দরজা বন্ধ করে সে ভালোরকম ভয় দেখাবার জন্যে গজরাল, তারপর ফের ছুটল পাখিদের পেছনে।

লেসের খাটের ওপর আছড়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল মেয়েটি, কেননা কাঠের খোকার সঙ্গে অমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে। কিন্তু মানুষ করবে যখন বলেছে, তখন শেষ দেখে ছাড়তে হবে বৈকি।

অন্ধকার গোলাঘরে গজগজ করলে বুরাতিনো:

'খেপী একটা... আহা, মানুষ করবে... নিজেরই মাথাটা চীনেমাটির, তুলো ঠাসা গা...'

গোলাঘরে শোনা গেল কিঁচকিঁচ শব্দ, যেন ছোটো ছোটো দাঁত ঘষটাচ্ছে কেউ:

'শোন, শোন...'

কালিমাখা নাক তুললে বুরাতিনো, অন্ধকারে ঠাহর করতে পারল সিলিং থেকে মাথা নিচু করে ঝুলছে একটা বাদুড়।

'তোর আবার কী চাই?'

'রাতটা সবুর কর বুরাতিনো।'

'সামলে, সামলে,' কোণে কোণে খসখস করে উঠল মাকড়সারা, 'জাল নাড়িও না, ভাগিয়ে দিও না আমাদের মাছিগুলোকে...'

ভাঙা একটা ভাঁড়ের ওপর বসল বুরাতিনো, গালে হাত দিয়ে। এর চেয়েও খারাপ ঝামেলায় সে পড়েছে, কিন্তু অন্যায়টা তাকে বড়ো বিঁধছিল।

'এমনি করেই কি কেউ বাচ্চাদের মানুষ করে?.. এ কেবল যন্ত্রণা, মানুষ করা নয়... অমন করে বসে না, অমন করে খেতে নেই... ছেলেটার হয়ত অক্ষর পরিচয়ই হয় নি, আর উনি দোয়াত এগিয়ে দিচ্ছেন... ওদিকে কুত্তাটা পাখি তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, — ওর আর কী...'

বাদুড় ফের কিঁচকিঁচ করলে:

'রাতটা সবুর কর বুরাতিনো, আমি তোকে নিয়ে যাব হবু-গবুর রাজ্যে। সেখানে তোর পথ চেয়ে আছে তোর বন্ধুরা, বেড়াল আর শেয়াল। রাতটা কাটিয়ে দে, কত আনন্দ আর মজা সেখানে।'

# হবু-গবুর রাজ্যে বুরাতিনো

নীলকেশী কন্যে এল গোলাঘরের দরজায়।

‘বুরাতিনো, বন্ধু আমার, আপসোস করছ তো?’

খুব রাগ হয়েছিল তার, তাছাড়া মাথায় তার তখন অন্য চিন্তা।

‘ভারি আমার দায় পড়েছে আপসোস করার! সে গুড়ে বালি...’

‘তাহলে সকাল পর্যন্ত থাকো বসে গোলাঘরে...’

দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেয়েটি চলে গেল।

রাত হল। চিলকোঠায় হো-হো করে হাসল পেঁচা। কোলাব্যাং বেরিয়ে এল তলকুঠরি থেকে, জল-জমা জায়গাগুলোয় পেট দিয়ে জ্যোৎস্নায় থপথপাবে বলে।

মেয়েটি লেসের খাটে শুল, ঘুমিয়ে পড়তে লাগল দুঃখে ফোঁপাতে ফোঁপাতে।

আর্তেমন লেজের তলে নাক গুঁজে ঘুমাতে লাগল শোবার ঘরের দরজার কাছে।

পেণ্ডুলাম দোলানো ঘড়িতে বারোটা বাজল।

সিলিঙ ছেড়ে এল বাদুড়। বুরাতিনোর কানে কিঁচকিঁচ করলে:

‘সময় হয়েছে বুরাতিনো, পালা! গোলাঘরের কোণে ইঁদুরের গর্ত আছে তলে যাবার... তোর অপেক্ষায় থাকব ঘেসো মাঠে।’

গবাক্ষ দিয়ে উড়ে গেল সে। বুরাতিনো ছুটে গেল কোণে, জড়িয়ে গেল মাকড়সার জালে। পেছনে রাগে হিসিয়ে উঠল মাকড়সারা।

বুরাতিনো ঢুকল তলে যাবার ইঁদুরের গর্তে। গর্তটা ক্রমেই সরু হয়ে এসেছে। কোনোক্রমে সে নিজেকে গুঁজতে লাগল তার ভেতর... হঠাৎ মাথা নিচু করে পড়ে গেল তল-ভাঁড়ারে।

সেখানে সে ইঁদুর-ধরা কলে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল, মাড়িয়ে দিলে ঘেসো সাপের লেজ, সবে সে দুধ খেয়েছিল কলসী থেকে। শেষ পর্যন্ত ম্যান-হোল দিয়ে সে বেরিয়ে এল মাঠে।

নীল ফুলগুলোর ওপর নিঃশব্দে উড়ছিল বাদুড়টা।

‘আমার পেছু পেছু এসো বুরাতিনো, হবু-গবুর রাজ্যে!’

বাদুড়ের লেজ নেই, তাই উড়ছিল সে পাখির মতো সোজা নয়, ঝিল্লির ডানায় ভর দিয়ে ওপর-নীচ, ওপর-নীচ করে; মুখ ওর সর্বদা খোলা, তাতে সে এক মুহূর্ত দেরি না করে ধরতে, খেতে, জীবন্ত গিলতে পারে মশা আর রাত-পোকাদের।

গলা পর্যন্ত ঘাসের মধ্যে ডুবে সে ছুটছিল তার পেছন পেছন; ভেজা পাতার ঝাপট লাগছিল গালে।

হঠাৎ বাদুড় একেবারে উঁচুতে গোল চাঁদের দিকে উঠে গিয়ে কাকে যেন চেঁচিয়ে বললে:

'নিয়ে এলাম!'

ঠিক তক্ষুনি বুরাতিনো খাড়া পাড় থেকে ডিগবাজি খেয়ে পড়ল খাদে। গড়াতে গড়াতে ধপ করে আটকাল বার্ডক ঝোপে।

গা ছড়ে গেছে, মুখ ভরা বালি, দু'চোখ বেরিয়ে এসেছে, বুরাতিনো বসে পড়ল।

'আরে তুমি!..'

তার সামনে বাজিলিও বেড়াল আর আলিসা শেয়াল।

'দুর্দান্ত বেপরোয়া বুরাতিনো নিশ্চয় পড়ে গেছে চাঁদ থেকে,' বললে শেয়াল।

'আশ্চর্য, কেমন করে বেঁচে রইল,' মনমরার মতো বললে বেড়াল।

পুরনো পরিচিতদের দেখে খুশি হয়েছিল বুরাতিনো, যদিও তার সন্দেহ হল কেন বেড়ালের ডান পায়ে ন্যাকড়া বাঁধা আর শেয়ালের লেজে জলার পাঁক মাখা।

'অমঙ্গলেও মঙ্গল হয়,' শেয়াল বললে, 'যা-ই হোক না, পৌঁছে গেছ হবু-গবুর রাজ্যে...'

থাবা তুলে সে দেখাল শুকিয়ে যাওয়া নদীর ওপর ভাঙা সেতুটা। নদীর ওপারে, গাদি গাদি আবর্জনার মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল আধখানা ধ্বসে পড়া সব বাড়ি, মরখুটে গাছে ভাঙাচোরা ডালপালা, নানান দিকে হেলে পড়া সব ঘণ্টি মিনার...

'এই শহরে বিক্রি হয় কার্লোবাবার পক্ষে চমৎকার সব কুর্তা, খরগোশের ফার দেওয়া,' চুমকুড়ি কেটে গাওন ধরল শেয়াল, 'রঙচঙে সব ছবি দেওয়া বর্ণপরিচয়... আহ্ কী মিষ্টি সব পিঠে, কাঠিতে লাগানো মোরগ লজেন্স! তোমার সব টাকা এখনো তো হারায় নি মাণিক আমার বুরাতিনো?'

বুরাতিনোকে আলিসা শেয়াল তুলে দাঁড় করাল; থুতুতে থাবা ভিজিয়ে পরিষ্কার করে দিলে তার কুর্তা, নিয়ে যেতে লাগল তাকে ভাঙা সেতুর ওপর দিয়ে।

বাজিলিও বেড়াল গোমড়া মুখে খোঁড়াতে থাকল পেছনে।

রাত তখন দুপুর, কিন্তু হবু-গবুর রাজ্যে কেউ ঘুমোচ্ছিল না।

বাঁকাচোরা নোংরা রাস্তায় ঘুরছিল হাড্ডিসার কুকুরেরা, খিদেয় হাই তুলছিল: 'হে-য়ে-ই...'

পেটের লোম-উঠে-যাওয়া ছাগলেরা লেজের ডগা নেড়ে নেড়ে ধুলো ভরা ঘাস খুঁটছিল ফুটপাথে।

'ব্যা-ব্যা-ব্যা...'

মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে ছিল গরু; চামড়ায় ফুটে উঠছে তার হাড়।

'হা-ম্‌-ম্বা...' চিন্তিত ভাবে সে সায় দিচ্ছিল।

জঞ্জালের ঢিপের ওপর বসে ছিল পালক-খসা চড়ুইয়েরা — পায়ের তলে চাপা পড়তে হলেও তারা উড়ে যাচ্ছিল না...

লেজ-ছেঁড়া মুরগিগুলো এত কাহিল যে টলছিল...

তবে রাস্তার মোড়গুলোয় অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল তেকোণা টুপি পরা, গলায় কাঁটামারা কলার-বেল্ট লাগানো হিংস্র সব ডালকুত্তা পুলিস।

নোংরা, খ্যাঙরাকাঠি উপোসী লোকগুলোকে তারা দাবড়াচ্ছিল:

'হোঁয়োসিয়ার! খবরর্‌দার! ডাইনে!'

শেয়াল বুরাতিনোকে টেনে নিয়ে গেল আরো দূরে। সেখানে দেখা গেল জ্যোৎস্নায় ফুটপাথে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে সোনার চশমা পরা পুরুষ্টু সব হুলোবেড়াল আর হাত ধরাধরি করে বনেট মাথায় বেড়ালিরা।

বেড়াচ্ছে মুটকো কেঁদো শেয়াল, এ শহরের লাট, নাক তুলে আছে ভারিক্কি চালে, সঙ্গে গুমরে শেয়ালি, থাবায় রাতের ভায়োলেট ফুল।

আলিসা শেয়াল ফিসফিস করলে:

'যারা বেড়াচ্ছে, তারা সবাই মায়াভূমিতে টাকা পুঁতেছিল। পোঁতার আজই শেষ রাত। সকালে এক কাঁড়ি টাকা হবে, কিনো তখন যা খুশি... চলো যাই তাড়াতাড়ি...'

শেয়াল আর বেড়াল বুরাতিনোকে নিয়ে এল এক পোড়ো জমিতে, সেখানে গড়াচ্ছে ভাঙা হাঁড়িকুড়ি, ছেঁড়া চটি-জুতো, ন্যাতাকানি... দু'জন দু'জনকে পাল্লা দিয়ে কলকলিয়ে উঠল:

'খোঁড়ো গর্ত।'

'মোহর রাখো।'

'নুন ছিটাও।'

'ডোবা থেকে জল ছেঁকে ভালো করে ভেজাও।'

'আর হ্যাঁ, "ক্রেক্স, ফেক্স, পেক্স" বলতে ভোলো না...'

বুরাতিনো তার কালি-লাগা নাক চুলকাল।

'তাহলেও কিন্তু দূরে সরে যাও তোমরা...'

'আরে রাম, রাম, কোথায় গর্ত খুঁড়লে তা আমরা দেখতেও চাই না,' বললে শেয়াল।

'ভগবানের দিব্যি', বললে বেড়াল।

ওরা কিছু দূর গিয়ে লুকিয়ে রইল আবর্জনার ঢিপির আড়ালে।

বুরাতিনো গর্ত খুঁড়ল। ফিসফিসিয়ে তিনবার বলল: 'ক্রেক্স, ফেক্স, পেক্স', গর্তে রাখল সোনার চারটে মোহর, মাটি চাপা দিল, পকেট থেকে এক চিমটে নুন নিয়ে ছিটিয়ে দিলে ওপরে। তারপর ডোবা থেকে অঞ্জলি ভরে জল এনে তাতে ঢালল।

তারপর বসে রইল কখন গাছ মাটি ফুঁড়ে বেরবে তার আশায়...

## পুলিসের কবলে বুরাতিনো, কোনো কথাই তারা শোনে না

আলিসা শেয়াল ভেবেছিল বুরাতিনো ঘুমতে যাবে, কিন্তু আবর্জনার ডাঁইয়ের ওপর সে ধৈর্য ধরে বসেই আছে নাক বাড়িয়ে।

তখন আলিসা বেড়ালকে পাহারায় রেখে নিজে ছুটে গেল কাছের থানাটায়।

সেখানে সিগারেটের ধোঁয়া ভরা কামরায় কালিমাখা টেবিলের সামনে বসে বেদম নাক ডাকাচ্ছে থানাদার বুলডগ। ভারি প্রভুভক্ত গলায় শেয়াল তাকে বললে:

'বাহাদুর থানাদার হুজুর, হাঘরে একটা চোর ধরলে হয় না? শহরের সমস্ত ধণী-মানীর, দৌলৎদার-ইমানদারদের মহা বিপদ।'

আধজাগা থানাদার বুলডগ এমন গর্জন করে উঠল যে শেয়াল মুতেই ফেললে।

'চোটটটট্টা! ঘেউ!'

শেয়াল বললে যে মারাত্মক চোর বুরাতিনোকে দেখা গেছে পোড়ো জমিতে।

থানাদার গর্জন করতে করতেই ঘন্টি দিলে। ছুটে এল দুই ডোবারমান-পিঞ্চার কুকুর, গোয়েন্দা এরা, কখনো ঘুমায় না, কাউকে বিশ্বাস করে না, এমনকি নিজেদেরও সন্দেহ করে দুষ্কর্মের মতলব আছে বলে।

থানাদার তাদের হুকুম দিলে জ্যান্ত অথবা মরা, মারাত্মক অপরাধীকে ধরে নিয়ে আসতে হবে থানায়।

গোয়েন্দারা সংক্ষেপে জবাব দিলে:

'খ্যাঁক!'

পোড়ো জমির দিকে ছুটল তারা বিশেষ একটা দুলকি চালে, পেছনের পাদুটোর পাশকে লাফে।

শেষ একশ' পা তারা চলল গুঁড়ি মেরে, তারপর ধাঁ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল বুরাতিনোর ওপর, বগলদাবা করে তাকে নিয়ে এল থানায়।

লটপট করছিল বুরাতিনোর পা, মিনতি করলে সে, বলা হোক তাকে ধরা হল কেন? কিসের জন্যে? গোয়েন্দারা জবাব দিলে:

'সে থানায় হবে...'

শেয়াল আর বেড়াল এতটুকু সময় নষ্ট না
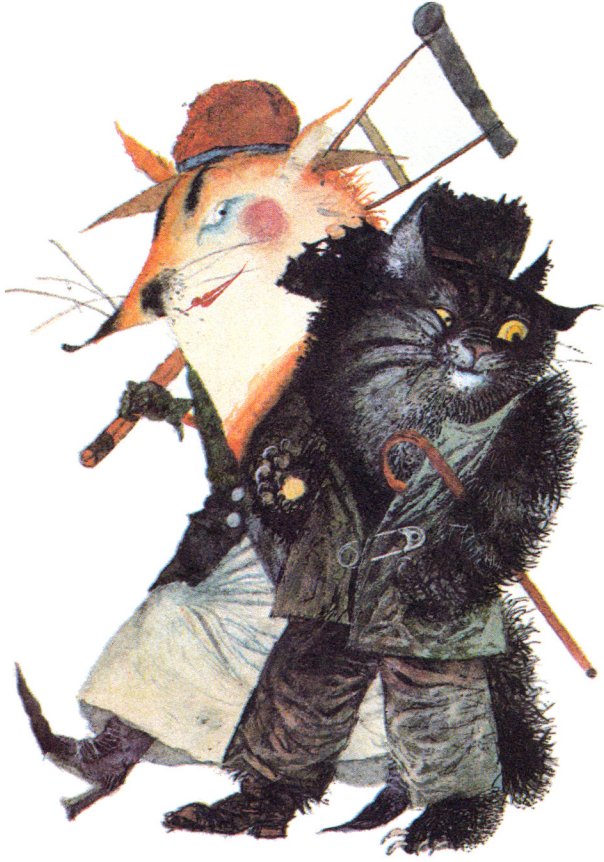
করে খ‍ুঁড়ে বার করল চারটে মোহর। শেয়াল এমন কায়দা করে টাকা ভাগ করলে যে বেড়ালের ভাগ্যে পড়ল একটা মোহর, ওর — তিনটে।

বেড়াল কিছ‍ু না বলে নখ বে'ধাল তার ম‍ুখে।

শেয়ালও ঝাপটে ধরল বেড়ালকে। জড়াজড়ি করে ওরা বলের মতো কিছ‍ুক্ষণ গড়াতে থাকল জমির ওপর। জ্যোৎস্নায় শেয়াল আর বেড়ালের লোম উড়তে থাকল ফে'সো ফে'সো।

দ‍ু'জন দ‍ু'জনের চামড়া ছ‍ুলে নেবার পর আধাআধি ভাগ করা হল টাকাটা আর সেই রাতেই ওরা গা-ঢাকা দিল শহরের বাইরে।

ততক্ষণে ব‍ুরাতিনোকে নিয়ে আসা হয়েছে থানায়।

থানাদার ব‍ুলডগ বেরিয়ে এল টেবিলের ওপাশ থেকে, নিজেই তল্লাশ করল ব‍ুরাতিনোর পকেট।

একটু মিছরি আর বাদাম-পিঠের টুকরো ছাড়া কিছ‍ুই আর না পেয়ে থানাদার রক্ত-খাব ভাব করে হ‍ুমকি-দেওয়া একটা নিঃশ্বাস ঝাড়ল ব‍ুরাতিনোর ওপর:

'শয়তান, তিনটে তোর অপরাধ: তুই হাঘরে, পাসপোর্ট নেই, তাছাড়া নিষ্কর্মা। ওকে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে প‍ুকুরে ডুবিয়ে দাও।'

গোয়েন্দারা বললে:

'খ্যাঁক!'

কার্লোবাবার কথা, নিজের সব দ‍ুর্ঘটনার কথা বলবার চেষ্টা করল ব‍ুরাতিনো। কোনো ফল হল না। গোয়েন্দারা তাকে ধরে লাফাতে লাফাতে নিয়ে গেল শহরের বাইরে, সেতুর ওপর থেকে ফেলে দিলে ব্যাঙ, জোঁক আর জলো শ‍ুঁয়োপোকা ভরা গভীর একটা নোংরা প‍ুকুরে।

ঝপাং করে জলে পড়ল ব‍ুরাতিনো, তার মাথার ওপর ব‍ুজে এল সব‍ুজ পানা।

## পুকুরবাসীদের সঙ্গে পরিচয়, মোহরের খোঁজ মিলল, পাওয়া গেল সোনার চাবি

তবে বুরাতিনো তো কাঠে বানানো, তাই ডুবল না। তাহলেও এতই সে ভয় পেয়েছিল যে সর্বাঙ্গে পানা মেখে জলেই সে পড়ে রইল অনেকখন।

তাকে ঘিরে ধরল জলের যত বাসিন্দা: কালো মাথামোটা ব্যাঙাচি, বোকামির জন্যে যাদের সবাই চেনে, জলো গুবরে, পেছনের পা দাঁড়ের মতো দেখতে, জোঁক, শুঁয়ো, সামনে যা পায় সবই কামড়ে ধরে, এমনকি নিজেকে পর্যন্ত, তাছাড়া নানা ধরনের খুদে খুদে পচনকীট।

ব্যাঙাচিরা তাদের কড়া কড়া ঠোঁটে সুড়সুড়ি দিতে লাগল তাকে, আর মহানন্দে চিবাতে লাগল তার টুপির থুপি। জোঁকরা ঢুকল তার কুর্তার পকেটে। জলের ওপর উঁচিয়ে ছিল তার যে নাকটা, তার ওপর কয়েকবার উঠল একটা গুবরে, আর সেখান থেকে লাফ দিয়ে পড়ল জলে।

পচনকীটগুলো এঁকেবেঁকে, হাত-পায়ের বদলে তাদের যে রোঁয়া থাকে সেগুলো চটপট নেড়ে নেড়ে খাবার মতো কিছু খোঁজাখুঁজি করল, কিন্তু নিজেরাই পড়তে লাগল গুবরের, শুঁয়োপোকাগুলোর মুখে।

শেষ পর্যন্ত বিরক্তি ধরে গেল বুরাতিনোর, জলের ওপর হিল ঠুকল সে:

'ভাগ সবাই! আমি একটা পচা বেড়াল নই।'

বাসিন্দারা যে যেদিকে পারে সুড় সুড় করে পালাল। উপুড় হয়ে সাঁতরাতে লাগল বুরাতিনো।

শালুকের গোল গোল পাতার ওপর বসে ছিল বড়ো বড়ো মুখওলা সব ব্যাঙ, চোখ ড্যাবড্যাব করে তারা দেখছিল বুরাতিনোকে।

'কী একটা গুগলি সাঁতরাচ্ছে,' মকমক করে উঠল একটা ব্যাঙ।

'নাকটা বকের মতো,' মকমক করলে দ্বিতীয় ব্যাঙ।

'এটা সামুদ্রিক ব্যাঙ,' মকমক করলে তৃতীয় জন।

একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে বুরাতিনো উঠে পড়ল একটা বড়ো শালুক পাতায়। হাঁটু জড়িয়ে ধরে জড়োসড়ো হয়ে বসে দাঁত ঠকঠক করে বললে:

'সব খোকাখুকু এতক্ষণে দুধ খেয়ে গরম বিছানায় শুয়ে ঘুমচ্ছে, একা আমিই কেবল বসে আছি ভেজা পাতার ওপর... এই ব্যাঙেরা, কিছু একটা খেতে দাও বাপু।'

সবাই জানে ব্যাঙেরা ঠাণ্ডা রক্তের জীব, তবে তাদের মায়াদয়া নেই ভাবাটা ভুল। বুরাতিনো যখন সামান্য দাঁত ঠকঠক করে বলতে লাগল তার দুঃখের কথা, ব্যাঙগুলো তখন পেছনের পা ঝলকিয়ে ডুব দিতে লাগল পুকুরের তলায়।

সেখান থেকে তারা নিয়ে এল পচা গুবরে, ডাঁশের পাখনা, খানিকটা পাঁক, কাঁকড়ার ডিমের কয়েকটা দানা, কিছু গলা শেকড়বাকড়।

এইসব খাদ্যবস্তু বুরাতিনোর সামনে রেখে ব্যাঙেরা ফের শালুক পাতার ওপর লাফিয়ে উঠে পাথরের মতো বসে রইল বড়ো বড়ো মুখ ফুলিয়ে ড্যাবডেবে চোখে।

ব্যাঙেদের খাদ্য শুঁকল বুরাতিনো, চেখে দেখল। বললে: 'কী জঘন্য!..'

তখন ব্যাঙেরা সবাই আবার একসঙ্গে ডুব দিল জলে...

পুকুরের ওপরকার পানা টলমল করে উঠল, দেখা দিল সাপের একটা ভয়ংকর মস্ত বড়ো মাথা। বুরাতিনো যে পাতাটার ওপর বসেছিল, সাপটা সাঁতরে এল সেখানে।

খাড়া হয়ে উঠল তার টুপির থুপি। আঁতকে সে জলেই পড়ে যেত একটু হলে।

তবে ওটা সাপ নয়। এ হল প্রায় কানাচোখো বুড়ো কাছিম টরটিলা, কেউ তাকে ভয় পায় না।

'মাথায় তোর গোবর,' বললে টরটিলা, 'বেকুব চ্যাঙড়া, লোককে বিশ্বাস করিস,

কোথায় ঘরে বসে মন দিয়ে পড়াশুনা করবি, না এসে পড়লি হবু-গবুর রাজ্যে!'

'আমি যে চেয়েছিলাম কার্লোবাবার জন্যে বেশি করে মোহর নিয়ে যাব... আমি ভা-ভা-ভারি ভালো ছেলে, বু-বুদ্ধিমান ছেলে...'

কাছিম বললে, 'তোর টাকা চুরি করেছে বেড়াল আর শেয়াল। তারা ছুটে যাচ্ছিল পুকুরের পাশ দিয়ে, জল খাবার জন্যে থামে, আমি শুনেছি, বড়াই করছিল মাটি খুঁড়ে তোর টাকা তুলে নিয়েছে, মারামারি করেছে তার জন্যে... আর তুই মাথামোটা, চট করেই সব বিশ্বাস করিস, বুদ্ধিশুদ্ধি নেই!'

'বকাবকি করতে নেই বাপু,' গজগজ করল বুরাতিনো, 'লোককে বরং সাহায্য করা দরকার... কী আমি করব এখন? হায়, হায়!.. কার্লোবাবার কাছে কী করে যাই? আহ্!..'

হাত মুঠো করে চোখ মুছতে লাগল সে, এমন করুণ সুরে নাকি কান্না জুড়ল যে ব্যাঙেরা একসঙ্গে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল সবাই:

'আহা টরটিলা, সাহায্য করো লোকটাকে।'

কাছিম অনেকখন ধরে চেয়ে রইল চাঁদের দিকে, কী যেন মনে করবার চেষ্টা করছিল...

'একবার আমি এমনি সাহায্য করেছিলাম একজন মানুষকে, কিন্তু পরে সে আমার ঠাকুর্দা আর ঠাকুমার খোলা দিয়ে চিরুনি বানিয়ে নিয়েছিল,' বললে সে। তারপর ফের চেয়ে রইল চাঁদের দিকে, 'তা কী করা যায়, বসে থাকো মানুষ এখানে, আমি তলে নামি, হয়ত একটা দরকারি জিনিস পেয়েও যেতে পারি।'

সাপের মতো মাথাটা টেনে নিয়ে সে ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে থাকল।

ব্যাঙেরা ফিসফিস করল:

'টরটিলা কাছিম এক গোপন সন্ধান জানে।'

সময় কেটে গেল অনেকখন।

চাঁদ ঢলে পড়ল পাহাড়ের পেছনে...

আবার টলমল করে উঠল সবুজ পানা, মুখে ছোট্ট একটা সোনার চাবি নিয়ে ভেসে উঠল কাছিম।

সেটা সে রাখল পাতার ওপর বুরাতিনোর পায়ের কাছে।

‘এই মাথামোটা বিশ্বাসী, অল্পবুদ্ধি হাঁদারাম,’ টরটিলা বললে, ‘বেড়াল আর শেয়াল তোর মোহর চুরি করেছে বলে দুঃখু করিস না। আমি তোকে এই চাবিটা দিচ্ছি। পুকুরে এটা হারায় যে লোকটা তার দাড়ি ছিল এত লম্বা যে পকেটে গুঁজে রাখত, নইলে অসুবিধা হত হাঁটতে। আহ্, কত সে মিনতি করেছিল চাবিটা খুঁজে দিতে!..’

টরটিলা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল, চুপ করে রইল কিছুক্ষণ, তারপর আবার এমন এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল যে ভুড়ভুড়ি উঠল জলে...

‘কিন্তু আমি ওকে সাহায্য করি নি, আমার ঠাকুর্দা আর ঠাকুমার খোল দিয়ে চিরুনি বানিয়েছে বলে আমি তখন ভারি রেগে ছিলাম মানুষদের ওপর। এই চাবিটা সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিল দেড়েল লোকটা, কিন্তু আমি সব ভুলে গেছি। শুধু একটা কথা মনে আছে, এই চাবিটা দিয়ে তার নাকি কোন একটা দুয়োর খোলা দরকার, তাহলে তার সৌভাগ্য হবে...’

বুক ঢিপঢিপ করে উঠল বুরাতিনোর, চোখ জ্বলে উঠল। নিজের সমস্ত দুঃখকষ্ট তক্ষুনি ভুলে গেল সে। কুর্তার পকেট থেকে জোঁকগুলোকে বার করে সেখানে সযত্নে রাখল চাবিটা, খুব ভদ্রতা করে ধন্যবাদ জানাল টরটিলা কাছিম আর ব্যাঙদের, জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে গেল তীরে।

## হব্‌-গব্‌র রাজ্য থেকে পলায়ন, সমদুঃখী সাথির সঙ্গে দেখা

হব্‌-গব্‌র দেশ থেকে বেরুবার পথটা টরটিলা কাছিম দেখিয়ে দেয় নি।

বুরাতিনো ছুটল যেদিকে দু'চোখ যায়। কালো কালো গাছের পেছনে ঝিকঝিক করছে তারা। রাস্তার পাশে খাড়া হয়ে উঠেছে পাহাড়। খাদগুলোয় কুয়াশার মেঘ।

হঠাৎ তার সামনে লাফিয়ে উঠল ছেয়ে রঙের কী একটা দলা। অমনি শোনা গেল কুকুরের ডাক।

বুরাতিনো পাহাড়ের গা ঘেঁষে রইল। তার পাশ দিয়ে হিংস্রের মতো নাক ফোঁস ফোঁস করতে করতে শহর থেকে ছুটে গেল দুটো বুলডগ পুলিস।

ছাইরঙের দলাটা রাস্তা থেকে ছুটল পাশে, ঢালুর দিকে। বুলডগগুলোও তার পেছনে।

পায়ের শব্দ আর কুকুরের ডাক দূরে সরে যেতেই বুরাতিনো এত জোরে দৌড় দিলে যে কালো ডালপালার পেছনে তরতর করে সরে যেতে লাগল তারারা।

হঠাৎ ছেয়ে দলাটা আবার রাস্তা পার হয়ে গেল। তবে সেই ফাঁকে দলাটা যে একটা খরগোশ, তার দুই কান আঁকড়ে ধরে পিঠে বসে আছে ফ্যাকাশে ছোট্ট একটা মানুষ সেটা দেখবার ফুরসৎ হয়েছিল বুরাতিনোর।

ঢালু বেয়ে পাথর গড়িয়ে পড়ছিল, খরগোশের পেছু পেছু বুলডগগুলোও রাস্তা পেরিয়ে গেল, আবার চুপচাপ হয়ে গেল সবকিছু।

বুরাতিনো এত জোরে ছুটছিল যে কালো ডালপালার পেছনে তারাদের ছুটও এবার হয়ে উঠল পাগলা।

তিনবারের বার রাস্তা পেরল ছেয়ে খরগোশ। ডালে ধাক্কা খেয়ে ছোটো মানুষটা খরগোশের পিঠ থেকে ধপ করে পড়ল একেবারে বুরাতিনোর পায়ের কাছে।

'গ-র্-র্-র্-ঘেউ! ধরো ওকে!' খরগোশের পেছন পেছন ছুটে গেল বুলডগ পুলিসদুটো: চোখ তাদের আক্রোশে এত ভরাট যে বুরাতিনো বা ফ্যাকাশে লোকটা কাউকেই দেখতে পেল না।

'বিদায় মালভিনা, চিরকালের মতো বিদায়!' চিঁচিঁ করলে লোকটা।

বুরাতিনো তার দিকে মাথা নোয়াতেই অবাক হয়ে দেখতে পেল, এটা সেই লম্বা আস্তিনের শাদা কামিজ পরা পিয়েরো।

শুয়ে ছিল সে গাড়ির চাকায় ক্ষয়ে যাওয়া রাস্তার গাড্ডায় মাথা নিচু করে, বোঝাই যায়, নিজেকে সে ভাবছিল মরা, জীবন থেকে বিদায় নিয়ে কি'চকি'চ করে বলছিল রহস্যময় বুলিটা: 'বিদায় মালভিনা, চিরকালের মতো বিদায়!'

বুরাতিনো ঠেলাঠেলি করতে লাগল তাকে, টানল ওর পা ধরে, সে নড়ল না। তখন বুরাতিনো পকেট থেকে জোঁক বার করে ধরল নিঃশ্বাসবন্ধ লোকটার নাকে।

কোনো চিন্তা না করে তার নাকে এ'টে গেল জোঁক। ঝটপট উঠে বসল পিয়েরো, মাথা ঝাঁকিয়ে, জোঁকটাকে তুলে ফেলে ককিয়ে উঠল সে:

'আহ্, মনে হচ্ছে এখনো বে'চে আছি আমি!'

দাঁত মাজার গুঁড়োর মতো শাদা তার গাল ধরে চুমু খেল বুরাতিনো, জিগ্যেস করলে:

'এখানে তুমি এসে পড়লে কেমন করে? খরগোশের পিঠে চেপেই-বা ছুটছিলে কেন?'

'বুরাতিনো, বুরাতিনো,' ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চেয়ে সে বললে, 'আমায় লুকিয়ে রাখো তাড়াতাড়ি... কুকুরগুলো তো আর ছেয়ে খরগোশটাকে তাড়া করে নি, আমায় ধরতে চাইছে... সিনোর কারাবাস বারাবাস দিনরাত আমায় তাড়া করে বেড়াচ্ছে। হবু-গবুর রাজ্যে সে ভাড়া নিয়েছে কুকুর পুলিস, শপথ নিয়েছে জীবন্ত অথবা মরা ধরবেই আমায়।'

দূরে আবার ঘেউ ঘেউ করে উঠল কুকুর। পিয়েরোর আস্তিন ধরে বুরাতিনো তাকে টেনে নিয়ে গেল গোল গোল সুগন্ধি হলুদ ফুটকির মতো ফুলে ছাওয়া মিমোজা গাছের ঝোপে।

সেখানে ঝরা পাতার ওপর শুয়ে পিয়েরো ফিসফিসিয়ে বলতে লাগল:

'জানো বুরাতিনো, একদিন রাতে শোঁ শোঁ করছিল বাতাস, অঝোরে বৃষ্টি পড়ছিল...'

# পিয়েরোর কাহিনী, কেন সে খরগোশের পিঠে, হব্‌বু-গব্‌বুর রাজ্যে

'জানো বুরাতিনো একদিন রাতে শোঁ শোঁ করছিল বাতাস, অঝোরে বৃষ্টি পড়ছিল। সিনোর কারাবাস বারাবাস বসেছিল আগুনের কাছে, সিগারেট টানছিল। সব পুতুল ঘুমচ্ছে, কেবল আমিই ঘুমাচ্ছিলাম না। ভাবছিলাম নীলকেশী কন্যার কথা...'

বাধা দিল বুরাতিনো, 'ভাববার লোক পেলে যা হোক, হাঁদা! কাল সন্ধেয় আমি পালাই ওর হাত ছাড়িয়ে — মাকড়শা ভরা গুদামটা থেকে...'

'সে কী? দেখেছ তুমি নীলকেশী কন্যাকে? আমার মালভিনাকে?'

'দেখি নি আবার! ছিঁচকাঁদুনে, আমার পেছনে লেগেছিল...'

লাফিয়ে উঠল পিয়েরো, হাত নাড়ালে।

'আমায় নিয়ে চলো ওর কাছে... যদি তুমি আমায় মালভিনাকে খুঁজে পেতে সাহায্য করো, তাহলে আমি তোমায় সোনার চাবির গোপন রহস্য বলে দেব।'

'কী বললে!' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল বুরাতিনো, 'সোনার চাবির গোপন কথা জানো তুমি?'

'জানি চাবিটা কোথায় আছে, কী করে তাকে পেতে হবে, জানি যে ওটা দিয়ে একটা পুরীর দরজা খুলতে হবে... গোপন কথাটা আমি শুনে ফেলেছিলাম, তাই সিনোর কারাবাস বারাবাস কুকুর পুলিস নিয়ে আমায় ধাওয়া করছে।'

বুরাতিনোর সাংঘাতিক ইচ্ছে হয়েছিল যে বড়াই করে যে রহস্যময় সোনার চাবি তার পকেটে। যাতে সেটা বলে না ফেলে সেজন্যে মাথার টুপি খুলে সেটা মুখে পুরে দিল।

পিয়েরো মিনতি করতে লাগল তাকে মালভিনার কাছে নিয়ে যেতে। বুরাতিনো আঙুলের ইশারায় বোঝাল যে এখন অন্ধকার, বিপদ আছে, ভোর হলে কন্যের খোঁজে বেরুবে তারা।

পিয়েরোকে আবার মিমোজা ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়ে কথা বলতে লাগল খসখসে গলায়, কেননা মুখে ওর টুপি গোঁজা:

'তা যা বলেসিলে পলো...'

'হ্যাঁ, একদিন রাতে শোঁ শোঁ করছিল বাতাস,' বলে চলল পিয়েরো।

'সে তো তুমি আগেই পলেস...'

'মানে হ্যাঁ,' বলে চলল পিয়েরো, 'তা আমি, জানো তো, ঘুমোচ্ছি না, হঠাৎ শুনি জানলায় কে যেন বেদম ধাক্কা দিল।

'সিনোর কারাবাস বারাবাস গর্জে উঠল:

''কার আবার আগমন এ দুর্যোগে?''

'জানলার ওপাশ থেকে জবাব এল: 'আমি দুরেমার, রোগ সারাবার জোঁক বেচি। আগুনে একটু গা শুকিয়ে নিতে দিন।'

'আমার ভারি ইচ্ছে হল, বুঝেছ, জোঁকের ব্যাপারি কেমন হয় একটু দেখি। পর্দার কোণাটা সরিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিলাম। আর দেখি কি:

'সিনোর কারাবাস বারাবাস উঠল কেদারা ছেড়ে, আর বরাবরের মতোই মাড়িয়ে দিলে দাড়ি, মুখ খারাপ করে সে দরজা খুলল।

'ঘরে ঢুকল লম্বা, ভেজা সপসপে একটা লোক, মাথাটা ছোট্ট, একেবারে কোঁচকানো মুখ। গায়ে পুরনো একটা সবুজ ওভারকোট, বেল্টে ঝুলছে চিমটা, হুক, পিন। হাতে টিনের একটা বয়াম আর ব্যাগ।

''আপনার যদি পেট ব্যথা করে,' বললে সে এমনভাবে নুয়ে, যেন শিরদাঁড়াটা ওর মাঝখানটায় ভাঙা, 'যদি মাথায় ভয়ানক যন্ত্রণা হয়, কিংবা কান ভোঁ ভোঁ করে, তাহলে আপনার কানে আমি লাগাতে পারি আধ ডজন চমৎকার জোঁক।'

'সিনোর কারাবাস বারাবাস গজগজ করল:

''দূর ছাই তোমার জোঁক, ওসব আমার চাই না। তবে গা শুকিয়ে নিতে পার যত খুশি।'

'দুরেমার আগুনের দিকে পিঠ করে দাঁড়াল। অমনি ভাপ ছাড়তে থাকল তার সবুজ ওভারকোট, পাঁকের গন্ধ উঠল।

'ফের সে বললে, 'জোঁকের ব্যবসা খুব খারাপ চলছে। যদি আপনার হাড় কনকন করে, তাহলে ঠান্ডা এক টুকরো শুয়োরের মাংস আর এক গেলাশ মদ পেলে আমি আপনার উরুতে লাগাতে পারি এক ডজন চমৎকার জোঁক।'
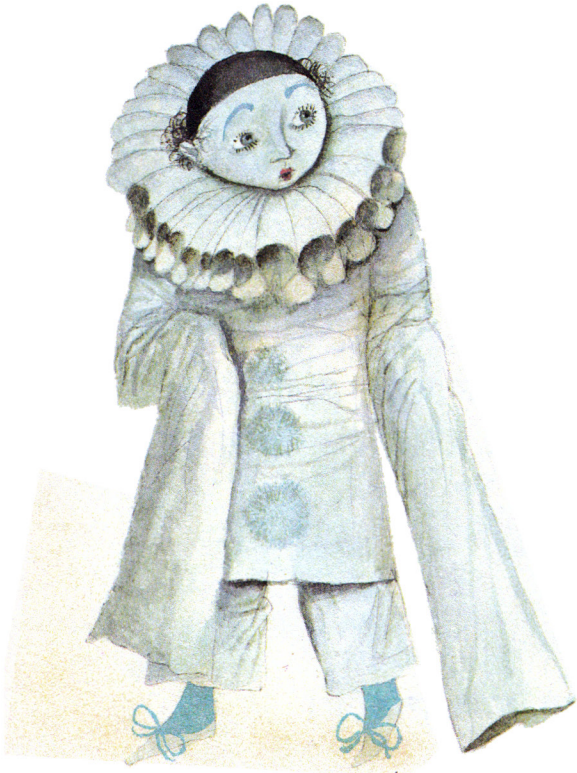
‘‘চুলোয় যাও বাপু, কোনো জোঁক লাগবে না,’ চিৎকার করে উঠল কারাবাস বারাবাস, ‘খেতে চান খান-না হ্যাম আর মদ।’

‘শুয়োরের মাংস খেতে লাগল দুরেমার, মুখ ওর কু'চকে আসে আর লম্বা হয় রবারের মতো। মদ খাবার পর সে এক চিমটে তামাক চাইল। বলল:

‘‘সিনোর, পেট আমার ভরেছে, গরমও হয়ে নিলাম। আপনার আতিথ্যের ঋণ শোধার জন্যে আপনাকে একটা গোপন খবর দেব।’

‘সিনোর কারাবাস বারাবাস পাইপে টান দিয়ে বললে:

‘‘সেটা যদি হয় কেবল একটা রহস্য যা আমি জানতে চাই। বাকি সবগুলোয় আমি থুতু দিই।’

‘‘সিনোর,’ ফের বললে দুরেমার, ‘দারুণ এক গুপ্তকথা আমি জানি, আমায় সেটা বলেছে টরটিলা কাছিম।’

‘এই না শুনে চোখ বড়ো বড়ো করল কারাবাস বারাবাস, লাফিয়ে উঠল, জড়িয়ে গেল দাড়িতে, সোজা ধেয়ে গেল ভয়-পেয়ে-যাওয়া দুরেমারের দিকে, পেটের সঙ্গে তাকে চেপে ধরে গাঁ গাঁ করে উঠল ষাঁড়ের মতো:

‘‘সজ্জন দুরেমার, সোনার চাঁদ দুরেমার, বলো, বলো, তাড়াতাড়ি বলো কী তোমায় বলেছে টরটিলা কাছিম!’

‘তখন দুরেমার তাকে এই ঘটনাটা বলে:

‘‘হবু-গবুর শহরের কাছে আমি নোংরা একটা পুকুরে জোঁক ধরছিলাম। দিনে চার সলদো মজুরিতে আমি এক জন গরিবকে বায়না

করি। সে কাপড়চোপড় ছেড়ে পুকুরে নেমে গলা পর্যন্ত ডুবে দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ না তার খালি গা ভরে জোঁক লাগল।

''তখন সে উঠে এল পাড়ে, আমি তার গা থেকে জোঁকগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে ফের পাঠালাম তাকে পুকুরে।

''এইভাবে যখন যথেষ্ট জোঁক ধরা গেল, জল থেকে তখন হঠাৎ দেখা দিল একটা সাপের মতো মাথা।

''মাথাটা বললে, 'শোনো দুরেমার, আমাদের সুন্দর এই পুকুরের সমস্ত বাসিন্দাদের তুমি ভয় পাইয়ে দিয়েছ, জল ঘোলা করছ, জলখাবারের পর শান্তিতে বিশ্রাম নিতেও আমায় দিচ্ছ না... এই বেলেল্লাপনা কখন শেষ হবে?..''

''আমি দেখলাম ওটা সাধারণ একটা কাছিম, তাই একটুও ভয় না পেয়ে বললাম:

''তোমাদের নোংরা ডোবার সমস্ত জোঁক না ধরা পর্যন্ত তা চলবে...'

'''তুমি যদি আমাদের পুকুরটাকে শান্তিতে থাকতে দাও, আর কখনো এখানে না আসো, তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে আমি রাজি।''

''তখন আমি ঠাট্টা করতে লাগলাম কাছিমকে:

''আরে বুড়ি ভাসন্ত পেঁটরা টরটিলা মাসি। কী ক্ষতিপূরণ দিতে পার তুমি? ওই হাড়ের খোলটা ছাড়া, যার তলে মাথা আর পা লুকিয়ে রাখো... তা চিরুনি বানাবার জন্যে খোলাটা আমি বেচে দিতেও পারি...'

''রাগে সবুজ হয়ে উঠল কাছিম, বললে:

''পুকুরের তলে আছে যাদু চাবি... একজনকে আমি জানি যে এই চাবি পাবার জন্যে দুনিয়ায় সবকিছু করতে রাজি...''

'এ কথা বলতে না বলতেই কারাবাস বারাবাস ঘর ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

''সে লোক আমি! আমি! আমি! সোনামানিক দুরেমার, কাছিমের কাছ থেকে, কেন নিলে না চাবিটা?'

''ছোঃ, নেব বইকি!' এই বলে দুরেমার এমন মুখ কোঁচকাল যেন একটা সেদ্ধ ব্যাঙের ছাতা, 'নেব আবার! চমৎকার জোঁকের বদলে কিনা কী একটা চাবি... মোট কথা, ঝগড়া হয়ে গেল কাছিমের সঙ্গে, জল থেকে থাবা তুলে সে বললে:

''দিব্যি দিয়ে বলছি, যাদু চাবি তুই-ও পাবি না, কেউই পাবে না। দিব্যি দিয়ে বলছি, পাবে সেই, যাকে সেটা দিতে বলবে পুকুরের সমস্ত বাসিন্দা...''

''থাবা তুলে রেখেই কাছিম ডুবে গেল জলে।'

''এক মুহূর্ত আর দেরি করা নয়, ছুটতে হয় হবু-গবুর রাজ্যে,' চেঁচাল

কারাবাস বারাবাস, তাড়াতাড়ি করে দাড়ি গুঁজল পকেটে, টুপি আর মশাল নিলে। 'চাবি আমার চাই! শহরে যাব আমি, ঢুকব তার একটা বাড়িতে, সেঁধব সিঁড়ির নিচের ঘরটায়, খুঁজব ছোট্ট একটা দরজা, তার পাশ দিয়ে সবাই চলে যায়, কিন্তু কেউ নজর করে না। সেই তালার ফুটোয় ঢোকাব চাবি...' '

মিমোজা ঝোপের তলে ঝরা পাতার ওপর বসে পিয়েরো বলে চলল:

'এই সময়, বুঝলে বুরাতিনো, আমার এত কৌতূহল হল যে পুরোপুরি পর্দার পেছন থেকে বেরিয়ে এলাম। সিনোর বারাবাসের চোখে পড়ে গেলাম।

' 'আড়ি পেতে ছিলি তুই, হতচ্ছাড়া!' আমাকে ধরে আগুনে ফেলে দেবার জন্যে সে ছুটে আসতে গেল আমার দিকে, কিন্তু ফের দাড়িতে জড়িয়ে গেল, দড়াম করে চেয়ার উলটিয়ে ধরাশায়ী হল মেঝের ওপর।

'বলতে পারব না কেমন করে জানলা গলে বেরুলাম, বেড়া টপকালাম। অন্ধকারে গোঁ গোঁ করছিল বাতাস, ঝাপটা দিচ্ছিল বৃষ্টি।

'মাথার ওপর কালো মেঘে ঝলকাচ্ছিল বিদ্যুৎ, দশ পা দূরে দেখতে পেলাম ছুটে আসছে কারাবাস বারাবাস আর জোঁকের ব্যাপারি... ভাবলাম, 'গেছি এবার', হোচট খেয়ে পড়লাম গরম, নরম কী একটার ওপর, আঁকড়ে ধরলাম কার যেন কান...

'ওটা একটা ছেয়ে খরগোশ। আঁতকে কিঁচকিঁচ করে উঠল খরগোশটা, লাফ দিলে, কিন্তু আমি চেপে ধরে থাকলাম তার কানদুটো, এই করেই ছুটতে থাকলাম মাঠ, আঙুর বাগিচা, শবজি ভুঁই দিয়ে।

'খরগোশ যখন হয়রান হয়ে বসে মনের দুঃখে তার দুখণ্ডে কাটা ঠোঁট নাড়াচ্ছিল, আমি তার কপালে চুমু খেলাম।

' 'আরেকটু ভাই, আরো খানিকটা ছোটা যাক...'

'নিঃশ্বাস ফেললে খরগোশ, ফের আমরা ছুটতে লাগলাম কে জানে কোথায়, কখনো ডাইনে, কখনো বাঁয়ে...

'মেঘ কেটে গিয়ে যখন চাঁদ উঠল, দেখতে পেলাম পাহাড়ের নীচে নানান দিকে হেলে পড়া ঘণ্টিঘর ছড়ানো ছোটো একটা শহর।

'রাস্তা দিয়ে শহরের দিকে ছুটে যাচ্ছে কারাবাস বারাবাস আর জোঁকের ব্যাপারি।

'খরগোশ বললে:

' 'এই সেরেছে, ওই যে ওরা, খরগোশের এবার সুখের পোয়াবারো! হবু-গবুর রাজ্যে যাচ্ছে কুকুর পুলিস ভাড়া করতে। গেলাম এবার!'

'হতাশ হয়ে পড়ল খরগোশ, থাবায় নাক গুঁজল, নেতিয়ে পড়ল কান।

'কাকুতি-মিনতি করলাম আমি, কাঁদলাম, পায়ে ওর মাথা পর্যন্ত ঠেকালাম। খরগোশ টলে না।

'কিন্তু শহর থেকে যেই লাফিয়ে বেরল ডান পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দুই খাঁদা বুলডগ, খরগোশের সারা গায়ের চামড়ায় সামান্য কাঁপুনি ছড়িয়ে গেল, আমি কোনোরকমে লাফিয়ে উঠলাম তার পিঠে, সোজা সে বনের দিকে ভোঁ দৌড়...

'বাকিটা তো নিজেই তুমি দেখলে বুরাতিনো।'

কাহিনী শেষ হল পিয়েরোর, সাবধানে বুরাতিনো তাকে শুধাল:

'কিন্তু কোন বাড়িতে, সিঁড়ির নিচে কোন ঘরে সেই দরজাটা যা চাবি দিয়ে খুলতে হবে?'

'কারাবাস বারাবাস সে কথা বলে ফেলার সুযোগ পায় নি... কিন্তু কী এসে যায় তাতে, — চাবি তো পুকুরের তলে... সুখ আমাদের কপালে নেই...'

'আর এটা দেখছ?' তার কানে চিৎকার করে বললে বুরাতিনো, পকেট থেকে চাবিটা বার করে সেটা ঘোরাতে লাগল পিয়েরোর নাকের ডগায়, 'এই দ্যাখো!'

## মালভিনার কাছে বুরাতিনো আর পিয়েরো, কিন্তু তক্ষুনি তাদের পালাতে হল মালভিনা আর আর্তেমন কুকুরকে নিয়ে

পাথুরে পাহাড়-চুড়োয় যখন সূর্য উঠল, বুরাতিনো আর পিয়েরো তখন ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে ছুটতে লাগল সেই মাঠটা দিয়ে কাল রাতে বাদুড় যেখানে তাকে হবু-গবুর রাজ্যের পথ দেখিয়েছিল।

পিয়েরোকে দেখে হাসি পায়, — মালভিনাকে দেখার জন্যে এতই তার তাড়া।

প্রতি পনের সেকেন্ড বাদে বাদে সে জিগ্যেস করছিল, 'আচ্ছা বুরাতিনো, আমায় দেখে তার আনন্দ হবে?'

'আমি কোত্থেকে জানব...'

পনের সেকেন্ড পরে আবার:

'আচ্ছা বুরাতিনো, আমায় দেখে যদি খুশি না হয়?'

'আমি তার কী জানি...'

শেষ পর্যন্ত তারা দেখতে পেল সেই শাদা পুরী, জানলার ফ্রেমে যার সূর্য, চাঁদ আর তারা আঁকা।

চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে, তার ওপর ভেসে আছে বেড়ালের মুণ্ডুর মতো ছোটো একটা মেঘ।

আর্তেমন অলিন্দে বসে থেকে থেকে ঘেউ ঘেউ করে উঠছিল সেই মেঘটার দিকে।

নীলকেশী কন্যের কাছে ফেরার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না বুরাতিনোর, কিন্তু খিদে পেয়েছিল তার, দূর থেকেই ভেসে আসছিল ফুটন্ত দুধের গন্ধ।

'কন্যা যদি ফের আমাদের মানুষ করতে চায়, তাহলে দুধ খাব, কিন্তু কিছুতেই থাকব না এখানে।'

এইসময় পুরী থেকে বেরিয়ে এল মালভিনা, এক হাতে তার চীনেমাটির কফি পট, অন্য হাতে বিস্কুটের টুকরি।

চোখ তার এখনো কান্নায় ভেজা, — তার সন্দেহ ছিল না যে ভাঁড়ার থেকে ইদুঁরেরা বুরাতিনোকে টেনে বার করে এনে খেয়ে ফেলেছে।

বালিঢালা পথটার ওপর পুতুল টেবিলের সামনে সে বসতেই ফিরোজা রঙের ফুলেরা দুলে উঠল, তাদের ওপর শাদা হলুদ পাতার মতো উড়তে লাগল প্রজাপতি,

দেখা দিল বুরাতিনো আর পিয়েরো।

মালভিনা চোখ এত বড়ো বড়ো করে তাকাল যে কাঠের দুই খোকাই অনায়াসে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত সেখানে।

মালভিনাকে দেখে পিয়েরো বোকার মতো যে বকবকানি জুড়ল তা এতই এলোমেলো যে আমরা এখানে তা আর তুলে দিলাম না।

যেন কিছুই হয় নি এমনি সুরে বুরাতিনো বললে:

'এই তো ওকে নিয়ে এলাম, মানুষ করুন...'

শেষ পর্যন্ত মালভিনা বুঝতে পারল যে এটা স্বপ্ন নয়।

'আরে, কী আনন্দ!' ফিসফিস করল মালভিনা, কিন্তু তক্ষুনি বয়স্কদের মতো গম্ভীর গলায় যোগ দিলে, 'খোকারা, এক্ষুনি হাত-মুখ ধুয়ে নাও, দাঁত মাজো। আর্তেমন, ওদের নিয়ে যাও কুয়োতলায়।'

'দেখলে তো,' গজগজ করল বুরাতিনো, 'মাথায় ওর পোকা নড়ে, — হাত-মুখ ধোও, দাঁত মাজো! পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়েই আছেন উনি...'

তাহলেও হাত-মুখ ধুল ওরা। আর্তেমন তার লেজের ডগার বুরুশ দিয়ে কুর্তা ঝেড়ে দিল...

খেতে বসা হল। খাবারে দুই গাল ফুলে উঠল বুরাতিনোর। পিয়েরো পিঠের একটু টুকরোও দাঁতে কাটল না; এমনভাবে সে চেয়ে দেখছিল মালভিনাকে যেন বাদামি ময়দা মেখে সে বানানো। শেষ পর্যন্ত বিরক্তি ধরে গেল মালভিনার। বললে:

'কী অমন হাঁ করে দেখছেন আমার মুখে? খান-না, খান বাপু।'

পিয়েরো বললে, 'মালভিনা, বহুকাল থেকে আমি কিছু খাই না, — কবিতা লিখি...'

হাসিতে থরথর করে উঠল বুরাতিনো।

অবাক হল মালভিনা, ফের চোখ মেলল বড়ো বড়ো করে।

'তাহলে শোনান-না আপনার কবিতা।'

সুন্দর হাতখানার ওপর গাল ঠেকিয়ে সে সুন্দর চোখদুটি তুলল মেঘের দিকে, যা বেড়ালের মাথার মতো দেখতে।

পিয়েরো কবিতা পড়তে শুরু করল এমন গমগমে গলায় যেন সে গভীর কুয়োর নিচে বসে আছে:

> মালভিনা যে পালিয়ে গেল দেশের পার,
> নিখোঁজ হল মালভিনা সে কনে আমার...

কাঁদছি আমি, জানি না কী করি এখন...
বিসর্জনই দেওয়া ভালো পুতুল জীবন?

পিয়েরোর পড়ে যাওয়া আর হল না, কবিতাটা খুবই ভালো লেগেছিল মালভিনার কিন্তু তার তারিফ করারও সময় হল না, বালি ছড়ানো পথে দেখা দিল কোলাব্যাঙ।

ভয়ংকর চোখ ড্যাবড্যাব করে ব্যাঙ বললে:

'কাল রাতে বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে টরটিলা কাছিম কারাবাস বারাবাসকে সোনার চাবির কথা সব বলে দিয়েছে...'

ভয়ে চিৎকার করে উঠল মালভিনা যদিও কিছুই তার মাথায় ঢুকল না। সমস্ত কবির মতো গা এলিয়ে পিয়েরো অস্ফুট আবেগের কয়েকটা দুর্বোধ্য শব্দ করল, এখানে আমরা তা তুলে দিলাম না। তবে বুরাতিনো তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে পকেটে পুরতে লাগল বিস্কুট, চিনি, লজেন্স।

'যত তাড়াতাড়ি পারো, পালাও। কারাবাস বারাবাস যদি কুকুর পুলিস নিয়ে আসে এখানে, তাহলে আমাদের দফা রফা।'

শাদা প্রজাপতির পাখনার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল মালভিনা। সে মারা যাচ্ছে ভেবে পিয়েরো তার ওপর উপুড় করে ধরল কোকো পট, মালভিনার সুন্দর পোশাক-টি কোকো মাখা হয়ে গেল।

প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ করে লাফিয়ে উঠল আর্তেমন — তাকেই তো মালভিনার পোশাক চেটে পরিষ্কার করতে হবে — পিয়েরোর ঘাড় কামড়ে ধরে সে ঝাঁকাতে লাগল তাকে, শেষ পর্যন্ত পিয়েরো তোতলাতে তোতলাতে বললে:

'হয়েছে, হয়েছে, ছাড় বাপু...'

চোখ ড্যাবড্যাব করে এই হুলস্থূল দেখে কোলাব্যাঙ আবার বললে:

'কুকুর পুলিস নিয়ে কারাবাস বারাবাস এখানে এসে পড়বে পঁচিশ মিনিটের মধ্যে...'

মালভিনা ছুটল পোশাক বদলাতে। হতাশ হয়ে পিয়েরো হাত মোচড়াতে লাগল, এমনকি বালি ঢালা রাস্তার ওপর চিৎপাত হয়ে পড়ে যেতে গেল। আর্তেমন টানাটানি করতে লাগল ঘরোয়া জিনিসপত্রের পুঁটলি, হুটহাট করতে থাকল দরজা। ঝোপে মরিয়া কিচিরমিচির জুড়ল চড়ুই পাখিরা। সোয়ালোরা নেমে এল একেবারে মাটির কাছাকাছি। আর আতংক বাড়িয়ে তোলার জন্যে চিলেকোঠায় প্রচণ্ড অট্টহাসি হাসতে থাকল প্যাঁচা।

একলা বুরাতিনোই কেবল ঘাবড়ায় নি। নিতান্ত দরকারি জিনিসপত্রের দুটো পুঁটলি সে চাপাল আর্তেমনের ঘাড়ে। পুঁটলির ওপর বসাল পথ পাড়ি দেবার মতো সুন্দর পোশাক পরা মালভিনাকে। পিয়েরোকে বললে কুকুরের লেজ ধরে থাকতে। নিজে রইল সামনে:

'কোনো ভয়ডর চলবে না! ছোটো!'

যখন ওরা, মানে — কুকুরের আগে আগে নির্ভয়ে এগিয়ে চলা বুরাতিনো, পুঁটলির ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠা মালভিনা, আর পেছনে কান্ডজ্ঞানের বদলে

বোকা-বোকা সব কবিতায় ভরপুর হয়ে পিয়েরো — সবাই যখন ওরা ঘন ঘাসের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল ফাঁকা মাঠে, তখন বন থেকে বেরিয়ে এল কারাবাস বারাবাসের এলেমেলো দাড়ি। হাত দিয়ে রোদ্দুর ঢেকে চোখ আড়াল করে সে দেখতে লাগল চারিপাশ।

## বনের কিনারায় ভয়ংকর লড়াই

কুকুর পুলিসদুটোর বেল্ট ধরে রেখেছিল সিনোর কারাবাস। মাঠে পলাতকদের দেখতে পেয়ে সে দাঁতাল মুখ হাঁ করল।

'বটে!' হুঙ্কার দিয়ে সে কুকুর ছেড়ে দিলে।

হিংস্র কুকুরদুটো পেছনের পা দিয়ে মাটি আঁচড়াতে লাগল। ডাকলও না তারা, এমনকি পলাতকদের ভ্রূক্ষেপও না করে অন্য দিকেই চেয়ে রইল — নিজেদের শক্তিতে এতই তাদের গর্ব।

তারপর ভয়ে বুরাতিনো, আর্তেমন, পিয়েরো আর মালভিনা যেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, ধীরে ধীরে গেল সেখানে।

মনে হল আর কোনো আশা নেই। কুকুরের পেছন পেছন বিদঘুটে হাঁটনে আসছিল কারাবাস বারাবাস। দাড়ি তার ক্ষণে ক্ষণে পকেট থেকে খসে জড়িয়ে যাচ্ছিল পায়ে।

আর্তেমন লেজ গুটিয়ে চাপা গর্জন করল। হাত কাঁপছিল মালভিনার:

'ভয় করছে!'

পিয়েরো তার আস্তিন নামিয়ে দিলে, তাকাল মালভিনার দিকে, তার কোনো সন্দেহ নেই যে সব খতম।

প্রথম সম্বিত ফিরল বুরাতিনোর, চেঁচিয়ে উঠল:

'পিয়েরো, কন্যের হাত ধরে ছুটে যাও সায়রে, যেখানে থাকে রাজহাঁস! আর্তেমন, প্যাকেট ফেলে দে, ঘড়ি খোল, — লড়তে হবে!..'

নির্ভীক এই হুকুম কানে যেতে না যেতেই মালভিনা আর্তেমনের পিঠ থেকে নেমে ফ্রক ঠিকঠাক করে ছুটল সায়রের দিকে। পিয়েরো তার পেছু পেছু।

আর্তেমন বোঝা ফেলে দিল, পা থেকে ঘড়ি আর লেজের ডগা থেকে বো খুলল। দাঁত বার করে ডাইনে বাঁয়ে লাফিয়ে পেশী ঠিক করে নিলে, তারপর সেও পেছনের পা দিয়ে মাটি আঁচড়াতে লাগল।

মাঠে ছিল কেবল একটা ইতালীয় পাইন গাছ। তার রজন-মাখা কাণ্ড বেয়ে বুরাতিনো উঠে পড়ল গাছটার ডগায়, সেখান থেকে গলা ফাটিয়ে সে কখনো চিৎকার, কখনো গাঁ গাঁ, কখনো চিঁচিঁ করে ডাকতে লাগল:

'জন্তুজানোয়ার, পাখি পাখালি, কীটপতঙ্গ, আমাদের মারতে আসছে। যেমন
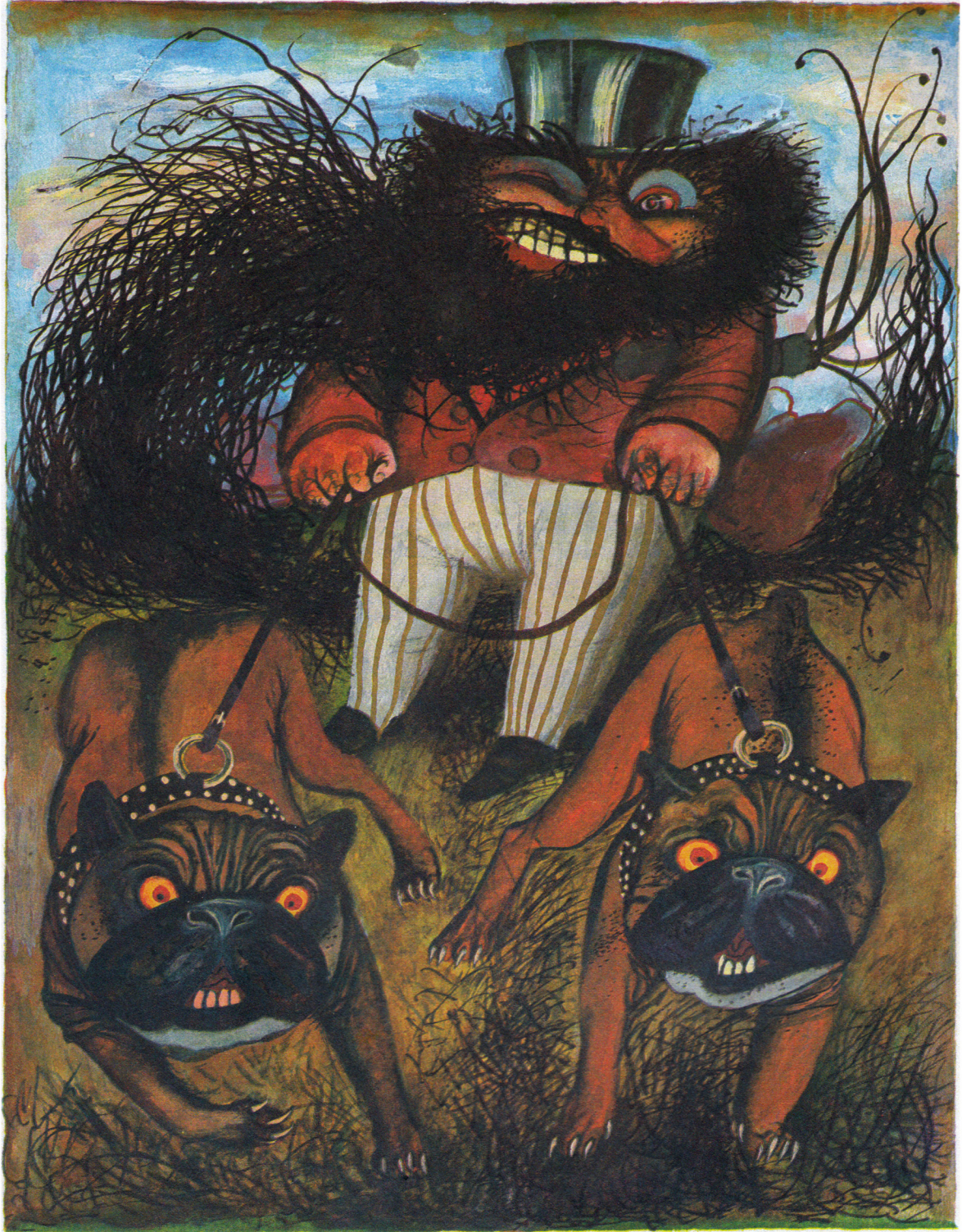
করে হোক বাঁচাও আমাদের, এই কাঠের মানুষদের, কোনোই দোষ নেই তাদের!..'

কুকুর পুলিসেরা যেন এই প্রথম দেখতে পেল আর্তেমনকে, একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। চটপটে পুড্‌ল ঘুরে গিয়ে দাঁত বসাল একটা কুকুরের বেঁড়ে লেজে, অন্যটার উরুতে।

আনাড়ির মতো কোনোরকমে ঘুরল বুলডগেরা, ফের ছুটে গেল পুড্‌লের দিকে। পুড্‌ল এমন উঁচুতে লাফিয়ে উঠল যে বুলডগেরা গলে গেল তার তল দিয়ে, ফের সে কামড়ে দিতে পারল একজনের পেটে, আরেকজনের পিঠে।

তিন বারের বার তার দিকে ধেয়ে এল বুলডগেরা। আর্তেমন তখন ঘাসের ওপর লেজ নামিয়ে ঘুরপাক দিতে লাগল, কখনো বুলডগদের কাছে আসতে দেয়, কখনো বোঁ করে সরে যায় তাদের নাকের ডগার সামনে থেকে...

খ্যাঁদা কুকুরদুটো এবার সত্যি করেই ক্ষেপে উঠল, ফোঁস ফোঁস করে তারা আর্তেমনের দিকে ছুটল তেমন হন্তদন্ত না হয়ে, তবে একরোখা, প্রাণ যায় তাও স্বীকার, শশব্যস্ত পুড্‌লটার টুঁটি ছিঁড়ে নেবেই।

এই সময় কারাবাস বারাবাস এসে পেঁছিল ইতালীয় পাইন গাছটার কাছে, তার কাণ্ড ধরে ঝাঁকাতে লাগল:

'নেমে আয় শিগগির, নাম বলছি!'

হাত, পা, দাঁত দিয়ে বুরাতিনো আঁকড়ে রইল ডাল। কারাবাস বারাবাস এমন ঝাঁকাচ্ছিল যে ডালপালার সমস্ত মোচা থরথর করতে লাগল।

ইতালীয় পাইনের মোচা কাঁটা ভরা, আকারে ছোটো এক-একটা বাঙির মতো। মাথায় অমন একটা মোচা বসাতে পারলে যা হত না, আহ!

দুলন্ত ডাল কোনোরকমে ধরে ছিল বুরাতিনো। দেখতে পেল লাল ন্যাতার মতো জিভ বেরিয়ে পড়েছে আর্তেমনের, ক্রমেই ধীর হয়ে আসছে তার লাফানি।

'চাবি দে বলছি!' মুখ ব্যাদান করে গাঁ গাঁ করে উঠল কারাবাস বারাবাস।

ডাল বেয়ে বুরাতিনো পেঁছিল একটা গাঁট্টাগোঁট্টা মোচার কাছে, দাঁত দিয়ে কামড়াতে লাগল তার বোঁটা। আরো জোরে ঝাঁকানি দিল কারাবাস বারাবাস, ভারি মোচাটাও অমনি পড়ল নিচে — দুম! — একেবারে তার দাঁতালো হাঁয়ের মধ্যে।

বসেই পড়ল কারাবাস বারাবাস।

আরেকটা মোচা খসাল বুরাতিনো, সেটাও — দুম! সোজা কারাবাস বারাবাসের চাঁদিতে, যেন ঢাকের বাদ্যি।

বুরাতিনো আবার চেঁচিয়ে উঠল:

'আমাদের মারছে! বাঁচাও কাঠের মানুষদের, কোনোই দোষ নেই তাদের!'

প্রথম সাহায্যে এল মার্টিন পাখিরা, হেজ-হপ উড়নে তারা বাতাস কাটতে লাগল বুলডগদের নাকের সামনে।

খামোকাই দাঁত খিঁচাল কুকুরদুটো — মার্টিনরা তো আর মাছি নয়। ধূসর বিদ্যুৎঝলকের মতো তারা চড়াৎ চড়াৎ করে উড়তে লাগল নাকের ডগায়।

বেড়ালের মাথার মতো দেখতে মেঘটা থেকে পড়ল চিল, মালভিনার জন্যে সাধারণত যে নিয়ে আসত শিকার। কুকুর পুলিসের পিঠে সে নখ বিঁধিয়ে দিল, বিশাল পাখা মেলে কুকুরটাকে নিয়ে শোঁ শোঁ করে উঠে গেল ওপরে তারপর ফেলে দিল...

ওপর দিকে পা করে ধপ করে পড়ল কুকুর, গঙিয়ে উঠল।

পাশ থেকে ছুটে এসে অন্য কুকুরটার বুকে ঢুঁ মারল আর্তেমন, তাকে ফেলে দিয়ে কামড়ে পালিয়ে গেল...

ফের মাঠের একমাত্র পাইন গাছটার চারপাশে ঘুরপাক খেতে লাগল আর্তেমন আর তার পেছনে আলুথালু, ক্ষতবিক্ষত কুকুরদুটো।

আর্তেমনের সাহায্যে এল কোলাব্যাঙেরা। তারা টেনে আনল দুটো ঘেসো সাপ, এতই বুড়ো যে চোখে দেখে না। কোথায় মরবে, পচা গুঁড়ির কাছে না বকের পেটের মধ্যে, তাতে কিছুই এসে যায় না তাদের। বীরের মতো মৃত্যু বরণে তাদের রাজি করাল ব্যাঙেরা।

মহানুভব আর্তেমন স্থির করল, সম্মুখ সমরেই সে নামবে।

লেজের ওপর উঁচু হয়ে বসল সে, দাঁত বার করল।

বুলডগেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর, গড়াগড়ি দিতে লাগল তিনজনে। চোয়াল কড়মড় করতে লাগল আর্তেমন, লড়তে লাগল নখ দিয়ে। কামড় আর আঁচড়গুলোয় ভ্রূক্ষেপ না করে বুলডগদুটো শুধু একটা জিনিসের জন্যে উন্মুখ: মরণ কামড়ে টুঁটি কামড়ে ধরতে হবে আর্তেমনের। সারা মাঠে কেবল চিল্লানি আর গর্জন।

আর্তেমনের সাহায্যে এল সজারুদেরও পরিবার: সজারু নিজে, সজারু-গিন্নি, সজারুর শাশুড়ি, দুই অবিবাহিত সজারু-পিসি আর ছোটো ছোটো সজারু-বাচ্চারা।

উড়ে এল, গুনগুন করতে লাগল সোনালি উত্তরীয় ঝোলানো, পুরুষ্টু মখমলি-কালো ভোমরারা, ভনভন করতে লাগল হিংস্র সব ভীমরুল। এল নানা রকমের

কাচপোকা, লম্বা শুঁড়ওয়ালা বিছু, গুবরে পোকা।

সমস্ত পশুপাখি, কীটপতঙ্গ প্রাণের মায়া না করে ঝাঁপিয়ে পড়ল নচ্ছার কুকুর পুলিসের ওপর।

সজারু, সজারু-গিন্নি, সজারুর শাশুড়ি, অবিবাহিত দুই সজারু-পিসি, আর ছোট্ট সজারু-বাচ্চারা গোল হয়ে গুটিয়ে ক্রমেট বলের মতো তীরবেগে গড়িয়ে কাঁটা বেঁধাতে লাগল বুলডগদের মুখে।

ভোমরা, ভীমরুলেরা হুল ফোটাতে লাগল। গুরুগম্ভীর উইয়েরা ধীরেসুস্থে তাদের নাকে ঢুকে চোয়াতে লাগল বিষাক্ত রস।

কাঁচপোকা, গুবরে পোকারা কামড়াতে লাগল তাদের নাই।

কখনো এ কুকুরটা, কখনো ও কুকুরটার মাথায় বাঁকা নখে ছোঁ মারতে লাগল চিল।

প্রজাপতি আর মাছিরা মেঘের মতো তাদের চোখের সামনে ঘনিয়ে এসে আঁধার করে দিল।

কোলাব্যাঙেরা তৈরি রাখল বীরের মতো মরতে রাজি দুই ঘেসো সাপকে।

আর একটা বুলডগ উইয়ের বিষাক্ত রস উগরে ফেলার জন্যে মুখ হাঁ করতেই অন্ধ বুড়ো ঘেসো সাপ মাথা বাড়িয়ে দিলে তার গলার মধ্যে, ইস্ক্রুপের মতো পাকিয়ে পাকিয়ে ঢুকে গেল তার পাকস্থলীতে।

অন্য বুলডগটার বেলাতেও তাই হল: দ্বিতীয় অন্ধ বৃদ্ধ ঘেসো সাপ লাফিয়ে পড়ল তার মুখে।

হুল ফুটানো, আঁচড়ানো, থ্যাঁতলানো দুটো কুকুরই মরতে মরতে অসহায়ের মতো গড়াতে লাগল মাঠে।

মহানুভব আর্তেমন বিজয়ী হয়ে বেরুল যুদ্ধ থেকে।

এর মধ্যে কারাবাস বারাবাস তার বিশাল মুখ থেকে কাঁটা-খোঁচা মোচটা শেষ পর্যন্ত বার করতে পেরেছিল।

চাঁদিতে ঘা খাওয়ায় চোখ ফুলে উঠেছিল তার। টলছিল, তাহলেও ইতালীয় পাইন গাছ ফের চেপে ধরল সে। বাতাসে এলোমেলো হয়ে গেল তার দাড়ি।

গাছের একেবারে চুড়োয় বসে বুরাতিনো দেখতে পেল যে কারাবাস বারাবাসের বাতাসে উড়ে যাওয়া দাড়ির ডগা কান্ডে আটকে গেছে রজনের আঠায়।

গাছের ডালে ঝুলতে ঝুলতে ভেংচি কেটে বুরাতিনো চিঁচিঁ করল:

'কাকু, আমায় তুমি আর ধরতে পারবে না কাকু!..'

লাফিয়ে মাটিতে নেমে সে ঘুরপাক খেতে লাগল পাইন গাছটার চারপাশে। ছেলেটাকে ধরার জন্যে হাত বাড়াল কারাবাস বারাবাস, টলতে টলতে ছুটল তার পেছনে, গাছটা ঘিরে।

পাক দিল একবার, বাঁকা বাঁকা আঙুলগুলোয় এই বুঝি ধরে ফেলে ছেলেটাকে, পাক দিল দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বার...

দাড়ি ওর একেবারে জড়িয়ে গেল গাছে, রজনের আঠায়।

দাড়ি যখন পুরোপুরি জড়িয়ে গিয়ে তার নাক ঠেকল গাছের গুঁড়িতে,

বুরাতিনো তাকে লম্বা জিভ দেখিয়ে ছুটল মরাল সরোবরের দিকে, মালভিনা আর পিয়েরোর খোঁজে।

বিপর্যস্ত আর্তেমনও তার চতুর্থ পা-টা গুটিয়ে তিন পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটল তার পেছন পেছন।

মাঠে রইল কেবল দুই পুলিস কুকুর, জীবনের দাম যাদের কানা কড়িও নয়, আর পুতুলবিদ্যার ডক্টর, ইতালীয় পাইনে দাড়ি এঁটে-যাওয়া হতভম্ব কারাবাস বারাবাস।

## গুহায়

মালভিনা আর পিয়েরো বসে ছিল নলখাগড়ায় ঝোপের মধ্যে ভিজে ঘাসের চাপড়ার ওপর। মাথার ওপরে ডাঁশ মাছির পাখনা আর শুঁটকি মশায় ভরা মাকড়শার জাল। মালভিনা ভেঙে পড়ছে কান্নায়।

দূর থেকে ভেসে আসছিল আর্তনাদ, বোঝাই যাচ্ছে যে বড়ো কষ্টে জীবন দিতে হচ্ছে আর্তেমন আর বুরাতিনোকে।

'ভয় করছে, ভয় করছে!' বিড়বিড় করছিল মালভিনা, হতাশ হয়ে বারডক গাছের পাতায় ঢেকে রাখছিল তার ভেজা মুখখানা।

কবিতা শুনিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে চাইছিল পিয়েরো:

ঘাসের চাপড়ায় বসে রই,<br>ফুল ফুটে রয়েছে কতই, —<br>জাফরানি, দেখতে সুন্দর,<br>আহা কী সুগন্ধে ভরভর।

সারা গ্রীষ্ম বসে বব এই<br>ঘাসের চাপড়ার ওপরেই,<br>দু'জনে একলা বসে থাকি,<br>সবাই অবাক হবে নাকি...

মালভিনা তাতে পা দাপাল:

'আমার বিরক্তি ধরে গেল বাপু! আরেকটা বারডক পাতা ছেঁড়ো, দেখছ না এটা ভেজা, ছিঁড়ে গেছে।'

হঠাৎ দূরের গোলমাল আর কাতরানি থেমে গেল। হতাশায় দু'হাত জড়ো করে হতাশার ভঙ্গি করল মালভিনা:

'যাঃ মারা গেল আর্তেমন আর বুরাতিনো...'

মুখ গুঁজল চাপড়ার শ্যাওলার ওপর।

বোকার মতো পিয়েরো পা দাপাদাপি করতে লাগল তার কাছে। নলখাগড়ার ঝোপে অল্প অল্প শোঁ শোঁ করতে লাগল বাতাস।

শেষকালে পায়ের শব্দ শোনা গেল। খাগড়ার ঝাড় ফাঁক হয়ে গেল, দেখা দিল বুরাতিনো: তরতরে নাক, কান পর্যন্ত হাসি। তার পেছনে খোঁড়াচ্ছে আর্তেমন, আচড়ে ভরা গা, তার ওপর দুটো পোঁটলা।

'লড়তে আসে কিনা আমার সঙ্গে!' মালভিনা আর পিয়েরোর আনন্দের দিকে

ভ্রূক্ষেপ না করে বলল বুরাতিনো, 'কী করবে আমায় বেড়াল, কী করবে শেয়াল, কী করবে পুলিস কুকুর, খোদ কারাবাস বারাবাসই-বা কী করতে পারে — থুঃ! থুকি, চাপো আর্তেমনের পিঠে, খোকা, কুকুরের লেজ ধরে থাকো। চলো, যাওয়া যাক...'

বীরের মতো সে চাপড়ায় চাপড়ায় পা ফেলে, কনুই দিয়ে হোগলার ঝাড় সরিয়ে সায়র চক্কর দিয়ে গেল তার ওপারে...

যখন অপর পারে পৌঁছল, মহানুভব আর্তেমনের ততক্ষণে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, চার পায়েই খোঁড়াচ্ছে। এবার থামতে হয়, ব্যাণ্ডেজ করে দিতে হয় কুকুরকে। পাথুরে ঢিপির ওপর গজানো একটা পাইন গাছের বিশাল গুঁড়ির তলে দেখা গেল একটা গুহা। সেখানে রাখা হল পোঁটলা, আর্তেমনও ঢুকল সেখানে।

মহানুভব কুকুরটা প্রথমে তার প্রতিটি পা চাটল, তারপর তা এগিয়ে দিল মালভিনার দিকে। বুরাতিনো মালভিনার পুরনো ব্লাউজ ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজের কাপড় বানাল, পিয়েরো তা ধরে থাকল, আর পা ব্যাণ্ডেজ করে দিতে লাগল মালভিনা।

ব্যাণ্ডেজের পর থার্মোমিটার দেওয়া হল আর্তেমনকে, শান্তিতে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

বুরাতিনো বললে:

'পিয়েরো, সায়রে যাও, জল নিয়ে এসো।'

বাধ্যের মতো পিয়েরো তার দেহ টেনে তুলল, গুনগুন করে কবিতা আওড়ে, হোঁচট খেতে খেতে গেল, পথে হারাল কেটলির ঢাকনি, কোনোক্রমে নিয়ে এল খানিকটা জলের তলানি।

বুরাতিনো বললে:

'যাও মালভিনা, আগুন জ্বালাবার জন্যে কিছু কুটোকাঠি নিয়ে এসো।'

ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে মালভিনা চাইল বুরাতিনোর দিকে, কাঁধ ঝাঁকাল, নিয়ে এল শুকনো কয়েকটা কাঠখড়।

বুরাতিনো বললে:

'ভালোরকম মানুষ হওয়ার এই ঝামেলা...'

নিজেই সে জল আনল, নিজেই সে ডালপালা আর পাইনের মোচা জোগাড় করল, নিজেই সে গুহার মুখে ধুনি জ্বালাল আর এমন তা ফটফট করতে লাগল যে মস্তো পাইন গাছটার ডাল দুলতে থাকল। নিজেই সে কোকো বানাল।

'চটপট! খেতে বসো এবার...'

মালভিনা এতক্ষণ ঠোঁট বুঁজে চুপ করে ছিল। কিন্তু এবার সে বড়োদের মতো কড়া গলায় বললে:

'ভেবো না বুরাতিনো, কুকুরদের সঙ্গে তুমি লড়েছ, জিতেছ, কারাবাস বারাবাসের কবল থেকে আমাদের বাঁচিয়েছ, বীরের মতো চলেছ বলেই খাবার আগে হাত-মুখ ধোয়া আর দাঁত মাজা থেকে রেহাই পাবে, সেটি হচ্ছে না...'

অমনিই বসে পড়ল বুরাতিনো: 'ইয়ার্কি পেয়েছ!' যে খুকিটির চরিত্র একেবারে লোহার মতো, তার দিকে চোখ কটমট করল বুরাতিনো।

মালভিনা গুহা থেকে বেরিয়ে এসে হাততালি দিলে:

'প্রজাপতি, শুঁয়োপোকা, গুবরে পোকা, কোলাব্যাঙেরা...'

এক মিনিট যেতে না যেতেই উড়ে এল ফুলের রেণুমাখা বড়ো বড়ো সব প্রজাপতি। গুটি গুটি এল শুঁয়োপোকা আর গোমরামুখো গুবরে পোকারা। কোলাব্যাঙেরা এল পেট থপথপিয়ে...

পাখা মেলে প্রজাপতিরা বসল দেয়াল জুড়ে যাতে জায়গাটা সুন্দর দেখায়, মাটি ঝরে না পড়ে খাবারে।

গুহার সমস্ত ময়লা জড়ো করে বাইরে ফেলে দিল গুবরে পোকারা।

মুটকো শাদা শুঁয়োপোকা উঠল বুরাতিনোর মাথায়, তার নাকের ডগা থেকে ঝুলে কিছু লেই বার করে দিল তার দাঁতে। চাও বা না চাও, মাজতেই হল দাঁত।

আরেকটা শুঁয়োপোকা দাঁত মাজল পিয়েরোর।

এল লোমশ শুয়োরছানার মতো দেখতে, ঘুমে-ঢুলুঢুলু খটাশ। বাদামি শুঁয়োপোকাগুলি টিপে টিপে বাদামি রস বার করে তা মাখিয়ে লেজ দিয়ে বুরুশ করে দিলে তিনজোড়া জুতোই — মালভিনা, পিয়েরো আর বুরাতিনোর।

বুরুশ করে হাই তুলে চলে গেল ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে।

উড়ে এল ঝটপটে রঙচঙে হুপু পাখি, কোনো কিছুতে অবাক হলে সর্বদাই খাড়া হয়ে ওঠে তার লাল ঝুঁটি।

'কার চুল আঁচড়াতে হবে?'

'আমার,' বললে মালভিনা, 'আঁচড়ে ঢেউ খেলিয়ে দাও। এলোমেলো হয়ে গেছে...'

'কিন্তু আয়না কোথায়? এই ভাই...'

কোলাব্যাঙেরা বললে, 'আমরা এনে দেব...'

দশটা ব্যাঙ পেট থপথপ করে চলে গেল সায়রে। আয়নার বদলে তারা আনল

আয়নার মতো চকচকে কার্প মাছ, এতই পুরুষ্টু আর ঘুম-কাতর যে পাখনা ধরে কোথায় তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাতে কিছুই তার এসে যায় না। মালভিনার দিকে লেজ রেখে শুইয়ে দেওয়া হল মাছটাকে। খাবি খেয়ে যাতে না মরে তার জন্যে জল দেওয়া হতে থাকল তার মুখে।

ছলবলে হুপু পাখি চুল আঁচড়াল, ঢেউ খেলাল। দেয়াল থেকে সাবধানে একটা প্রজাপতি নিয়ে পাউডার মাখাল খুকুর নাকে।

'বাস্! হয়ে গেল ভাই...'

তারপর ফর্র্র্ করে রংচঙা ঠোঁট নিয়ে উড়ে গেল হুপু পাখি।

ব্যাঙেরা কার্প মাছটাকে ফেরত নিয়ে গেল সায়রে। চাক, না চাক হাত ধুল বুরাতিনো আর পিয়েরো, এমনকি ঘাড়-গলাও ধুল। খেতে বসার অনুমতি দিল মালভিনা।

খাওয়ার পর হাঁটু থেকে রুটির গুঁড়ো ঝেড়ে ফেলে সে বললে:

'বুরাতিনো, বন্ধু আমার, গতবার শ্রুতিলিখনে আমরা থেমেছিলাম। পড়া চালিয়ে যাওয়া যাক...'

বুরাতিনোর ইচ্ছে হয়েছিল গুহা থেকে ল্যাফিয়ে বেরয় যেদিকে দু'চোখ যায়। কিন্তু অসহায় বন্ধুদের আর জখম কুকুরটাকে ফেলে দেওয়া তো চলে না। তাই গাঁইগুঁই করল:

'লেখাপড়ার জিনিসপত্র কিছু যে আনা হয় নি...'

'বাজে কথা, এনেছি,' গঙিয়ে উঠল আর্তেমন। গেল একটা পোঁটলার কাছে, দাঁত দিয়ে তা খুলে বার করল কালির শিশি, পেন্সিলের বাক্স, খাতা, এমনকি ছোটো একটা গোলকও।

'অমন খিঁচিয়ে নিবের অত কাছে কলম ধরে না, আঙুলে কালি লাগবে,' বলল মালভিনা। সুন্দর নয়নদুটি তুলল সিলিঙে প্রজাপতিদের দিকে, এবং...

ঠিক এই সময়েই শোনা গেল ডালপালার মড়মড়, হেঁড়ে গলা, — গুহার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল রোগ সারাবার জোঁক যে বেচে সেই দুরেমার আর পা ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে কারাবাস বারাবাস।

লালচে দলা পাকিয়ে উঠেছে পুতুল থিয়েটারের ডিরেক্টরের কপাল, নাক ফোলা, দাড়ি একেবারে ছত্রখান, রজনের আঠা মাখা।

কোঁথাতে কোঁথাতে থুতু ফেলতে ফেলতে সে বলছিল:

'বেশি দূর যেতে পারে না। আছে এই বনের মধ্যেই কোথাও।'

## যাই ঘটুক, কারাবাস বারাবাসের কাছ থেকে জানতেই হবে সোনার চাবির রহস্য

কারাবাস বারাবাস আর দুরেমার ধীরে ধীরে চলে গেল গুহার পাশ দিয়ে।

মাঠে লড়াইয়ের সময় জোঁক বেসাতী ভয়ে লুকিয়ে ছিল ঝোপের মধ্যে। সব শেষ হয়ে যাবার পরও সে অপেক্ষা করে থেকেছে কখন আর্তেমন আর বুরাতিনো আড়ালে পড়ে ঘাসের মধ্যে। কেবল তখনই সে বহু কষ্টে ইতালীয় পাইন গাছ থেকে দাড়ি খসায় কারাবাস বারাবাসের।

দুরেমার বলেছিল, 'বেশ আপনাকে পেঁদিয়েছে ছেলেটা। আপনার রগে দু'ডজন সেরা জোঁক বসাতে হয় দেখছি...'

কারাবাস বারাবাস গাঁকগাঁক করে উঠেছিল:

'নিকুচি করি তোমার জোঁকের! আগে চটপট ধরো ওই হতচ্ছাড়াদের!'

পলাতকদের পিছু নিল কারাবাস বারাবাস আর দুরেমার। হাত দিয়ে ঘাস সরাতে লাগল তারা, প্রতিটি ঝোপ খুঁজল, হাতড়ে দেখল প্রত্যেকটা চাপড়া।

বুড়ো পাইন গাছের গুঁড়ির কাছে আগুনের ধোঁয়া উঠতে দেখেছিল তারা, কিন্তু এ গুহায় যে কাঠের মানুষেরা লুকিয়ে আছে, তারাই ধুনি জেবলেছে, এমন কথা তাদের মাথাতেই ঢোকে নি।

'পেন্সিল-বাড়া ছুরি দিয়ে এই হতচ্ছাড়া বুরাতিনোটাকে আমি কুচি কুচি করব!' গজগজ করল কারাবাস বারাবাস।

পলাতকরা লুকিয়ে রইল গুহায়।

কী করা যায় এখন? পালাবে? কিন্তু সারা গায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা আর্তেমন অঘোরে ঘুমচ্ছে। জখম সেরে ওঠার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমতে হবে তাকে।

মহানুভব কুকুরকে কি একলা গুহায় ফেলে রেখে যাওয়া যায়?

না, তা চলে না, বাঁচতে হয় সবাই মিলে বাঁচবে, মরতে হলেও সবাই মিলে...

গুহার একেবারে গভীরে বুরাতিনো, পিয়েরো আর মালভিনা নাকে নাক ঠেকিয়ে পরামর্শ করল অনেকখন ধরে। ঠিক হল: সকাল অবধি অপেক্ষা করবে, গুহার মুখ ডালপালা দিয়ে ঢেকে রাখবে, আর আর্তেমন যাতে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে, তার জন্যে তাকে পুষ্টিকর ডুশ দেওয়া হবে। বুরাতিনো বললে:

'তাহলেও যাই হোক, কারাবাস বারাবাসের কাছে আমি জানতে চাই কোথায়

সেই পুরী, সোনার চাবি দিয়ে যা খুলতে হবে। পুরীতে নিশ্চয় অপূর্ব, আশ্চর্য কিছু একটা আছে যাতে আমাদের সৌভাগ্য খুলে যাবে।'

'তোমায় ছাড়া একলা থাকতে ভয় হচ্ছে, ভয় পাচ্ছি...' বললে মালভিনা।

'কেন, পিয়েরো থাকছে না?'

'আহ্, ও শুধু কবিতা নিয়ে আছে...'

'সিংহের মতো আমি মালভিনাকে রক্ষা করব,' ঘড়ঘড়ে গলায় বললে পিয়েরো, হিংস্র জন্তুরা যেরকম গলায় কথা বলে, 'আমায় এখনো তোমরা চেনো নি...'

'সাবাস পিয়েরো, এই তো কথা!'

বুরাতিনো ছুটে বেরুল কারাবাস বারাবাস আর দুরেমারের পেছু ধরতে।

শিগগিরই ওদের দেখতে পেল সে। পুতুল থিয়েটারের ডিরেক্টার বসে আছে ছোটো একটা নদীর পাড়ে, দুরেমার তার কপালের ফোলায় সরেল পাতার কম্প্রেস লাগিয়েছে, দূর থেকেই শোনা যাচ্ছে কারাবাস বারাবাসের খালি পেট থেকে প্রচণ্ড গড়গড় আর রোগ সারানো জোঁকের ব্যাপারীর পেট থেকে একঘেয়ে কিঁচকিঁচ শব্দ।

'সিনোর, পেটে কিছু পড়া দরকার,' বললে দুরেমার, 'হতচ্ছাড়াদের খোঁজাখুঁজি, সে গড়াতে পারে গভীর রাত পর্যন্ত।'

'গোটা একটা শুয়োর ছানা আর গোটা দুই হাঁস খেলে হত,' গোমড়া মুখে বললে কারাবাস বারাবাস।

'তিন চুনোমাছ' সরাইখানায় গেল দুই বন্ধু, ঢিপির ওপর তার সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু কারাবাস বারাবাস আর দুরেমারের আগেই ঘাসের মধ্যে গুঁড়ি মেরে ওদের চোখ এড়িয়ে সেখানে পেঁছিল বুরাতিনো।

সরাইখানার দরজার দিকে বুরাতিনো চুপি চুপি গেল বড়ো মোরগটার কাছে, কোনো একটা দানা বা পাখির নাড়িভুড়ির কুচো পেয়ে সে সগর্বে তার লাল ঝুঁটি নেড়ে, পায়ের নখ খড়খড়িয়ে মুরগিদের খেতে ডাকছিল:

'কোঁকর-কোঁ!'

বাদাম পিঠের একটুখানি ভেঙে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল বুরাতিনো:

'খান সিনোর সেনাপতি।'

কাঠের ছেলেটার দিকে কড়া চোখে চাইল মোরগ, তবে তার হাতের পিঠেটায় ঠোকর না দিয়ে পারল না।

'কোঁকর-কোঁ!..'

'সিনোর সেনাপতি, সরাইখানায় আমায় ঢুকতে হবে, কিন্তু এমনভাবে যাতে মালিক আমায় দেখতে না পায়। আমি আপনার অপূর্ব রংচঙে লেজের নিচে লুকিয়ে থাকব, আপনি আমায় নিয়ে যাবেন একেবারে চুল্লির কাছে। কেমন?'

'কোঁ-কোঁ!' আরো গর্ব করে ডাক ছাড়ল মোরগ।

কিছুই সে বোঝে নি, কিন্তু কিছুই যে বোঝে নি, সেটা চাপা দেবার জন্যে, গুরুগম্ভীর চালে গেল সরাইখানার দরজায়। বুরাতিনো তার পাখা আঁকড়ে ধরে লেজের নিচে লুকিয়ে পা টিপে টিপে পেঁাছল রান্নাঘরে, একেবারে চুল্লির কাছে, সরাইখানার টেকো কর্তা যেখানে আগুনের ওপর শিক আর প্যান নিয়ে শশব্যস্ত।

'ভাগ এখান থেকে, শুয়োর বুড়ো মাংস,' এই বলে মোরগকে সে এমন লাথি মারল যে আর্তনাদ করে কোঁ-কোঁ ডাক ছেড়ে সে একেবারে গিয়ে পড়ল ভয়-পাওয়া মুরগিগুলোর মধ্যে।

বুরাতিনো ঝট করে কর্তার পায়ের কাছ থেকে সরে গিয়ে বসে পড়ল মাটির একটা কলসীর পেছনে।

এই সময় শোনা গেল কারাবাস বারাবাস আর দুরে-মারের গলা।

মাথা নুইয়ে সেলাম করে কর্তা গেল তাদের কাছে।

বুরাতিনো মাটির কলসীর ভেতরে ঢুকে লুকিয়ে রইল সেখানে।

## জানা গেল সোনার চাবির রহস্য

কারাবাস বারাবাস আর দুরেমার শুয়োর-ছানার রোস্ট দিয়ে জলযোগ সারল। কর্তা মদ ঢেলে দিল তাদের গেলাশে।

শুয়োরের ঠ্যাং চুষতে চুষতে কারাবাস বারাবাস তাকে বললে:

'মদ তোর একদম বাজে। ওই কলসীটা থেকে ঢাল!' হাড়টা দিয়ে সে দেখাল কলসীটা যার ভেতর বসে ছিল বুরাতিনো।

'ও কলসীটায় সিনোর কিছু নেই,' কর্তা বললে।

'বাজে কথা, দেখা দেখি।'

কর্তা তখন কলসীটা এনে উপুড় করে ধরল। বুরাতিনো প্রাণপণে কনুই দিয়ে এ'টে রইল কলসীর গায়ে যাতে পড়ে না যায়।

'কী যেন কুচকুচ করছে ওখানে,' ফোঁস ফোঁস করল কারাবাস বারাবাস।

'কী যেন ধবধব করছে,' ধুয়া ধরল দুরেমার।

'সিনোররা, আমার জিভে ফোড়া হবে, কোমরে বাত ধরবে যদি মিছে বলি। কলসী শূন্য!'

'তাহলে টেবিলের ওপর ওটা রাখ, হাড়গুলো ফেলব ওতে।'

বুরাতিনো যে কলসীটায় ছিল সেটা রাখা হল পুতুল থিয়েটারের ডিরেক্টার আর ব্যামো সারানো জোঁকের ব্যাপারীর মাঝখানে। বুরাতিনোর মাথার ওপরে পড়তে থাকল চাঁছাছোলা হাড় আর চটা।

কারাবাস বারাবাস বেশ মদ টেনে চুল্লির ওপর ধরল তার দাড়ি, যাতে আঠালো রজন গলে ঝরে যায়।

বড়াই করতে থাকল, 'এক হাতের তালুতে বসাব বুরাতিনোকে, অন্য হাত দিয়ে এমন চাপড় মারব যে বুরাতিনো একেবারে চিড়ে চ্যাপটা।'

'হতচ্ছাড়াটার তাই সাজে,' ধুয়া ধরল দুরেমার, 'তবে আগে ভালোরকম জোঁক লাগানো দরকার যাতে সব রক্ত শুষে নেয়...'

'উ'হু!' টেবিলে ঘুষি মারল কারাবাস বারাবাস, 'আগে আমি ওর কাছ থেকে কেড়ে নেব সোনার চাবিটা।'

কথাবার্তায় বাধা দিলে সরাইয়ের মালিক। কাঠের মানুষদের পালাবার খবর তার আগেই জানা ছিল।

'সিনোর, খোঁজাখুঁজি করে কেন মিছে হয়রান হবেন। চটপটে দুটো ছোকরাকে আমি এক্ষুনি পাঠাচ্ছি, আপনারা বসে মদ টানতে টানতেই ওরা সারা বন তল্লাশ করে বুরাতিনোকে ধরে নিয়ে আসবে এখানে।'

'বেশ, পাঠাও ওদের,' এই বলে কারাবাস বারাবাস তার বিশাল সোলদুটো তুলে দিলে আগুনের ওপর, আর বেশ নেশা হয়েছিল কিনা, তাই গলা ফাটিয়ে গান ধরল:

লোকরা আমার কী অদ্ভুত,
গণ্ডমূর্খ কাঠের পুতু।
আমিই পুতুলদের মালিক,
বুঝলে তো এই লোকটা কে ঠিক...
প্রচণ্ড সে কারাবাস,
ধন্য ধন্য বারাবাস...
সামনে আমার পুতুলগুলো
চাটতে রাজি পায়ের ধুলো।
হোক না বদন চাঁদের পানা —
আমার আছে চাবুকখানা,
রশি তাতে সাত-সাতটা,
রশি তাতে সাত-সাতটা।
চাবুকখানা নাড়া মাত্র
পুতুলরা সব প্রিয়পাত্র,
গান ধরবে জোরে জোরে
টাকা-পয়সায় তুলবে ভরে
মস্তো আমার পকেটটা,
মস্তো আমার পকেটটা...

বুরাতিনো তখন কলসীর একেবারে তল থেকে গাঁগাঁ করে উঠল:

'গোপন কথাটা বল্ হতভাগা, গোপন কথাটা বল্!..'

ব্যাপারটা এতই আচমকা যে সশব্দে ঠক করে উঠল কারাবাস বারাবাসের চোয়াল, চোখ পাকাল সে দুরেমারের দিকে।

'তুই বললি?'

'না, না, আমি নই...'

'কে তাহলে গোপন কথাটা ফাঁস করতে বলল আমায়?'

ভূতপ্রেতে দুরেমারের বড়ো বিশ্বাস; তার ওপর সেও বেশ টেনেছিল। মুখ তার নীল হয়ে গিয়ে একেবারে কুঁচকে উঠল ভয়ে।

তার দিকে তাকিয়ে দাঁত কড়মড় করল কারাবাস বারাবাস।

'বল্ গোপন কথাটা,' ফের কলসীর তল থেকে উঠল রহস্যময় গর্জন, 'নইলে এ চেয়ার থেকে তোকে আর উঠতে হচ্ছে না হতভাগা!'

লাফিয়ে উঠতে গেল কারাবাস বারাবাস, কিন্তু পাছাটাও তুলতে পারল না।

'কী-কী-কী-ক-ক-কথা?' জিগ্যেস করল সে তোতলাতে তোতলাতে।

হাঁড়ির আওয়াজ বললে:

'টরটিলা কাছিমের রহস্য।'

আতঙ্কে দুরেমার ধীরে ধীরে সেঁধল টেবিলের তলে। কারাবাস বারাবাসের চোয়াল ঝুলে পড়ল।

'দরজাটা কোথায়? দরজাটা কোথায়?' গোঁ গোঁ করে উঠল কণ্ঠস্বর, যেন হেমন্তের রাতে চিমনি থেকে ওঠা বাতাসের শব্দ...

'বলছি, বলছি, চুপ কর! চুপ কর!' ফিসফিস করল কারাবাস বারাবাস, 'দরজাটা বুড়ো কার্লোর খুপরিতে, চুল্লি আঁকা ছবির পেছনে...'

এ কথা বলতে না বলতেই আঙিনা থেকে ঘরে ঢুকল মালিক।

'এই যে সিনোর, ওস্তাদ ছোকরা দু'জন, টাকা পেলে ওরা খোদ শয়তানকেও ধরে এনে দেবে...'

চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল আলিসা শেয়াল আর বাজিলিও বেড়াল, তাদের দেখিয়ে দিল সে। সসম্মানে শেয়াল পুরনো টুপিটা খুলল:

'সিনোর কারাবাস বারাবাস আমাদের, এই কাঙালদের দেবেন দশ মোহর, আমরাও আপনার হাতে তুলে দেব পাজির পা-ঝাড়া বুরাতিনোকে, এখান থেকে এক পা-ও না নড়েই।'

দাড়ির নিচে ওয়েস্ট কোটের পকেট হাতড়াল কারাবাস বারাবাস, বার করল দশটি মোহর।

'এই নাও টাকা, কোথায় বুরাতিনো?'

মোহরগুলো কয়েকবার গুণে দেখল শেয়াল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে অর্ধেক টাকা দিলে বেড়ালকে, তারপর পা তুলে দেখাল:

'ও এই কলসীতে সিনোর, আপনার নাকের ডগায়...'

খ্যাপার মতো কলসীটা ধরে পাথুরে মেঝের ওপর সেটা আছড়ে ফেলল কারাবাস বারাবাস। কলসীর খোলামকুচি আর চেঁছে-খাওয়া হাড়ের স্তূপের মধ্যে থেকে লাফিয়ে বেরল বুরাতিনো, আর সবাই যতক্ষণ হাঁ হয়ে দেখছে, ততক্ষণে সে তীরবেগে সরাই থেকে বেরিয়ে পড়ল আঙিনায়, সোজা একেবারে মোরগটার কাছে। মোরগটা তখন কখনো এ-চোখ, কখনো ও-চোখ দিয়ে সগর্বে দেখছিল একটা গলা-পচা পোকাকে।

'তুই-ই আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিস, কাটলেটের ধাড়ি মাংসের কিমা কোথাকার!' হিংস্রের মতো নাক উঁচিয়ে বলল বুরাতিনো, 'নে এবার, যত দম আছে ছোট...'

প্রাণপণে মোরগের সেনাপতি-মার্কা পুচ্ছ আঁকড়ে ধরল বুরাতিনো, মোরগও

কিছুই না বুঝেই পাখা ছড়িয়ে ছুটতে লাগল তার লম্বা ঠ্যাঙে। ঝড়ের মতো বুরাতিনো তার লেজ ধরে চলে গেল পাহাড়, পথ, মাঠ পেরিয়ে একেবারে বনে।

শেষ পর্যন্ত টনক নড়ল কারাবাস বারাবাস, দুরেমার আর সরাই-কর্তার, ছুটে বেরুল তারা বুরাতিনোর পেছু নিতে। কিন্তু যতই না এদিক ওদিক তাকাক, কোথাও দেখা গেল না তাকে। শুধু চোখে পড়ল দূরে মাঠের মধ্যে একেবারে বেদম হয়ে ছুটছে মোরগটা। কিন্তু সবাই জানত যে ওটার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই, তাই সেদিকে মন দিলে না কেউ।

## বুরাতিনোর জীবনে প্রথম হতাশা, তবে শেষটা মন্দ নয়

বোকা মোরগটা নেতিয়ে পড়ছিল, ছুটতে আর পারে না, হাঁ হয়ে আছে ঠোঁট। শেষ পর্যন্ত তার উলঢুল লেজটা ছেড়ে দিলে বুরাতিনো।

'যা সেনাপতি তোর মুরগিদের কাছে...'

একলাই চলল সেদিকে, গাছপালার ফাঁক দিয়ে যেখানে ঝিক ঝিক করছিল মরাল সায়র।

পাথুরে ঢালুর ওপর এইতো সেই পাইন গাছটা, এই তো গুহা, চারপাশে ছড়িয়ে আছে ভাঙা ডালপালা। চাকার দাগ পড়েছে চটকানো ঘাসের বুকে।

হতাশায় বুক ঢিপঢিপ করে উঠল বুরাতিনোর। পাড় থেকে নামল সে, উঁকি দিল গিঁঠ-গিঁঠ শিকড়ের তল দিয়ে।

গুহা শূন্য!!!

মালভিনা নেই, পিয়েরো নেই, আর্তেমনও নেই। বন্ধুদের হরণ করেছে কেউ! মারা গেছে ওরা! উপুড় হয়ে পড়ল সে, নাক বিঁধল মাটিতে।

মাথার কাছে তার ফুলে উঠল ঝুরঝুরে মাটির একটা দলা, তা থেকে বেরিয়ে এল মখমলি একটা ছুঁচো, থাবাগুলো তার গোলাপি। কিঁচ কিঁচ করে তিনবার হেঁচে সে বললে:

'আমি কানা, কিন্তু শুনতে পাই চমৎকার। এখানে এসেছিল ভেড়ায় টানা একটা গাড়ি। তাতে ছিল হবু-গবুর রাজ্যের লাট মর্শা শেয়াল লিস আর গোয়েন্দারা। লাট হুকুম দেয়:

‘‘ধরো এই হতচ্ছাড়াদের, আমার সেরা পুলিসদের এরা পিটিয়েছে তাদের ডিউটিতে থাকার সময়। ধরো ওদের!’

‘গোয়েন্দারা বললে:

‘‘হুঁপ্!’

‘ঢুকল তারা গুহায়, তোলপাড় শুরু হল। তোমার বন্ধুদের তারা বাঁধে, পোঁটলাপুঁটলি সমেত গাড়িতে চাপিয়ে চলে যায়।’

মাটিতে নাক গুঁজে পড়ে থেকে কী লাভ! বুরাতিনো লাফিয়ে উঠে ছুটল চাকার দাগ ধরে। সায়র ঘুরে পেঁাছল ঘন ঘাসে ভরা মাঠে।

তারপর চলেছে তো চলেছেই। কী করবে কিছু সে ভেবে ওঠে নি। জানে শুধু এইটুকুই যে বন্ধুদের বাঁচাতে হবে।

গেল সে খাদ পর্যন্ত, পরশু রাতে যেখান থেকে সে পড়ে গিয়েছিল বারডক ঝোঁপে। নিচে দেখা গেল সেই নোংরা পুকুরটা টরটিলা কাছিম যেখানে থাকে। পথ দিয়ে পুকুরের দিকে চলেছে গাড়িটা, সেটা টানছে দুটো হাড্ডিসার ভেড়া, গায়ের লোম ছেঁড়াখোড়া।

কোচ বাক্সে বসে আছে গালফুলো মুটকো বেড়াল, চোখে সোনার চশমা, — লাটের গোপন কানভাঙানি দেওয়া তার কাজ। পেছনে গুরুগম্ভীর লাট, মর্দা শেয়াল — লিস। পোঁটলাগুলোর ওপর পড়ে আছে মালভিনা, পিয়েরো আর সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা আর্তেমন; সর্বদা পরিপাটি করে আঁচড়ানো তার লেজ ধুলোয় লুটচ্ছে।

গাড়ির পেছনে দুই গোয়েন্দা — ড্যাণ্ডি ডিনমাউণ্ট কুকুর।

হঠাৎ গোয়েন্দারা তাদের সারমেয় বদন তুলতেই খাদের ওপরে দেখতে পেল বুরাতিনোর শাদা টুপি।

প্রচণ্ড লাফাতে লাফাতে কুকুরদুটো উঠতে লাগল পাহাড়ের গা বেয়ে। কিন্তু তারা ওপরে পেঁাছবার আগেই — কোথাও লুকিয়ে পড়ার, পালাবার জায়গা তো ছিল না — মাথার ওপর হাত উঁচু করে একেবারে সবচেয়ে উঁচু পাড় থেকে বুরাতিনো ডাইভ দিল সবুজ পানা-ঢাকা নোংরা পুকুরটায়।

বাতাসে একটা বাঁকা রেখা টেনে নিশ্চয়ই সে গিয়ে পড়ত টরটিলা মাসির পাহারায়-থাকা পুকুরটায়, যদি অবশ্য না থাকত হাওয়ার প্রচণ্ড ঝাপটা।

কাঠে বানানো হালকা বুরাতিনোকে তা লুফে দিয়ে ইস্ক্রুপের দুনো পাক মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। আর পড়বি তো পড়, গাড়িতে একেবারে লিস লাটের মাথায়।

সোনার চশমা পরা মুটকো বেড়াল এমন চমকাল যে গড়িয়ে পড়ল কোচ থেকে, আর যেমন বদমাইশ তেমনি ভীতু ছিল কিনা, তাই ভান করল যেন মূর্ছা গেছে।

লাট লিসও ছিল কাপুরুষের অধম, সেও চিল্লিয়ে লাফিয়ে পড়ল পাহাড়ের গা বেয়ে ভেগে পড়ার জন্যে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একটা খটাসের গর্ত দেখতে পেয়ে ঢুকে পড়ল তাতে। সেখানেও তার খুব সুবিধে হল না। এমন অনাহূত অতিথিদের সঙ্গে ছেড়ে কথা কয় না খটাসেরা।

খচমচ করে উঠল ভেড়ারা, গাড়ি উলটে পড়ল, মালভিনা পিয়েরো আর আর্তেমন পুঁটলি সমেত গড়িয়ে গেল বারডক ঝাড়ে।

ড্যান্ডি ডিনমাউন্টদুটো লম্বা লম্বা লাফ দিতে দিতে ছুটে এল নিচে।

উলটে পড়া গাড়ির কাছে লাফিয়ে এসে তারা দেখতে পেল মুটকো বেড়াল মূর্ছা গেছে। বারডক ঝাড়েও দেখা গেল পড়ে আছে কাঠের মানুষেরা আর ব্যান্ডেজ বাঁধা পুড্‌ল কুকুরটা।

কিন্তু লাট লিসকে দেখা গেল না কোথাও।

উধাও হয়েছে সে, চোখের মণির মতো যাকে রক্ষা করার কথা গোয়েন্দাদের, সে যেন তলিয়ে গেছে মাটির মধ্যে।

প্রথম গোয়েন্দা মুখ তুলে হতাশায় কুকুরে আর্তনাদ করল।

দ্বিতীয় গোয়েন্দাও করল তাই:

'ভেউ-উ-উ-উ-উ!..'

বুরাতিনো আস্তে আস্তে টিপেটুপে দেখল নিজের দেহটা — হাত পা সব অক্ষতই আছে। বারডক ঝাড়ে গিয়ে মালভিনা আর পিয়েরোকে খসাল ডালপালা থেকে।

কোনো কথা না বলে মালভিনা বুরাতিনোর গলা জড়িয়ে ধরল, কিন্তু চুমু খেতে পারল না — বাধা দিল ওর লম্বা নাকটা।

পিয়েরোর কনুইয়ের কাছে হাতা ছেঁড়া, গাল থেকে ঝরে পড়েছে সমস্ত শাদা
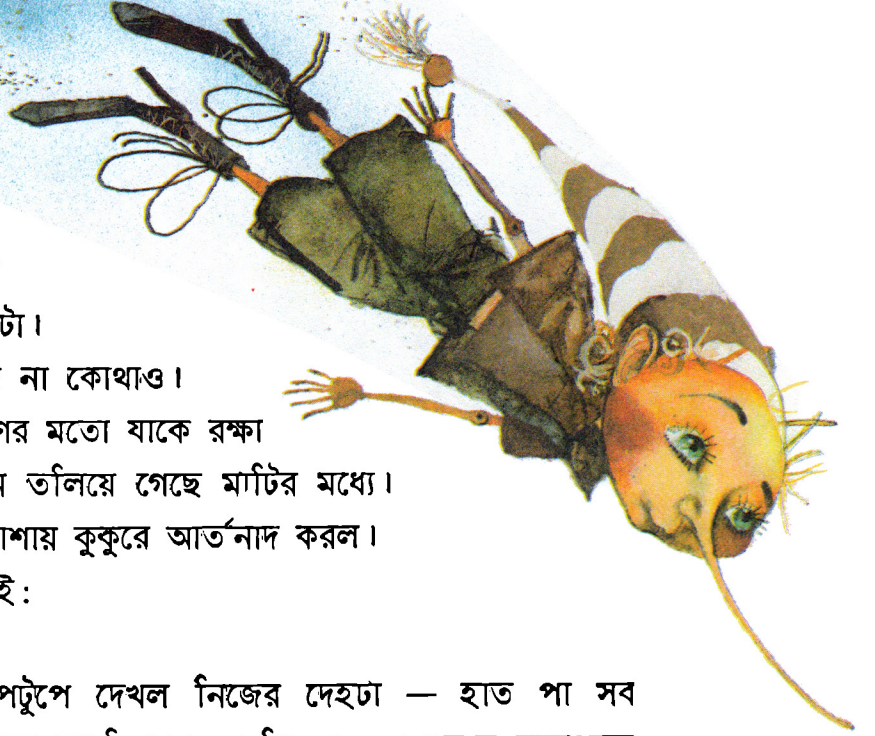
পাউডার আর দেখা গেল যে কবিতা সে যতই ভালোবাসুক, গালদুটো তার সাধারণ লোকের মতোই, লালচে।

হেঁড়ে গলায় বললে, 'বেদম লড়েছি আমি। লেঙ্গি না মারলে কিছুতেই আমায় ধরতে পারত না।'

মালভিনা সায় দিল তাতে:

'ও লড়েছে একেবারে সিংহের মতো।'

পিয়েরোর গলা জড়িয়ে ধরে সে চুমু খেল তার গালে।

'নাও, হয়েছে, হয়েছে, সোহাগ রাখো,' বিড়বিড় করল বুরাতিনো, 'পালাতে হবে। আর্তেমনকে টেনে নিয়ে যাব লেজ ধরে।'

তিনজনেই তারা চেপে ধরল বেচারা কুকুরের লেজ, টেনে তুলতে লাগল পাড়ের গা বেয়ে।

'ছেড়ে দাও, আমি নিজেই যাব, এতে ভারি অপমান হচ্ছে আমার,' কাতরে উঠল ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা পুড্‌ল।

'না, না, এখনো তুমি বড়োই দুবলা।'

কিন্তু ঢালু বেয়ে আধাআধি পর্যন্ত উঠতে না উঠতেই ওপরে দেখা দিল কারাবাস বারাবাস আর দুরেমার। আলিসা শেয়াল ঠ্যাং তুলে দেখাল পলাতকদের, বাজিলিও বেড়াল তার মোচ খোঁচা খোঁচা করে জঘন্যরকম ম্যাঁওম্যাঁও করল।

'হাঃ-হাঃ, দিব্যি হয়েছে!' অট্ট হাসল কারাবাস বারাবাস, 'সোনার চাবি নিজেই আমার হাতে এসে পড়ছে!'

নতুন এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে কী করা যায় চটপট ভাবার চেষ্টা করল বুরাতিনো। পিয়েরো মালভিনাকে টেনে নিল নিজের কাছে: ঠিক করলে জীবন দেবে বেশ চড়া দামেই, কেননা এবারে পরিত্রাণের কোনো আশাই নেই।

দুরেমার হিহি করে হাসতে লাগল ওপরে।

'জখম পুড্‌ল কুকুরটা আপনি আমায় দিন সিনোর কারাবাস বারাবাস, আমি ওকে জোঁকের পুকুরে ফেলে দেব, জোঁকরা ওকে চুষে একটু পুষ্টু হোক।'

মোটাসোটা কারাবাস বারাবাসের আলিস্যি লাগছিল নিচে নামতে, লেংচার মতো মোটা আঙুল নেড়ে ইশারা করলে:

'আয়, আয় বাছারা আমার কাছে...'

'কেউ এক পা নড়বে না!' হুকুম দিলে বুরাতিনো, 'মরতে হয় ফুর্তি করে মরব! পিয়েরো, সবচেয়ে খোঁচা দেওয়া তোমার একটা কবিতা আওড়াও তো।

মালভিনা, খিলখিল করে হেসে চলো...'

মালভিনার কিছু কিছু খুঁত আছে বটে, তাহলেও সে ভালো কমরেড। চোখের জল মুছে সে এমন হাসতে থাকল যাতে ওপরে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের পিত্তি জ্বলে যায়।

তক্ষুনি একটা কবিতা বানিয়ে পিয়েরো হুল ফুটিয়ে চিৎকার করতে লাগল:

আলিসা হায় দেখে তোকে —
জল আসছে লাঠির চোখে।
বেড়ালের নেই চালাচুলো —
জঘন্য চোর, বেটা হুলো।

দুরেমারের মুখ চুপসি, —
একেবারে যেন আমসি।
কারাবাস, তুই বারাবাস,
এবার তোর ভুঁড়ি ফাঁস...

বুরাতিনো ওদিকে ভেংচি কেটে ওদের খেপাতে লাগল:

'আরে তুই পুতুল যাত্রার অধিকারী, বিয়ারের ধাড়ি পিপে-টি, চর্বির বস্তা, হাঁদার হদ্দ, নেমে আয়, নেমে আয় আমাদের কাছে, ছেঁড়াখোঁড়া দাড়িতে তোর থুতু ফেলব আমি!'

জবাবে ভয়ংকর হুংকার ছাড়ল কারাবাস বারাবাস, দুরেমার তার কাঠি-কাঠি হাত তুলল আকাশে।

আলিসা শেয়াল বাঁকা হাসল:

'আজ্ঞা করুন, এই বেহায়াটার গলা মুচড়ে দিয়ে আসি?'

আর এক মিনিটের মধ্যেই সব খতম হয়ে যায় আর-কি... হঠাৎ শোঁ শোঁ করে উড়ে এল মার্টিন পাখিরা:

'এইখানে, এইখানে আছে, এইখানে!...'

কারাবাস বারাবাসের মাথার ওপর উড়ে প্রচণ্ড বকবকানি লাগাল ছাতার পাখি:

'শিগগির, শিগগির, জলদি!..'

আর পাড়ের ওপর দেখা দিল বুড়ো কার্লোবাবা। আস্তিন গুটানো, হাতে গিঁঠ-গিঁঠ একটা লাঠি, ভুরু কোঁচকানো...

কাঁধ দিয়ে সে ধাক্কা দিল কারাবাস বারাবাসকে, কনুই দিয়ে দুরেমারকে, লাঠি বসাল আলিসা শেয়ালের পিঠে, বুট দিয়ে লাথি মেরে দূরে ছুঁড়ে দিলে বাজিলিও বেড়ালকে...

তারপর মাথা নিচু করে খাদের ঢালে দেখতে পেল কাঠের মানুষগুলোকে, আনন্দে বলে উঠল:

'বাছা আমার বুরাতিনো, দুষ্টুটা, বেঁচে বর্তে আছিস তাহলে, — আয়, আয়রে আমার কাছে!'

## কার্লোবাবা, মালভিনা, পিয়েরো আর আর্তেমনের সঙ্গে বাড়ি এল বুরাতিনো

হঠাৎ কার্লোর আবির্ভাব, তার লাঠিটা আর কোঁচকানো ভুরু দেখে আতঙ্ক হল পাজিগুলোর।

ঘন ঘাসপালার মধ্যে ঢুকে গিয়ে ভোঁ দৌড় দিল আলিসা, মাঝে মাঝে কেবল লাঠির ঘায়ের ব্যথায় কাঁপুনির জন্যে থামছিল।

বাজিলিও বেড়াল উড়ে গেল দশ পা দূরে, সাইকেলের ফুটো টায়ারের মতো শিঁ শিঁ করতে থাকল।

সবুজ ওভারকোটের খুঁট তুলে ঢাল বেয়ে নামতে লাগল দুরেমার, কেবলি বলতে লাগল:

'আমি কিছু করি নি, আমি কিছু করি নি...'

কিন্তু একটা খাড়াই জায়গায় পা ফসকে ঝপাং করে পড়ল পুকুরে।

কারাবাস বারাবাস যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। কেবল চাঁদি পর্যন্ত গোটা মাথা গুঁজল ঘাড়ে; দাড়ি তার জড়াপুঁটলি।

বুরাতিনো পিয়েরো আর মালভিনা উঠে এল ওপরে। কার্লোবাবা তাদের একের পর এক কোলে নিয়ে আঙুল তুলে শাসাল:

'কান মলে দেব, বাঁদর যত!'

ওদের ঢুকিয়ে নিল জামার ভেতর।

তারপর সে কয়েক পা নেমে বসল অভাগা কুকুরের কাছে। বিশ্বস্ত আর্তেমন মুখ তুলে কার্লোর নাক চেটে দিলে। তক্ষুনি জামার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বুরাতিনো:

'কার্লোবাবা, ওকে ছাড়া আমরা বাড়ি যাব না।'

'এহ্,' কার্লো বললে, 'এহ্, বড়ো ভারি হবে। তা যে করেই হোক, নিয়ে যাব তোদের কুকুরটিকে।'

কাঁধে চাপাল সে আর্তেমনকে, তারপর বোঝায় হাঁপাতে হাঁপাতে উঠল ওপরে, মাথা গুঁজে চোখ বড়ো বড়ো করে সেখানে একইভাবে দাঁড়িয়ে ছিল কারাবাস বারাবাস।

'পুতুলগুলো আমার...' বিড়বিড় করল সে।

কড়া গলায় জবাব দিলে কার্লো, 'হারে মুখ পোড়া, বুড়ো বয়সে জুটেছিস বটে, যত নামকরা জোচ্চোরদের সঙ্গে, — ঐ দুরেমার, বেড়াল, শেয়ালটা। বাচ্চাদের পেছনে লেগেছিস! লজ্জার কথা ডক্টর!'

শহরের দিকে চলে গেল কার্লো।

মাথা গুঁজেই কারাবাস বারাবাসও চলল তার পেছু পেছু।

'পুতুলগুলো আমার, ফেরত দাও...'

'কিছুতেই দেবে না!' জামার তল থেকে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল বুরাতিনো।

এইভাবেই চলল তারা, চলল। পেরিয়ে গেল 'তিন চুনোমাছ' সরাই, দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল তার টেকো কর্তা, দুই হাত দিয়ে সে দেখাল ভাজাভুজির শব্দ-ওঠা ফ্রাইং প্যানের দিকে।

দরজায় ছেঁড়া লেজ নিয়ে কেবলি আগুপিছু করছিল মোরগটা, উত্তেজিত হয়ে বলছিল বুরাতিনোর দুর্ব্যবহারের কথা। মুরগিগুলো দরদ দেখিয়ে সায় দিচ্ছিল:

'উহ্ কী দুর্ভোগ! আহা-রে মোরগ!'

টিলার ওপরে উঠল কার্লো, সেখান থেকে চোখে পড়ে সাগর। হাওয়ার স্রোতে কোথাও কোথাও তা ম্যাড়মেড়ে, তীরে জ্বলন্ত সূর্যের নিচে বালু-রঙা পুরনো শহরটা আর পুতুল যাত্রার ক্যাম্বিসের চুড়ো।

কার্লোর পেছনে তিন পা দূরে দাঁড়িয়ে কারাবাস বারাবাস বিড়বিড় করল:

'পুতুলগুলোর জন্যে তোমায় একশ' মোহর দেব, বেচে দাও।'

বুরাতিনো, মালভিনা আর পিয়েরোর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, অপেক্ষা করতে লাগল কী বলে কার্লো।

কার্লো বললে:

'না! তুই যদি হতিস পুতুল যাত্রার ভালো, দরদী অধিকারী, তাহলে তাই সই, এমনিই দিয়ে দিতাম ছোট্ট মানুষগুলোকে। কিন্তু তুই কুমিরের চেয়েও নচ্ছার। দেবও না, বেচবও না, ভাগ এখান থেকে।'

টিলা থেকে নামল কার্লো, কারাবাস বারাবাসের দিকে আর ফিরেও তাকাল না, গেল শহরে।

সেখানে ফাঁকা চকে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল পুলিসটা।

গরমে আর একঘেঁয়েমিতে মোচ ওর ঝুলে পড়েছে, ভুরু লেপটে গেছে, তেকোনা টুপির ওপরে ভনভন করছে মাছি।

হঠাৎ কারাবাস বারাবাস তার দাড়ি পকেটে ঢুকিয়ে পেছন থেকে খপ করে কার্লোর কামিজ চেপে ধরে চক ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

'চোর, চোর ধরুন, পুতুল চুরি করেছে আমার!..'

কিন্তু ব্যাজার আর গরম লাগছিল পুলিসটার, সে নড়লও না। কারাবাস বারাবাস তার কাছে ছুটে গিয়ে দাবি করতে থাকল কার্লোকে গ্রেপ্তার করা হোক।

'আর তুমি বাপু কে?' আলস্যে জিগ্যেস করল পুলিস।

'আমি পুতুলবিদ্যার ডক্টর, পুতুল যাত্রার অধিকারী, সবচেয়ে বড়ো অর্ডার পেয়েছি, তারাবার রাজার সাঙাৎ, আমি কারাবাস বারাবাস...'

'হম্বিতম্বি করিস না তো!' বললে পুলিস।

আর কারাবাস বারাবাস যতক্ষণ ওদিকে বকাবকি করছিল ওর সঙ্গে, কার্লোবাবা ততক্ষণে রাস্তার বাঁধানো টালির ওপর লাঠি ঠকঠক করে তাড়াতাড়ি পেঁাছে গেল সেই বাড়িটায় যেখানে সে থাকত। আধো-আঁধারিতে দরজা খুলল সিঁড়ির নিচেকার খুপরিটার, কাঁধ থেকে আর্তেমনকে নামিয়ে শোয়াল খাটে, জামার তল থেকে বুরাতিনো, পিয়েরো আর মালভিনাকে বার করে পাশাপাশি বসাল তাদের টেবিলের সামনে।

মালভিনা তক্ষুনি বলে উঠল:

'কার্লোবাবা সবার আগে আপনি ওই রোগা কুকুরটাকে দেখুন। আর ছোটোরা, হাত-মুখ ধোও শিগগির...'

হঠাৎ হতাশায় হাত চাপড়াল সে:

'কিন্তু আমার ফ্রক! আমার নতুন জুতোজোড়া, আমার সুন্দর বো বাঁধার ফিতেটি — সব পড়ে আছে খাদে, বারডক ঝোপে!..'

'ও কিছু না, ভাবনা নেই,' কার্লো বললে, 'সন্ধ্যায় আমি যাব, নিয়ে আসব তোর পুঁটলি।'

আর্তেমনের পা থেকে ব্যাণ্ডেজ খুলতে লাগল সে। দেখা গেল, ঘা ওর সবই প্রায় শুকিয়ে গেছে, তাহলেও কুকুর যে নড়তে পারছিল না, সে কেবল তার খিদে পেয়েছে বলে।

'সেদ্ধ ডিম-ভাঙা দিয়ে এক ডিশ ওট সুপ আর একটা শাঁসালো হাড়,' কিঁউ কিঁউ করলে আর্তেমন, 'তাহলেই আমি শহরের সমস্ত কুকুরের সঙ্গে লড়ে যাব।'

'হায়রে,' ভেঙে পড়ল কার্লো, 'ঘরে আমার রুটির একটু চটাও নেই, একটা পয়সাও নেই পকেটে...'

করুণ দীর্ঘশ্বাস ফেলল মালভিনা। হাত মুঠো করে কপাল চুলকিয়ে পিয়েরো ভাবতে লাগল।

'আমি রাস্তায় গিয়ে পদ্য বলতে থাকব, পথের লোকেরা আমায় এক কাঁড়ি পয়সা দেবে।'

কার্লো মাথা নাড়ল:

'আর ভবঘুরেমির জন্যে রাত তুই কাটাবি বাছা পুলিসের হাজতে।'

বুরাতিনো ছাড়া মুষড়ে পড়ল সবাই। কেবল সেই সেয়ানার মতো হেসে উশখুশ করতে লাগল, যেন সে বসে আছে চেয়ারে নয়, ছুঁচলো পিনের ওপর।

'নাও বাবা, কাঁদুনি অনেক হল,' লাফিয়ে সে নামল মেঝের ওপর, কী যেন বার করল পকেট থেকে, 'কার্লোবাবা, একটা হাতুড়ি নিয়ে দেয়াল থেকে ওই ছেঁড়া ক্যানভাসটা সরাও তো।'

আঁচড়ে যাওয়া নাক দিয়ে সে পুরনো ক্যানভাসের ওপর আঁকা চুল্লিটা, তার ওপর বসানো হাণ্ডা আর ধুঁইয়ে ওঠা তার ভাপ দেখাল।

অবাক হল কার্লো:

'অমন চমৎকার ছবিটা তুই কেন খসাতে চাচ্ছিস খোকা? শীতকালে ছবিটা যখন দেখি, মনে করে নিই যে ওটা সত্যিকারের আগুন, হাণ্ডায় রশুন দেওয়া সত্যিকারের শুরুয়া ফুটছে, তখন সত্যিই তেমন শীত করে না।'

'কার্লোবাবা, পুতুলের দিব্যি দিয়ে এই কথা দিচ্ছি, উনুনে তোমার সত্যিকারের আগুন জ্বলবে, থাকবে সত্যিকারের লোহার হাণ্ডা, গরম শুরুয়া। ক্যানভাস সরাও।'

কথাটা বুরাতিনো বললে এমন আত্মবিশ্বাসে যে কার্লোবাবা তার চাঁদি চুলকাল, মাথা দোলাল, গলা খাঁকারি দিল কয়েক বার, তারপর সাঁড়াশি আর হাতুড়ি নিয়ে ক্যানভাস খসাতে লাগল। তবে আমরা তো আগেই জানি, তার পেছনে ছিল টান টান মাকড়শার জাল আর মরা মাকড়শা।

সযত্নে মাকড়শার জাল সরাল কার্লো। তখন দেখা গেল কালচে হয়ে আসা ওক কাঠের ছোটো একটা কপাট। তার চার কোণে খোদাই করা হাসি-হাসি কয়েকটা মুখ আর মাঝখানে নাচন্ত একটি মানুষ, লম্বা তার নাক।

যখন তা থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলা হল, মালভিনা, পিয়েরো, কার্লোবাবা, এমনকি আর্তেমন কুকুরও সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল:

'এ যে বুরাতিনোরই ছবি!'

'আমি তাই-ই ভেবেছিলাম,' বললে বুরাতিনো, যদিও তেমন কিছু সে মোটেই

ভাবে নি, অবাক হয়ে গিয়েছিল সে নিজেই, 'এই যে দরজার চাবি। কার্লোবাবা, খুলুন।'

কার্লো বললে, 'এই দরজাটি আর এই সোনার চাবি বহুকাল আগে বানিয়েছিল কোনো এক ওস্তাদ কারিগর। দেখা যাক কী আছে ভেতরে।'

ফুটোয় চাবি ঢুকিয়ে সে ঘুরাল... শোনা গেল ভারি মিষ্টি মৃদু একটা সুর, যেন একটা ছোটো অর্গান বাজছে...
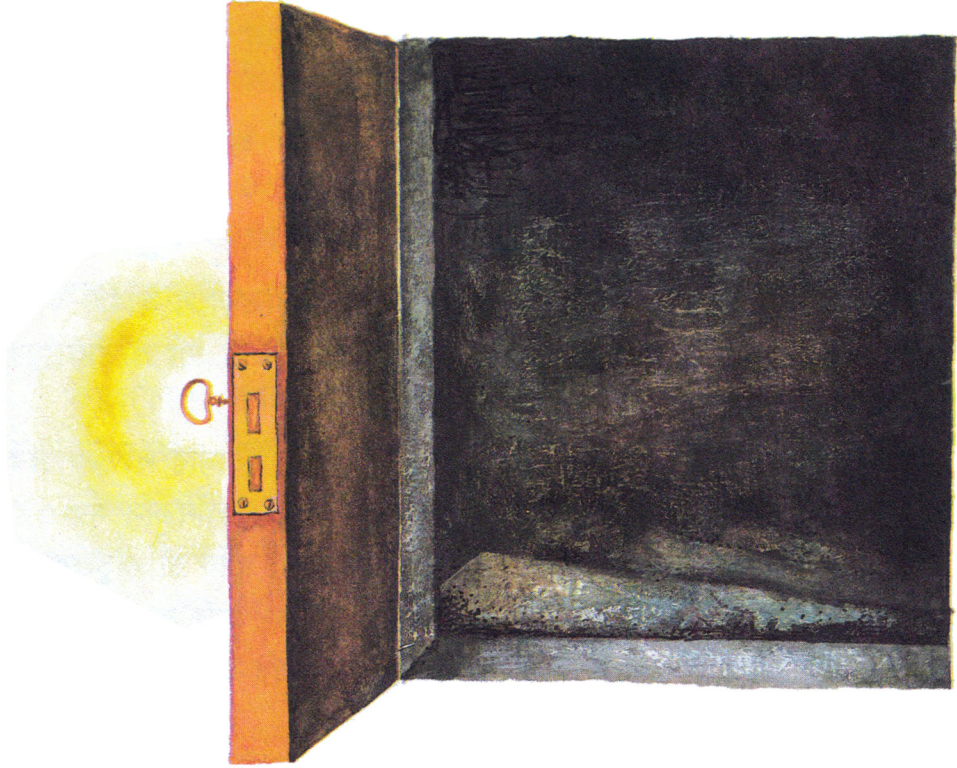
দরজা ঠেলল কার্লোবাবা। ক্যাঁচ-কেঁচিয়ে সেটা খুলতে লাগল।

এই সময়ে জানলার বাইরে থেকে শোনা গেল কার তড়িঘড়ি পায়ের শব্দ, আর গাঁক গাঁক করে উঠল কারাবাস বারাবাসের গলা:

'তারাবার রাজার হুকুম — গ্রেপ্তার করো এই বুড়ো বদমাশ কার্লোকে!'

## সিঁড়ির নিচেকার খুপরিতে হুড়মুড়িয়ে ঢুকল কারাবাস বারাবাস

আমাদের তো জানাই আছে, কার্লোকে গ্রেপ্তার করার জন্যে মিছেই সে বোঝাচ্ছিল ঘুম-ঢুলঢুলু পুলিসটাকে। কোনো ফল না হওয়ায় কারাবাস বারাবাস দৌড়তে লাগল রাস্তা দিয়ে।

উড়ন্ত দাড়ি তার আটকে যাচ্ছিল পথচারীদের বোতামে আর ছাতায়।

ধাক্কা খাচ্ছিল সে, দাঁত কিড়মিড় করছিল। তার পেছনে কান-ফাটানো শিস দিচ্ছিল ছেলেপুলেরা, পচা আপেল ছুড়ে মারছিল তার পিঠে।

শহরের কর্তার কাছে ছুটে গেল কারাবাস বারাবাস। এমন গরম, কর্তা বসেছিলেন বাগানে, ফোয়ারার কাছে, কেবল ইজের পরে, লেমনেড খাচ্ছিলেন।

কর্তার থুতনিতে ছয়টা থাক, গোলাপি গালের চাপে নাক দেখা যায় না। তাঁর পেছনে লাইম গাছের তলায় মনমরা চারটে পুলিস, থেকে থেকে লেমনেড বোতলের ছিপি খুলে দিচ্ছে তাঁকে।

কর্তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে দাড়ি দিয়ে সারা মুখে চোখের জল মাখিয়ে হাউমাউ করে উঠল কারাবাস বারাবাস:

'অভাগা অনাথ আমি, আমায় অপমান করেছে, আমায় লুট করেছে, পিটিয়েছে আমায়...'

'কে তোর অপমান করল রে অনাথ?' ফোঁস ফোঁস করতে করতে জিগ্যেস করলেন কর্তা।

'আমার বদরাগী শত্তুর, বুড়ো অর্গান-বাজিয়ে কার্লো। সে আমার তিনটে সেরা পুতুল চুরি করেছে, জ্বালিয়ে দিতে চায় আমার পুতুল যাত্রা, এক্ষুনি ওকে গ্রেপ্তার না করলে সে গোটা শহর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সব লুট করবে।'

নিজের কথাগুলো ওজনদার করার জন্যে সে একমুঠো মোহর বার করে রাখল কর্তার জুতোর মধ্যে।

মোটের ওপর, এমন সে বানিয়ে বানিয়ে সব বলতে লাগল যে কর্তা ভয় পেয়ে লাইম গাছের তলেকার পুলিস চারজনকে হুকুম করলেন:

'মান্যবর এই অনাথের সঙ্গে গিয়ে আইনের নামে যা করতে হয় করো গে।'

ЛИМОН
ЛИМОНАД
ЛИМОН
ЛИМОН
ЛИМОН

চারজন পুলিস সঙ্গে নিয়ে কারাবাস বারাবাস ছুটে গেল কার্লোর খুপরির সামনে, চিৎকার করল:

'তারাবার রাজার হুকুমে গ্রেপ্তার করো এই চোর বদমাশটাকে।'

কিন্তু দরজা বন্ধ। কোনো সাড়া এল না খুপরির ভেতর থেকে। কারাবাস বারাবাস হুকুম দিলে:

'তারাবার রাজার হুকুমে — ভাঙো দরজা!'

পুলিসরা চাপ দিল, পচা দরজার আধখানা কব্জা থেকে খসে যেতেই চারজন বাহাদুর পুলিস তরোয়াল ঝনঝনিয়ে ধপাস করে পড়ল সিঁড়ির তলের খুপরির ভেতরে।

ঠিক সেই সময়েই দেয়ালের গোপন দরজা দিয়ে গুঁড়ি মেরে ঢুকছিল কার্লো। লুকোচ্ছিল সেই সবশেষে। আর দরজা —

দড়াম!..

বন্ধ হয়ে গেল। থেমে গেল মৃদু বাজনা। খুপরিতে লুটচ্ছে কেবল নোংরা ব্যাণ্ডেজ আর চুল্লি-আঁকা ছেঁড়া ক্যানভাসটা...

গোপন দরজাটার কাছে ছুটে গিয়ে কিল-ঘুষি আর লাথি চালাতে লাগল কারাবাস বারাবাস:

দুম! দুম! দুম!

কিন্তু দরজা একেবারে পাকাপোক্ত।

কারাবাস বারাবাস ছুটে এসে পাছা দিয়ে ধাক্কা মারল দরজায়।

দরজা ভাঙল না।

পা দিয়ে পুলিসগুলোকে খোঁচাতে লাগল সে:

'তারাবার রাজার হুকুমে ভাঙো ওই হতচ্ছাড়া দরজাটা!'

পুলিসেরা ওদিকে হাত বুলিয়ে দেখে — কেউ কারো নাকের থ্যাঁতলানি, কেউ কারো মাথার ফোলা।

'না, এ মহা মুশকিলের কাজ,' এই বলে তারা চলে গেল কর্তাকে বলতে যে তারা আইন মতে সবকিছু করেছে। কিন্তু খোদ শয়তানই বুড়ো অর্গান-বাজিয়ের সহায়, কেননা ও পালিয়ে গেছে দেয়াল ফুঁড়ে।

নিজের দাড়ি ছিঁড়তে লাগল কারাবাস বারাবাস, লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপর, হাঁউমাউ, গোঁ গোঁ করে পাগলার মতো গড়াগড়ি দিতে লাগল সিঁড়ির নিচেকার শূন্য খুপরিটায়।

## গোপন দরজার পেছনে কী তারা পেল

কারাবাস বারাবাস যখন পাগলার মতো গড়াচ্ছিল আর দাড়ি ছিঁড়ছিল, তখন আগে আগে বুরাতিনো, তার পেছনে মালভিনা, পিয়েরো, আর্তেমন — আর সবশেষে কার্লোবাবা পাথরের খাড়া সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছিল মাটির নিচে।

বাতি ধরে ছিল কার্লোবাবা। তার দপদপে আলোয় হয় আর্তেমনের উশকোখুশকো মাথা, নয় পিয়েরোর বাড়িয়ে দেওয়া হাতের ছায়া পড়ছিল মস্তো মস্তো, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে যেখানে তারা নামছিল তার অন্ধকার দূর হচ্ছিল না।

ভয়ে যাতে চেঁচিয়ে না ওঠে, সেজন্যে নিজের কান মলছিল মালভিনা।

বরাবরের মতো পিয়েরো, কথা নাই বার্তা নাই, বিড়বিড় করছিল পদ্য:

| | |
|---|---|
| দেয়ালে ছায়ার নাচ ফোটে, | আঁধারে বিপদ থাকে থাক, |
| আমার নেইকো ভয় মোটে। | পাতালে জানি না কোন দিক, — |
| সিঁড়িটা খাড়াই ফাঁক ফাঁক, | কোথাও পেঁছে দেবে ঠিক... |

সবার আগে বুরাতিনো, তার শাদা টুপি সামান্য দেখা যাচ্ছিল একেবারে নিচে। সেখানে হঠাৎ সড়সড় করে উঠল কী যেন, পড়ে গেল, গড়াল, ভেসে এল তার করুণ কণ্ঠ:

'এসো আমার কাছে, সাহায্য করো!'

তৎক্ষণাৎ সে যে জখম, খিদেয় মরছে, সেসব ভুলে মালভিনা আর পিয়েরোকে উলটে ফেলে কালো ঝড়ের মতো আর্তেমন সিঁড়ি বেয়ে ছুটল নিচে।

খটখট করছিল তার দাঁত। জঘন্যরকম গঙিয়ে উঠল কী একটা জীব।

চুপচাপ হয়ে গেল সবকিছু। কেবল এলার্ম ঘড়ির মতো সশব্দে ধুকধুক করতে লাগল মালভিনার বুক।

আলোর একটা চওড়া ছোপ এসে পড়ল সিঁড়িতে। কার্লোর হাতের বাতিটা তাতে হয়ে উঠল হলদেটে।

'এসো শিগগির, দ্যাখো, দ্যাখো!' চিৎকার করে ডাকল বুরাতিনো।

মালভিনা — পিছন ফিরে — তরতরিয়ে নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে, তার পেছনে লাফাতে লাগল পিয়েরো। সবার শেষে গুঁড়ি মেরে নামল কার্লো, থেকে থেকেই তার কাঠের জুতো হারিয়ে যাচ্ছিল।

নিচে, খাড়াই সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে পাথুরে চকের ওপর বসে

আছে আর্তেমন। জিভ চাটছে সে। পায়ের কাছে পড়ে আছে টুঁটি-চেপা ধেড়ে ইঁদুর শুশারা।

দুই হাত দিয়ে বুরাতিনো তুলে ধরল জরাজীর্ণ একটা ফেল্টের কম্বল, সেটা ঝোলানো ছিল পাথরের দেয়ালে একটা মস্তো ফুটোর ওপর। তা দিয়ে এসে পড়ল নীল আলো।

ফুটো দিয়ে বেরিয়ে প্রথম যা তারা দেখল, তা হল ডুবন্ত সূর্যের রোদ। আসছিল তা খিলানের মতো সিলিং থেকে গোল জানলার মধ্য দিয়ে।

উড়ন্ত ধূলিকণায় ভরা রোদের ছোপটায় আলো হয়ে উঠেছে হলদেটে পাথরে বানানো গোল একটা ঘর। তার মাঝখানে পুতুল মঞ্চ, যাদুর মতো তা সুন্দর। তার পর্দায় জ্বলজ্বল করছে আঁকাবাঁকা সোনালি বিজলি।

পর্দার দু'পাশ থেকে মাথা তুলেছে দুটি চারকোনা মিনার, এমনভাবে তা রাঙানো যেন ছোটো ছোটো ইঁট দিয়ে গাঁথা। টিনের উঁচু সবুজ চাল ঝকঝক করছে।

বাঁয়ের মিনারে ব্রোঞ্জের কাঁটা দেওয়া ঘড়ি। ডায়ালের এক-একটা সংখ্যার সামনে ছেলেমেয়েদের হাসিমুখ আঁকা।

ডান দিকের মিনারে রঙচঙে শার্সি দেওয়া গোল জানলা।

জানলার ওপর টিনের সবুজ চালের ওপর বসে আছে বলিয়ে-কইয়ে ঝিঁঝিপোকা। সবাই যখন মুখ হাঁ করে থেমে গেল যাদু মঞ্চের সামনে, ধীরে ধীরে পরিষ্কার উচ্চারণে ঝিঁঝি বললে:

'আমি তোকে আগেই তো সাবধান করে দিয়েছিলাম ভীষণ বিপদ, ভয়ংকর সব কান্ডকারখানা তোর কপালে আছে, বুরাতিনো। ভাগ্যিস সব ভালোয় ভালোয় কাটল, তবে মন্দও তো হতে পারত... তাই...'

কার্লোবাবা তখন বললে:

'আমি-তো ওদিকে ভেবেছিলাম যে এখানে পাওয়া যাবে অন্তত এক কাঁড়ি সোনা-রুপো, আর পাওয়া গেল কিনা মাত্র এই পুরনো খেলনাটা।'

মিনারের ঘড়িটার কাছে গিয়ে সে তার ডায়ালে আঙুল ঠুকে দেখল, আর পাশে পেতলের পেরেকে চাবি টাঙানো ছিল বলে সেটা নিয়ে সে দম দিল তাতে...

তক্ষুনি ডান দিকের মিনারে রঙিন শার্সি খুলে গেল, বেরিয়ে এল রঙচঙে কলের পাখি, ডানা ঝটপট করে ছয় বার সে গেয়ে উঠল:

'এসো সবাই, এসো সবাই — এসো সবাই, এসো সবাই, — এসো সবাই, এসো...'

পাখি ঢুকে পড়ল, জানলা বন্ধ হল, বেজে উঠল অর্গান, যবনিকা উঠল...

কেউ, এমনকি কার্লোবাবাও কখনো দেখে নি এমন সুন্দর মঞ্চসজ্জা।

বাগানের একটা দৃশ্য। সোনা রূপোর পাতায় ছাওয়া ছোটো ছোটো গাছে বসে গান গাইছে বুড়ো আঙুলের মতো ক্ষুদে ক্ষুদে সব কলের পাখি। একটা গাছে ঝুলছে আপেল, তার কোনোটাই মুসুরির ডালের চেয়ে বড়ো নয়। গাছের তলে ঘোরাফেরা করছে ময়ূর, নখে ভর দিয়ে তারা আপেল ঠোকরাচ্ছে। ঘেসো মাঠে লাফালাফি আর ঢুঁসোঢুঁসি করছে দুটি ছাগলছানা। বাতাসে প্রজাপতির ওড়াউড়ি, চোখে প্রায় পড়েই না।

এমনি চলল মিনিটখানেক। চুপ করল হরবোলারা, পাশের উইঙ্স্ দিয়ে অদৃশ্য হল ময়ূর আর ছাগলছানারা। গাছেরা তলিয়ে গেল মেঝের ট্র্যাপ দিয়ে।

পেছনের পটে সরে গেল হাওয়াই মসলিনের মতো মেঘ। বালিভরা মরুভূমির ওপর দেখা দিল লাল সূর্য। ডাইনে-বাঁয়ের উইঙ্গস থেকে বেরিয়ে এল লিয়ানা গাছের ডাল, দেখতে সাপের মতো। একটা থেকে সত্যিই ঝুলছিল হেলে সাপ। আরেকটায় লেজে ঝুলে দোল খাচ্ছিল এক পাল বানর। এ হল আফ্রিকা।

লাল সূর্যের নিচে মরুভূমির বালিতে ঘোরাঘুরি করছে জন্তুজানোয়ার।

তিন লাফে ছুটে এল কেশর-ফোলা সিংহ, আকারে বেড়ালছানার চেয়ে বড়ো না হলেও দেখে ভয় লাগে বৈকি।

টলে পড়তে পড়তে, পেছনের দু'পায়ে থপথপিয়ে এল ছাতা মাথায় লোমশ ভালুক।

বুকে হাঁটছে গা-ঘিনঘিনে কুমির, ক্ষুদে ক্ষুদে কদর্য চোখদুটো তার দয়ামায়ার ভান করছে। তাহলেও সেটা বিশ্বাস হল না আর্তেমনের, ঘেউ ঘেউ করে উঠল তার উদ্দেশে।

লাফাতে লাফাতে এল গণ্ডার, নিরাপত্তার জন্যে তার ছুঁচলো নাকে রবারের বল পরানো।

ছুটে এল জিরাফ, ডোরাকাটা শিংওয়ালা উটের মতো দেখতে, প্রাণপণে সে গলা উঁচু করেছে।

তারপর দেখা দিল ছোটো ছেলেমেয়েদের বন্ধু হাতি — বুদ্ধিমন্ত, ভালোমানুষ, শুঁড় দোলাল, তাতে ধরে আছে লজেন্স।

সবশেষে এল বাঁকা-চালে-হাঁটা বুনো কুকুরের জাতভাই — জেকল। আর্তেমন ঘেউ ঘেউ করে ঝাঁপিয়ে গেল তার দিকে। কার্লোবাবা বহু কষ্টে তাকে লেজ ধরে টেনে আনল মঞ্চ থেকে।
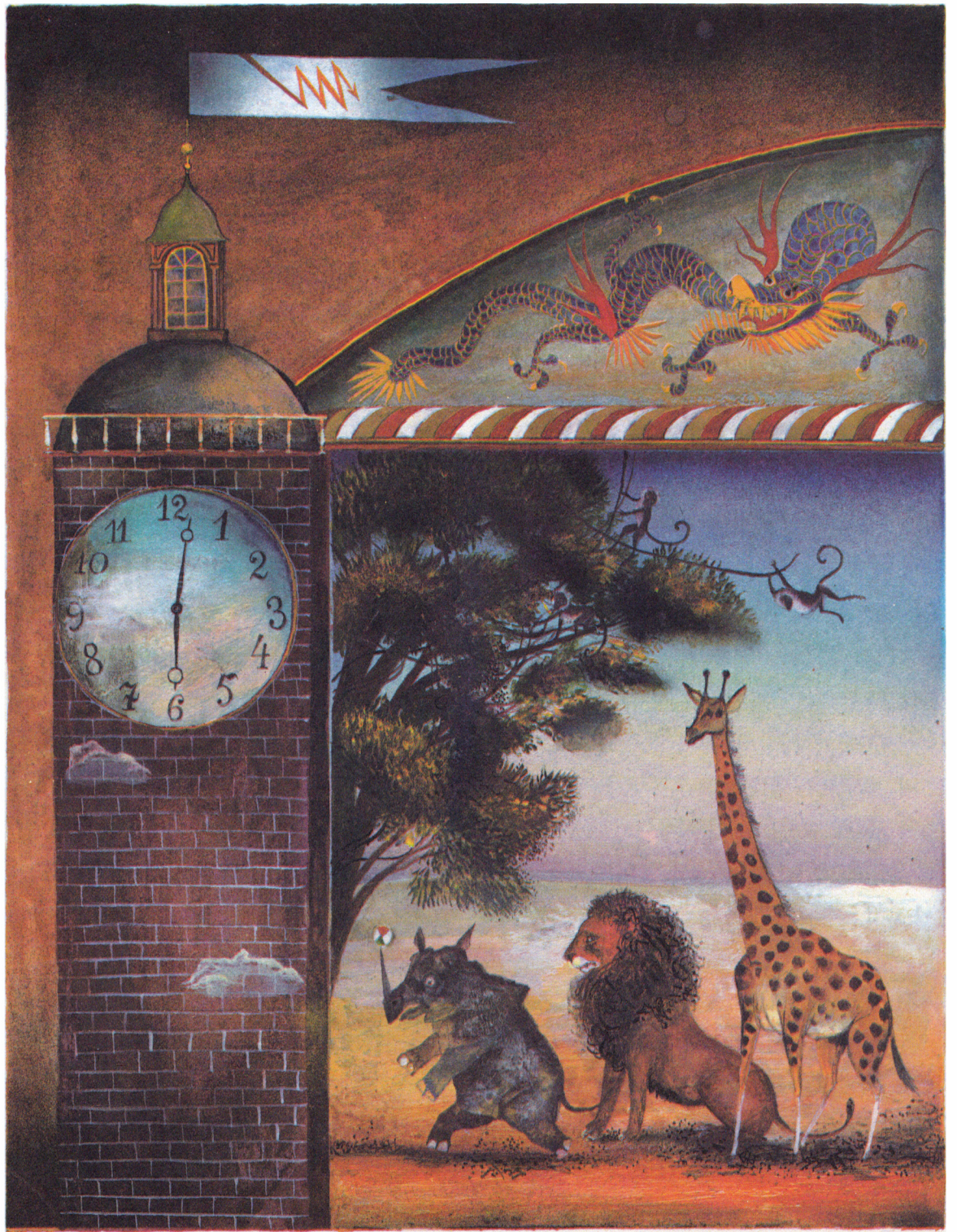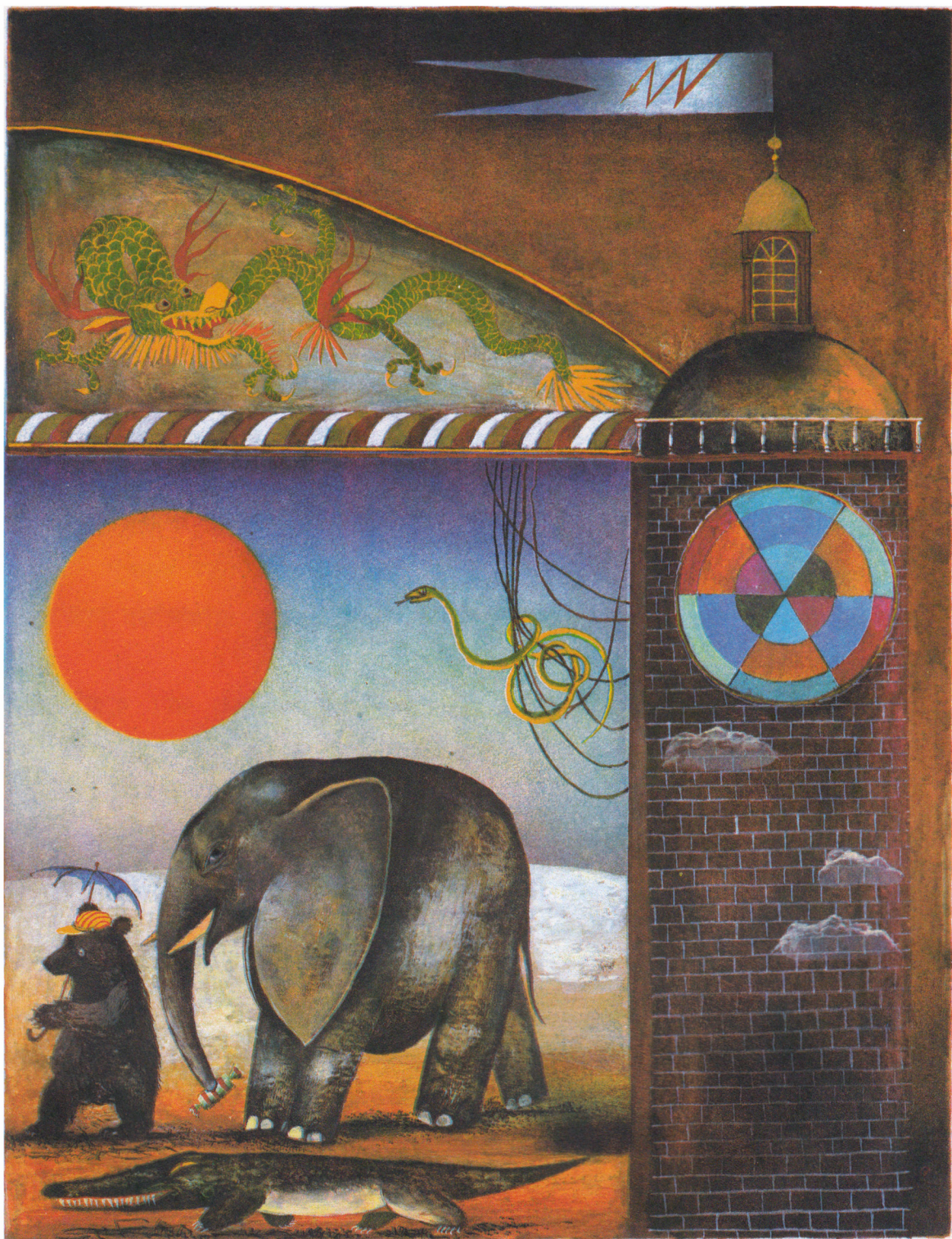
জন্তুরা চলে গেল, হঠাৎ নিভে গেল সূর্য। অন্ধকারে কীসব জিনিস পড়ল ওপর থেকে, কীসব জিনিস পাশকে ভাবে এল। আওয়াজ হল, যেন তারের ওপর ছড় টানা হচ্ছে।

জ্বলে উঠল রাস্তার ম্যাড়মেড়ে আলো। মঞ্চে শহুরে চকের দৃশ্য। ঘরবাড়ির দরজা খুলে গেল, ছুটে বেরুল ছোটো ছোটো সব মানুষ, খেলনা ট্রামগাড়িতে চাপল তারা। ঘণ্টি দিলে কন্ডাক্টর, ড্রাইভার স্টিয়ারিং ঘুরাল, চট করে গাড়ির পেছনে ঝুলে পড়ল বিনা টিকিটের বাচ্চা, হুইসিল ফুঁকল পুলিস, ট্রাম চলতে লাগল বড়ো বড়ো বাড়ির মধ্যেকার রাস্তার পাশ দিয়ে।

চলে গেল বাইসাইক্লিস্ট, সাইকেলের চাকা তাদের গোল বিস্কুটের চেয়ে বড়ো নয়। এল কাগজওয়ালারা, খবরের কাগজগুলো তাদের বইয়ের ছেঁড়া পাতা যেন আট ভাঁজ করা — এইটুকুন দেখতে।

আইসক্রীমওয়ালা চক দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল আইসক্রীমের গাড়ি। বাড়ির ঝুলবারান্দাগুলোয় ছুটে এল খুকিরা, হাত নেড়ে ইশারা করলে। আইসক্রীমওয়ালা হাত উলটিয়ে বললে:

'সব খেয়ে ফেলেছে, পরের বার এসো।'

এর পর যবনিকা পড়ল। ফের তাতে জ্বলজ্বল করছে আঁকাবাঁকা বিজলির সোনালি ঝলক।

কার্লোবাবা, মালভিনা, পিয়েরোর উল্লাসের ঘোর কাটছিল না। বুরাতিনো পকেটে হাত ঢুকিয়ে নাক উঁচু করে বড়াই করল:

'কী, দেখলে তো? তাহলে টরটিলা মাসির ডোবায় আমি খামোকা গা ভেজাই নি... এই থিয়েটারে আমরা একটা পালা দেখাব — জানো কী? — 'সোনার চাবি কিংবা বুরাতিনো আর তার বন্ধুদের অসাধারণ অ্যাডভেঞ্চার' — দুঃখে কারাবাস বারাবাস একবারে ফটাস করে ফেটে যাবে।'

হাত মুঠো করে পিয়েরো তার কোঁচকানো কপাল মুছল:

'আমি সে পালাটা লিখব জমকালো পদ্য দিয়ে।'

'আর আমি বিক্রি করব আইসক্রীম আর টিকিট,' বললে মালভিনা, 'যদি তোমরা মনে করো যে আমার গুণ আছে, তাহলে ভালো ভালো মেয়ের ভূমিকায় নেমেও দেখতে পারি...'

'আরে দাঁড়াও বাপু, তাহলে পড়াশুনার কী হবে?' জিগ্যেস করল কার্লোবাবা।

সবাই সমস্বরে জবাব দিলে:

'পড়াশুনা সকাল বেলায়... সন্ধেবেলায় অভিনয়...'

'তা, তা বাছারা,' কার্লোবাবা বললে, 'তা মান্যগণ্য দর্শকদের আনন্দ দেবার জন্যে আমিও স্ট্রিট-অর্গান বাজাব, আর ইটালির শহর থেকে শহরে যদি ঘুরে বেড়াই, তাহলে ঘোড়া চালাব আর সেদ্ধ করব রশুন দেওয়া ভেড়ার মাংসের শুরুয়া...'

কান খাড়া করে আর্তেমন সব শুনল, মাথা নাড়ল, চকচকে চোখে দেখল বন্ধুদের, জিগ্যেস করল: কিন্তু সে কী করবে?

বুরাতিনো বললে:

'আর্তেমন হবে আমাদের জিনিসপত্র আর সাজসজ্জার ভাণ্ডারী, গুদামের চাবি দেব ওকে। নাটক চলার সময় ও উইঙ্গসের আড়াল থেকে চটপট ল্যাজ নেড়ে সিংহের গর্জন, গণ্ডারের পায়ের শব্দ, কুমিরের দাঁতের কিড়মিড়, আরো সব আওয়াজ নকল করবে।'

'কিন্তু তুই, তুই বুরাতিনো?' জিগ্যেস করল সবাই, 'থিয়েটারে তুই কী হতে চাস?'

'বেকুব যত সব, পালায় আমি নিজের ভূমিকায় নিজেই নামব, সারা দুনিয়ায় নাম ছড়াবে!'

# নতুন পুতুল যাত্রার প্রথম পালা

আগুনের সামনে কারাবাস বারাবাস বসে ছিল বিলকুল বেহদ্দ মেজাজে। কাঁচা কাঠ কোনোরকমে ধোঁয়াচ্ছে। বাইরে বৃষ্টি। জল চোঁয়াচ্ছে পুতুল থিয়েটারের ফুটো-ফুটো চাল থেকে। পুতুলদের হাত-পা স্যাঁৎসেঁতে, এমনকি সাত রশির চাবুকের ভয়েও তারা মহলায় যেতে চায় না। তিন দিন খায় নি কিছু, গুদাম ঘরের পেরেকে ঝোলানো, আক্রোশে ফুসুরফুসুর করছে নিজেদের মধ্যে।

সকাল থেকে একটা টিকিটও বিক্রি হয় নি। কেই-বা যাবে কারাবাস বারা-বাসের ব্যাজার পালা আর ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকের উপোসী অভিনেতাদের দেখতে!

শহরের মিনারে ছ'টা বাজল। বিরস বদনে কারাবাস বারাবাস ঢুকল তার প্রেক্ষাগৃহে — একেবারে ফাঁকা।

'চুলোয় যাক মান্যগণ্য সব দর্শকেরা,' গজগজ করল সে, বেরিয়ে এল রাস্তায়। বেরিয়ে এসে, দেখেশুনে, চোখ মিটমিট করে মুখ তার এমন হাঁ হয়ে গেল যে গোটা একটা দাঁড়কাক ঢুকে পড়তে পারত সেখানে।

তার যাত্রার উলটো দিকে প্রকাণ্ড একটা নতুন ক্যাম্বিসের তাঁবুর সামনে ভিড় জমেছে। সাগর থেকে যে স্যাঁৎসেঁতে হাওয়া দিচ্ছে তাতে ভ্রুক্ষেপও নেই তাদের।

ঢোকার মুখে মাচার ওপর দাঁড়িয়ে আছে টুপি মাথায় লম্বা-নাকু একটা মানুষ, চোঙের ভাঙা ভাঙা আওয়াজে কী যেন সে বলছে।

জনতা হাসছে, হাততালি দিচ্ছে, অনেকেই ঢুকছে তাঁবুর ভেতরে।

কারাবাস বারাবাসের কাছে এল দুরেমার; তার গা থেকে পাঁকের যা গন্ধ ছাড়ছে তা আর কখনো দেখা যায় নি।

'এহ্,' বিস্বাদে গোটা মুখ কুঁচকিয়ে সে বললে, 'রোগ সারাবার জোঁক দিয়ে আর চলছে না। ভাবছি ওদের কাছে যাব,' নতুন তাঁবুটার দিকে দেখাল দুরেমার, 'মোমবাতি জ্বালাবার, মেঝেতে ঝাড়ু দেবার কাজ চাইব ওদের কাছে।'

'হতচ্ছাড়া এই যাত্রাদলটা কার? এল কোত্থেকে?' গজগজ করলে কারাবাস বারাবাস।

'পুতুলরাই এই 'বিজলি' যাত্রাদলটা বানিয়েছে। নিজেরাই তারা পদ্যে পালা লেখে, নিজেরাই অভিনয় করে।'

পুতুল যাত্রা
বিজলি
কাউন্টার

দাঁত কিড়মিড় করে দাড়ি টানতে লাগল কারাবাস বারাবাস, এগিয়ে গেল ক্যাম্বিসের নতুন তাঁবুটার দিকে।

প্রবেশমুখের ওপরে বুরাতিনো চিৎকার করছিল:

'কাঠের মানুষদের জীবন নিয়ে অত্যাশ্চর্য অপূর্ব যাত্রার প্রথম পালা। কী করে আমরা রসিকতা, সাহস আর মনোবলের দৌলতে সমস্ত শত্রুদের হারিয়েছি তার সত্য ঘটনা...'

ঢোকার মুখে কাচের বুথে বসে ছিল মালভিনা, নীল চুলে তার লাল রিবনের বো বাঁধা, পুতুল জীবনের মজার পালা দেখতে যারা উৎসুক, তাদের সে টিকিট দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছিল না।

মখমলের নতুন কুর্তা পরে কার্লোবাবা তার অর্গান ঘুরাচ্ছিল আর মাণ্যগণ্য দর্শকদের দিকে চেয়ে খুশিতে চোখ মটকাচ্ছিল।

আর্তেমন আলিসা শেয়ালের লেজ ধরে তাকে টেনে বার করছিল তাঁবু থেকে, ঢুকে পড়েছিল সে বিনা টিকিটে।

বাজিলিও বেড়ালেরও টিকিট ছিল না, তবে সে পালিয়ে বাঁচে, বৃষ্টিতে বসে আছে গাছের ডালে, আক্রোশে চেয়ে দেখছে নিচে।

বুরাতিনো গাল ফুলিয়ে ভাঙা আওয়াজের চোঙায় ঘোষণা করল:

'পালা শুরু হচ্ছে।'

মই বেয়ে বুরাতিনো নেমে চলে গেল পালার প্রথম দৃশ্যে অভিনয়ের জন্যে যাতে দেখানো হয়েছে কেমন করে গরিব কার্লোবাবা কাঠের টুকরো চেঁছে কেঠো মানুষ বানায়, ভাবেও নি যে সে-ই হবে তার সৌভাগ্যের কারণ।

পালা দেখতে শেষ ঢুকল টরটিলা কাছিম, মুখে তার সোনালি কোণ-ওয়ালা পার্চমেণ্ট কাগজে সম্মানী নিমন্ত্রণ কার্ড।

শুরু হল অভিনয়। কারাবাস বারাবাস গোমড়া মুখে ফিরে গেল তার শূন্য যাত্রায়। সাত রশির চাবুকটা নিলে। দরজা বন্ধ করলে গুদামঘরের।

'নচ্ছার সব, আলসেমি তোমাদের ঘোচাচ্ছি!' হিংস্র হুংকার ছাড়ল সে, 'শেখাচ্ছি তোমাদের কী করে লোক ভুলিয়ে আনতে হয় আমার কাছে।'

চাবুক হাঁকাল সে। কিন্তু কেউ জবাব দিলে না। গুদাম ফাঁকা। কেবল পেরেকগুলোয় ঝুলছে দড়ির ছেঁড়া টুকরো।

সমস্ত পুতুল — আর্লেকিন, কালো মুখোশ পরা মেয়েরা, তারা-বসানো ছুঁচলো টুপি পরা ডান, শসার মতো নাকওয়ালা কুঁজো, নিগ্রোরা, কুকুরেরা —

সবাই, সবাই, সমস্ত পুতুলই ভেগেছে কারাবাস বারাবাসের কাছ থেকে।

ভীষণ গর্জন করে সে বেরিয়ে এল রাস্তায়। দেখতে পেল তার শেষ অভিনেতাটিও তার কাছ থেকে পালিয়ে জল ভেঙে ঢুকছে নতুন যাত্রাদলে, যেখানে বাজছে ফুর্তির বাজনা, শোনা যাচ্ছে হো-হো হাসি, হাততালি।

কারাবাস বারাবাস পাকড়াও করতে পারল কেবল কাগজের কুকুরটাকে, মুখে যার চোখের বদলে বসানো বোতাম। কিন্তু কে জানে কোত্থেকে ছুটে এল আর্তেমন, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে উলটে ফেলল তাকে, কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল তাঁবুটায়, যেখানে মঞ্চের পেছনে উপোসী পুতুলদের জন্যে রান্না হয়েছে রশুন দিয়ে ভেড়ার মাংসের গরম-গরম শুরুয়া।

রাস্তায় জল জমেছে, তার মধ্যে ওই অবস্থাতেই কারাবাস বারাবাস পড়ে রইল বৃষ্টির ভেতর!

## সূচী

## পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:
'রাদুগা' প্রকাশন
১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো ১১৯৮৫৯, সোভিয়েত ইউনিয়ন
'Raduga' Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow 119859, Soviet Union

আলেক্সেই তল্‌স্তয়ের 'সোনার চাবি' রূপকথার অপূর্ব সুন্দরী নীলকেশী মাল্‌ভিনা, তার পরম অনুরাগী বিষণ্ন স্বভাবের কবি পিয়েরো, তাদের বিশ্বস্ত বন্ধু আর্তেমন নামে কুকুরটি এবং ফুর্তিবাজ দুষ্টু ছেলে বুরাতিনো নিজে অবিশ্বাস্য রকমের জটিল অবস্থার মধ্যে পড়ে। অবশ্য সত্যি কথা বলতে গেলে কি, রাতের অন্ধকারে ভয়ংকর দস্যুদের হামলা, ধূর্ত আলিসা শেয়াল আর বাজিলিও বেড়ালের চালাকি ক'রে সোনার মোহর হাত করা, বেজায় পাজী কারাবাস বারাবাসের দারুণ অত্যাচার — কোন ঘটনাই বুরাতিনোকে দমাতে পারে না। সোনার চাবির রহস্য সে শেষকালে জানতে পারে। বন্ধু পিয়েরো, মাল্‌ভিনা, আর্তেমন আর কার্লোবাবার সাহায্যে নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী কারাবাস বারাবাসকে সে বোকা বানায়।

আ. তলস্তয় · সোনার চাবি কিংবা বুরাতিনোর কাণ্ডকারখানা